মনোবৃত্তি বিধায়ক।

যাদি প্রণীত স্মৃতি, শ্রুতি এবং নীতি প্রভৃতি শাস্ত্রোদ্ধৃত
ও অন্যান্য পণ্ডিতগণোক্ত বহুবিধ হিতোপদেশ
পূর্ণিত গদ্য পদ্যময়ী প্রবন্ধাবলী

শ্রীনীলমণি দাস কর্ত্তৃক প্রণীত।

এবং

শ্রীরামেশ্বর চূড়ামণি কর্ত্তৃক সংশোধিত।

কলিকাতা।

সেণ্ডার্শ কোন্স এবং কোম্পানির যন্ত্রালয়ে
গ্রন্থকর্ত্তার কারণ মুদ্রিত।

শকঃ ১৭৮৫।

পুস্তক লালদিগির উত্তরপূর্ব্বস্থিত রোজারিয় কোম্পা-
নির লাইব্রেরিতে, তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র।

মনোবৃত্তি বিধায়ক।

মুখবন্ধ।

মনুষ্যের বাগিন্দ্রিয় না থাকিলে অনেকানেক প্রয়োজন সিদ্ধির ইচ্ছা ও মনের বহুবিধ ভাব অন্ধকূপস্থ মণির ন্যায় চির অপ্রকাশ থাকিত, নাভি কণ্ঠ মধ্যস্থিত বায়ু সঞ্চালন কালীন কণ্ঠ তালু মূর্দ্ধা প্রভৃতি স্থানে জিহ্বাদির প্রতি-ঘাত দ্বারা ভিন্ন২ রূপ অকারাদি বর্ণ ক্রমে ধ্বনিত হয়। প্রথমতঃ শব্দ নাভিদেশ হইতে অতি গম্ভীররূপে উচ্চা-রিত হইয়া সেই স্বর যত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, তাহার ধ্বনি ক্রমশঃ তত উচ্চতর হয়। এই প্রকার একমাত্র স্বর হইতে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদাদি সপ্তবিধ স্বরের উৎপত্তি হইয়া বহুপ্রকার রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

ভূমিকা।

প্রাচীন ও ইদানীন্তন পণ্ডিত জনগণ প্রণীত বহুবিধ কাব্য ইতিহাসাদি গ্রন্থ এতদ্দেশে বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু রসোদ্দীপক প্রপূরিত তত্তাবৎ পুস্তক পাঠে লোকদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার না হইয়া, বরঞ্চ বিষয় বাসনাবিহীন চিত্তকে তদভিমুখে আকর্ষণ করত বিবিধ বিষয়াশক্তি উদ্দীপন করে। সুতরাং বিদ্যোপার্জ্জনের কোন ফল লব্ধ না হইয়া তাহার বিপর্য্যায় ঘটিয়া উঠে। তন্নিমিত্ত প্রচুর পরিশ্রম পূর্ব্বক মন্বাদি প্রণীত স্মৃতি ও শ্রুতি শাস্ত্রানুযায়ী এবং অন্যান্য পণ্ডিতদিগের বহুতর উপদেশ সকল সঙ্কলন পূর্ব্বক প্ররচনা করত ইটালী নিবাসী কস্যচিৎ কৈঃ শব্দে ইতি বর্ত্ততে যঃ সঃ জাত্যোদ্ভব শ্রীনীলমণি দাস কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় গদ্য পদ্য ছন্দদ্বয়ে "মনোবৃত্তি বিধায়ক" নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করা হইল। যেমন হংস নীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীর গ্রহণ করে, তদ্রূপ গুণনিলয় পণ্ডিত মহোদয়েরা এই গ্রন্থের অসার ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারভাগ গ্রহণ করিয়া আমার শ্রম সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

কলিকাতা }
১২৭০ }

শ্রীনীলমণি দাস।

সত্যযুগে মানবেরা সত্যব্রতী ছিল।
মিথ্যার প্রাবল্য হেতু কলি প্রবর্ত্তিল॥
সত্যযুগে সবে সত্য কহিত বচন।
সেকারণ সত্যযুগ কহে সর্ব্বজন॥
অতীব করাল কলিকাল লোক কহে।
সত্যভ্রষ্ট চৌর্য্য হিংসা পৃথ্বী নাহি সহে॥
কালের মাহাত্ম্য কিছু নাহিক প্রভেদ।
মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান করে ভেদাভেদ॥
কলিতে অশান্ত লোক রিপুর প্রভাবে।
ষড়রিপু বলবান নীতি জ্ঞানাভাবে॥
মিথ্যা হিংসা সুরাপান ছল বেশ্যালয়।
স্তেয় ভ্রূণ পাপে কলি প্রবর্ত্তে নিশ্চয়॥
অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি কলির প্রভাবে।
তপন তাপিত যত মিথ্যা প্রাদুর্ভাবে॥
মহামারি দুর্ভিক্ষাদি অকাল মরণ।
সত্যরূপ মহৌষধি জীবন যাপন॥
মিথ্যা বাক্যে অর্থোপায় ইন্দ্রিয়ের দায়।
কেহ নাহি ভাবে সত্য কিসে রক্ষা পায়॥
সংসারে প্রমত্ত হয়ে বর্জ্জে সত্য ধন।
রিপুতে আক্রান্ত করে তাহে অনুক্ষণ॥
অসার সংসার চিন্তা সত্য ধন সার।
অবশ্য পাইতে পারে সত্যেতে নিস্তার॥
মহামায়া আবির্ভূত শরীরে আদিষ্ট।
মায়ার প্রভাবে মিথ্যা কহে যত শিষ্ট॥
গুটিকায় বান্ধে গুটি করি প্রাণপণ।
অবশেষে হয় তায় আপনি বন্ধন॥

প্রযত্নে সকলে করে সংসার ব্যাপার।
পরিজন মায়াপাশে বদ্ধ অনিবার॥
মহত্তত্ত্ব হতে সেই মায়ার বিকার।
সপ্তলোকে মোহে মায়া নাহি পারাপার॥
ইন্দ্রজাল সমভাব ভাব এই ভবে।
যত্নে সত্য রূপ অসি সদাসঙ্গে লবে॥
প্রবল প্রপঞ্চ মায়া করে বিড়ম্বন।
প্রাণিগণ হয় মুগ্ধ তাহার কারণ॥
মায়াতে মোহিত লোক ত্যজে সত্য ধন।
সদাচার ছাড়ি সদা কুপথ গমন॥
সংসার বুঝিয়া সার গৃহে উচাটন।
বিনা সত্য অনুষ্ঠানে রৌরব দর্শন॥
মিথ্যা বাক্য মিথ্যা চিন্তা ইন্দ্রিয়ের দায়।
নিতান্ত অশান্ত মনঃ পাপে সদা ধায়॥
অবিরত সত্য পথ যে জন ধেয়ায়।
ষড়বর্গ গর্ব্ব খর্ব্ব চতুর্ব্বর্গ পায়॥
শাস্ত্রোক্ত জীবন মুক্ত সেই মহাজন।
ইহকালে পরকালে ধৈর্য্য তাঁর মন॥
পঞ্চভূত হতে এই দেহের উৎপতি।
ক্ষণমাত্রে ভূতাগত ভূতাহত গতি॥
সলিল উপরে বিম্ব কতক্ষণ রয়।
আকাশে চপলা যথা প্রকাশিত হয়॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দ যতই পরমায়ু।
ইতিমধ্যে অবশ্য ত্যজিবে প্রাণ বায়ু॥
কেহ নাহি ভাবে আমি দেহ বা কাহার।
অল্পদিন জন্য আত্মা যথায় বিকার॥

ক্ষণেকে ছাড়িয়া মায়া দেহান্তর হবে।
জীর্ণবাস ছাড়ি পুনঃ নবাম্বর লবে॥
স্বপ্ন তুল্য দেহ জন্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
ভবের ভরণ ভাবে সত্যেরে ভুল না॥
মিথ্যাচারে অর্থ যদি করহ সঞ্চয়।
গজভুক্ত কপিত্থের লোপাপত্তি হয়॥
অতএব কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে সাবধান।
যত্নে সত্য রক্ষা কর সর্ব্ব জ্ঞানবান॥
ধন জন আভরণ কিছার গণন।
সত্য রূপ নিত্য ধন কর সংরক্ষণ॥
সত্যাচার করে যেই মিথ্যা পরিহরি।
সত্য অনুষ্ঠান তার অন্তে হয় তরি॥
সত্যজ্ঞানে মায়ানিদ্রা মোচন করিবে।
নিত্য চিদানন্দ রূপ জ্ঞানেতে হেরিবে॥
সত্য ছাড়ি মিথ্যাচার শাঠ্য প্রতারণা।
কত কষ্ট ভুঞ্জ করে ধনের কামনা॥
অনিত্য ধনেতে নিত্য জ্ঞানের বিকার।
অল্প দিন মাত্র ভবে প্রয়োজন যার॥
অনিত্য ধনের হেতু ছাড়ি নিত্যধন।
দুর্ম্মূল্য মাণিক্য চূর্ণ করি অযতন॥
মৃত্তিকার ঘট ছিদ্ররোধ করিবারে।
সত্যরত্ন নষ্ট কেন কর এসংসারে॥
মহাব্রত মৌনাপেক্ষা ফলাধিক সত্য।
সহস্রাশ্বমেধ ফল বলাও অকথ্য॥
যাগ ব্রত তপ দান যত পুণ্য কর্ম্ম।
মন্বাদি প্রণীত শাস্ত্রে সত্য গুরু ধর্ম্ম॥

মনোবৃত্তি বিধায়ক।

সত্য বাক্যে মহাফল শাস্ত্রেতে নির্ণয়।
সত্য অনুষ্ঠান বিনা শ্রেয়ঃ নাহি হয়॥
সত্যের সদৃশ সার নাহি অন্য ধর্ম্মে।
মিথ্যার সমান পাপ আছে কোন্ কর্ম্মে॥
খঞ্জকে কহিলে খঞ্জ সত্য বটে হয়।
কিন্তু প্রিয়তর বাক্য তার পক্ষে নয়॥
মূর্খে যদি প্রাজ্ঞ বলি কর সম্বোধন।
প্রশংসা বাদেতে নিন্দা পাপের সাধন॥
গল্প কিম্বা বর্ণনায় মিথ্যা ব্যবহার।
কিন্তু পাপ নাহি জন্মে তাহাতে বক্তার॥
সাবধানে সত্য বল সত্য কর সার।
কালভয় তাহে জয় হইবে সংসার॥
যে জন পালেন সত্য সত্য তাঁর ধন।
সত্য তত্ত্ব বিনা তথ্য না করে গ্রহণ॥
অমূল্য অতুল্য সত্য কৈবল্য দায়ক।
ইহ ভবে সত্য বিনা কে আছে নায়ক॥
সংসার আশ্রমে সত্য করিয়া পালন।
যুধিষ্ঠির জনক সৌনক তপোধন॥
সচ্ছন্দে বঞ্চিল তাঁরা শান্ত করি মন।
প্রাণান্তে না করে সত্যভ্রষ্ট কদাচন॥
অকাতরে যদ্যপি সর্ব্বস্ব করে দান।
তথাপি না হয় এক সত্যের সমান॥
ভৌতিক প্রপঞ্চ দেহে সত্য নাহি যার।
ইহ পরলোকে তার সকলি অসার॥
সত্যের সংস্কার থাকে জীবেতে সঞ্চার।
পরলোকে সেই ফল ভুঞ্জে অনিবার॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে অমৃত ভক্ষণ।
ত্রিভুবনে তার মৃত্যু নাহি কদাচন॥
অজ্ঞানী বা জ্ঞানী করে সত্য অনুষ্ঠান।
সংসার সাগরে তরে সেই পুণ্যবান॥
কায়িক কর্ম্মেতে যেই অর্থ লব্ধ হয়।
তাহে উল্লাসিত চিত্ত হও সাধুচয়॥
ধন ইচ্ছা প্রবল দেখিয়া দুঃখ হয়।
বঞ্চনা বিষম রোগ ধনের আশয়॥
সর্ব্বদা চঞ্চল চিত্ত বৃথা পর্য্যটনে।
বৈজয়ন্তী বাস প্রায় বায়ু সঞ্চালনে॥
সত্য সম ধর্ম্ম আর মিথ্যা হেন পাপ।
না বুঝিয়া ইহ লোকে পায় অনুতাপ॥
যে জন সতত চিন্তা করে মিথ্যাচার।
ভ্রমক্রমে নাহি করে সত্য ব্যবহার॥
অহরহ মিথ্যাভানে পাপের সঞ্চার।
সজ্ঞানে অজ্ঞানে সত্যে না করে সৎকার॥
অন্তরাত্মা বায়ু অগ্নি পৃথ্বী আর জল।
আকাশে প্রকাশ পায় চৈতন্য সকল॥
প্রাতরাদি অষ্টম মুহূর্ত্ত পরিমাণ।
ইহারা সর্ব্বদা করে জীবের কল্যাণ॥
ব্যাধি রূপে ভোগে পাপ সাক্ষী রূপে কাল।
শেষে এ কাল হয় প্রকৃত করাল॥
দণ্ডে জীবে দণ্ডে যিনি দণ্ডধর।
[illegible]ধি দেন বিধি শাস্ত্রেতে গোচর॥
অতএব দেহী গেহী শুন যুক্তিচয়।
সত্য বিনা সুপথ কুপথ হয়ে রয়॥

রসনা তাড়ন।

ত্রিপদী।

অস্থি হীন মাংসময়, সরস রসনা হয়,
শব্দ রস যাতে অনুমান।
মনে হয় যত ভাব, তাহে ঘটাইয়া ভাব,
ভাবুকে শুনায় ভব গান॥
অমূর্ত্ত অব্যক্তোদয়, তাহে বাক্য স্ফূর্ত্তি হয়,
ভালমন্দ বিবেচনা মত।
রসজ্ঞা ইন্দ্রিয় সার, কে জানে মহিমা তার,
যে জানে সে সত্য বাক্যে রত॥
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সার, রসনা প্রধান তার,
কর্ম্মেন্দ্রিয় মধ্যে গণ্য বাণী।
জ্ঞানকর্ম্ম সন্ধি দ্বয়, ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ হয়,
যুগল ইন্দ্রিয়ে জীব মানি॥
শূন্যে বাক্য আম্রেড়ন, করে জ্ঞান প্রাণিগণ,
ভালমন্দ বুঝে সেই বলে।
সেই কথা অনুসারে, মর্ত্ত্যলোক ব্যবহারে,
অনায়াসে বুদ্ধি ক্রমে চলে॥
পুরুষ আপন যশ, ব্যক্ত কৈলে অপযশ,
পর উপকার করে ভাষে।
ধীর ব্যক্তি নীতি কয়, হিতপ্রিয় বাক্যচয়,
স্বগৌরব পরনিন্দা নাশে॥
মহাদোষে দোষী যেই, পরছিদ্র কথা সেই,
যথা তথা কহে অনুদিন।

নিন্দাবাদী যে দুর্ম্মুখ, পর তাপে পায় সুখ,
বিদ্যায় কি বক্তৃতা উদয়॥
কটুকাব্য হয় যথা, সুসভ্য নাহিক তথা,
ব্যক্ত হয় কটু ভাষা আদি।
শীলতায় শত্রু বশ, তাহে লোক করে যশ,
বিতর্কে না হবে দর্প বাদী॥
লবণ রসের সার, মিষ্ট বাক্য সে প্রকার,
ভালমন্দ জ্ঞাত সর্ব্বজন।
কহিলে সরস কথা, মান্য হবে যথা তথা,
কহ সবে মধুর বচন॥
দুর্ম্মুখ কথার দোষে,প্রিয়বাক্যে নাহি তোষে,
দুর্ম্মুখ বলিয়া খ্যাত হয়।
রুষ্টভাষী অভাজন, লোকে করে জ্বালাতন,
বাক্য জালে নিন্দে সমুদয়॥
বিদ্যা শূন্য ভট্টাচার্য্য, বাচালতা হয় ধার্য্য,
দুর্ম্মুখ হইতে শ্রেষ্ঠ ভণ্ড।
কৌতুকে কৌতুকী যত, ভণ্ডে লয়ে শুনে কত,
ভণ্ড কাণ্ড মাত্র সর্ব্ব পাণ্ড॥
রসনা ইন্দ্রিয় সারে, বশীভূত কর তারে,
সারতত্ত্ব কর অন্বেষণ।
সত্য ভাষ সত্য জ্ঞান, সত্যসম পুণ্যাধান,
সত্য ধন অমূল্য রতন॥

কামরিপু।

লঘুত্রিপদী ছন্দঃ।

স্পর্শরূপ ধ্বনি, রস গন্ধ গণি, এপঞ্চ বিষয় বনে।
মত্ত করী প্রায়, প্রতিক্ষণ ধায়, দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণে॥
নীতি জ্ঞান সার, অঙ্কুশ বিস্তার, উপদেশে কর ভর।
মন দৃঢ়তর, করিয়া সত্বর, বারণে আয়ত্ত কর॥
বিষয়ে কাতর, অহর্নিশি নর, ইন্দ্রিয়াদি সুগোচর।
প্রেরণ যখন, করিবে তখন, মনরে প্রবোধ কর॥
নিরোধিবে মন, সতত যখন, অভ্যাস নৈপুণ্য হয়।
ঈদৃশ কৌশলে, চালিলে স্ববলে, তারে জিতেন্দ্রিয় কয়॥
বিষয়াদি পঞ্চ, সংসার প্রপঞ্চ, একৈক পুরুষে নাশে।
পিকধ্বনি যথা, শ্রবণেতে তথা, স্তব্ধ হরিণ উল্লাসে॥
যদি লম্ফ দিয়া, যায় পলাইয়া, ব্যাধ কি মারিতে পারে।
পিক সুধা স্বরে, মোহিত অন্তরে, শীঘ্র মৃগায়ু সংহারে॥
প্রবেশি কানন, বৃক্ষ উৎপাটন, করী করে অনায়াসে।
বারুণী পরশে, মুগ্ধ তার বশে, শেষে বদ্ধ দৃঢ় পাশে॥
দীপ শিখারূপ, দেখে অপরূপ, লোভেতে পতঙ্গ মরে।
দীপাগ্নি সুন্দর, পড়ি তদুপর, স্বীয় অঙ্গ ভস্ম করে॥
অগাধ সাগরে, তাহে মীন চরে, সে মীন লোভের তরে।
আধার দেখিয়া, মৃত্যু না ভাবিয়া, বড়িসে বিন্ধিয়া মরে॥
মেলি অলিদলে, করিগণ্ডস্থলে, লুব্ধচিত্ত মকরন্দে।
দন্তী কর্ণাঘাতে, নারে পলাইতে, গলিত সুরার গন্ধে॥
এ পঞ্চ বিষয়, বিষতুল্য হয়, যুক্তিতে বুঝহ কবি।
বিষয়াভিলাস, নাহি পূরে আশ, বহ্নি মুখে যেন হবি॥

যদি কোনজন, করিছে মনন, সেবিতে পঞ্চ বিষয়।
না হয় কুশল, অমৃতে গরল, পরেতে প্রাণান্ত হয়॥
শব্দ অর্থ কাম, আত্মায় বিশ্রাম, ইন্দ্রিয়াদি মন জ্ঞান।
স্ব স্ব গ্রাহ্য পঞ্চে, যথা সুখে বঞ্চে, ঘ্রাণাদিতে অনুমান॥
শ্রবণে শ্রবণ, বীণাদি বাদন, শ্রুতি সুখ শাস্ত্রে কয়।
স্ত্রী পুরুষ যোগে, শরীরানুরাগে, ত্বগেন্দ্রিয়ে স্পর্শ হয়॥
সৌন্দর্য্যাবয়ব, রমণীয় সব, চক্ষু গ্রাহ্য রূপচয়।
স্বাদু দ্রব্য যত, রসনাস্বাদিত, ষড়রস কোষে কয়॥
চন্দনাদি গন্ধ, পুষ্পাদি সম্বন্ধ, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য।
এ পঞ্চ বিষয়, কামিনীর হয়, তবে কেবা ধরে ধৈর্য্য॥
সুরূপা যুবতী, নাম মাত্র সতী, অভিনব যুবাগণ।
পাইয়া নির্জ্জন, করিলে যতন, তার কি না ভুলে মন॥
রমণী সুশীলে, নয়নে হেরিলে, বারবার দেখে ফিরে।
যত দূর যায়, দৃষ্টি করে তায়, অসহ্য অনঙ্গ তীরে॥
অপরূপ নারী, কিন্তু কামাচারী, সবারি নয়ন তারা।
যদিও অবলা, তথাপি প্রবলা, কে বলে সরলা তারা॥
বিবিধ বঞ্চনা, জানে সে অঙ্গনা, চেষ্টা কে বুঝিতে পারে।
বিবেকী সুজ্ঞানী, দর্শনে কামিনী, পরশে যোগীরা হারে॥
একে সম্মোহন, তাহে উন্মাদন, শোষণ, ক্ষোভন বাণ।
স্তম্ভন পশ্চাতে, পঞ্চ শরাঘাতে, দহিছে জীবের প্রাণ॥
দেখ কামশর, করে জ্বর জ্বর, বিন্ধিয়া হৃদয়োপর।
ভুজঙ্গ দংশন, হইলে যেমন, দগ্ধ করে কলেবর॥
ঘৃতকুম্ভ সমা, নারীর উপমা, যুবতী যদ্যপি হয়।
তপ্ত হুতাশন, যুবক যে জন, একত্রেতে রাখা নয়॥
কুলটা কামিনী, যতেক ভামিনী, কলুষের বাপী প্রায়।
পিপাসা কাতর, কতশত নর, পাপ পঙ্কে মজে যায়॥

মনুষ্য কি ছার, মোহে ত্রিসংসার, পুরাণে প্রমাণ আছে।
কামের উৎসাহ, লোকে করে দাহ, সদুপায় সাধু কাছে॥
দেখ ত্রিপুরারি, কামেরে সংহারি, সন্তাপিত হন রাগে।
মোহিনীর রূপ, দেখে অপরূপ, মোহিত কামানুরাগে॥
ইন্দ্রাদি পবন, নহে সম্বরণ, বিমুগ্ধ কামিনী তরে।
রাবণাদি যত, বিন্দ দ্বয় স্বত, দেখিয়া স্ত্রীরত্নে মরে॥
পশুপক্ষী যক্ষ, সুরাসুর রক্ষ, সৃষ্টির আমূল কাম।
জীববর্গে রতি, সর্ব্বান্তরে গতি, ধন্য যারে কাম বাম॥
অতিশয় সেবা, যত্নে করে যেবা, সাবধান তদুপায়।
মহাবলবান, অমোঘ সন্ধান, ধর্ম্ম অর্থ লোপ পায়॥
কামোপস্থে জাত, জন্মে অচিরাত, সেই কর্ম্মে ধর্ম্মোদয়।
লোকে ভ্রমে ভুলে, কামোপস্থ মূলে, পাপে পড়ে দুরাশয়॥
অতিশয় সেবা, করিবেন যেবা, তেজ হ্রাসে ক্ষীণ হয়।
পীড়ার আকর, হয় কলেবর, পরিত্যাগে নিরাময়॥
ধীরবর্গ যত, স্ত্রৈণ দোষে রত, না হয় কৌশলক্রমে।
যেবা কামাধীন, নারীর অধীন, উন্মত্ত সংসারে ভ্রমে॥
মায়ামহোৎকট, সংসার শঙ্কট, বন্ধন বন্দীর মত।
পাপের কারণ, জান নারীগণ, সংঘটন হয় যত॥
দেখ সাধুগণ, পুত্রের কারণ, উদ্বাহ করিতে মত।
ভবে পিতৃঋণ, হইতে অঋণ, সংসার কাননে রত॥
লম্পটতা করে, ভ্রমে যত নরে, কাম্যকামনায় কত।
হইবে উৎকট, বিশাল শঙ্কট, রুদ্ধ হবে ধর্ম্ম পথ॥
বহু নারীগণ, করিলে জম্ভন, পুরুষের পাপ হয়।
স্ত্রী পুরুষগণে, স্পর্শে বহুজনে, না করে তাহাতে ভয়॥
কামার্থী কামনা, করিয়া অঙ্গনা, পদার্থ বিহীনা হয়।
কামাবেশে গতি, ছন্ন হয়ে মতি, লজ্জা ভয় নাহি রয়॥

সুপণ্ডিত হয়, যেই মহাশয়, স্বধর্ম্মে ধার্ম্মিক জ্ঞানী।
পরস্ত্রী কখন, না করে ঈক্ষণ, শাস্ত্রের নিষেধ জানি॥
আয়ু যশ ক্ষয়, বংশ নাশ হয়, চীররোগ ক্ষীণ কায়।
লোভে যত নরে, পরদারা হরে, পরে করে হায় হায়॥
সুবিচারে কর্ম্ম, করিলে স্বধর্ম্ম, ধর্ম্মেতে সকলি জয়।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কুলাশ্রম কর্ম্ম, কুকর্ম্মে পীড়ন হয়॥
অনিবার্য্য দর্প, তীক্ষ্ণাস্ত্র কন্দর্প, সাপিনী রমণীচয়।
কামিনীর তরে, যে আশা না করে, ইহ পরলোকে জয়॥
নারীর বদন, হেরি ঋষিগণ, তপ জপ করে ক্ষয়।
পীযূষ বচন, কহে রামাগণ, শাণিত ক্ষুর হৃদয়॥
দিবসে যে ধনী, শুনি কাক ধ্বনি, তখনি মূর্চ্ছিত হয়।
হইলে রজনী, মাখিয়া রজনী, নদী নক্রে নাহি ভয়॥
বঞ্চনার স্থল, হৃদে হলাহল, বিশ্বাস ঘাতিনী তায়!
দ্রৌপদীর মন, স্বামী পঞ্চজন, থাকিতে অপরে ধায়॥
মানস কমল, যুবক সকল, তরুণ অরুণ জ্ঞান।
কুহকে কামিনী, যেমন ডাকিনী, সম্মোহে মোহিত প্রাণ॥
জ্ঞানে ধৈর্য্য ধর, না হও কাতর, পূর্ব্বাপর বিচারিয়া।
কুচিন্তায় মন, করিলে ধাবন, নরক সাধন ক্রিয়া॥
কামিনীর মন, পায় কোন জন, চেষ্টা কে জানিতে পারে।
শাঠ্য প্রবঞ্চনা, করিয়া অঙ্গনা, বিড়ম্বন যারে তারে॥
সকলেরি প্রিয়, কেহ না অপ্রিয়, এক রূপে নাহি মতি।
গাভী তৃণ নব, ইচ্ছাকরে সব, নারীর সেরূপ গতি॥
অহর্নিশি কাম, বঞ্চে অবিরাম, তথাপি না ঘুচে আশ।
বাঞ্ছা নিত্য সঙ্গ, নব নব রঙ্গ, অন্তরেচ্ছা সুপ্রকাশ॥
দেখিলে সুঠাম, বৃদ্ধি হয় কাম, মনাগ্নিতে হয় জ্বরা।
আচার বিচার, বুঝিয়া সবার, কহে সর্ব্ব নীতিজ্ঞরা॥

নারদ শ্রীহরি, বহু তর্ক করি, নারীর সতীত্ব হেতু।
বিশ্বাস কারণ, ব্রজঙ্গনাগণ, নিমন্ত্রিল মীনকেতু॥
ষোড়শ হাজার, অষ্টাধিক তার, বসিল গোপিনীগণ।
পদ্ম পত্রাসন, তাহাতে ভোজন, কাম করে প্রবেশন॥
হেরি কামরূপ, বুদ্ধি স্মরকূপ, বাঞ্ছা করে রতি সুখ।
ভোজনের পর, উঠিল সত্বর, লজ্জায় নমিত মুখ॥
অটল টলিল, অম্বর খসিল, আর্দ্রিভূত কটীবাস।
নারীর চরিত্র, অতীব বিচিত্র, পুরুষ পরশে আশ॥
রুক্মিনীর মন, কেবল তখন, পুত্র স্নেহে ছিল বদ্ধ।
নতুবা অপর, কামেতে কাতর, স্মর শরে সবে স্তব্ধ॥
নারদ হেরিয়া, বিস্ময় ভাবিয়া, বিষ্ণুরে প্রণাম করে।
তোমার মহিমা, নাহি দিতে সীমা, কে বুঝিবে সুর নরে॥
বিদায় হইয়া, কামিনী নিন্দিয়া, প্রশংসিয়া মীনকেতু।
কাম কলানিধি, নারীরূপ বিধি, সৃজন সংসার হেতু॥
জনন মরণ, অবশ্য ঘটন, তাতে কি সন্দেহ আছে।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, রমণীতে হয়, অসাধ্য কি তার কাছে॥
মাংসপিণ্ড উচ, তারে বোধ কুচ, কামে করে পীড়ামান।
থুথু লালা কাশ, যাহাতে প্রকাশ, মুখামৃত বোধে পান॥
মদন আগার, অতি কদাকার, মূত্র রক্ত বিনির্গত।
দুর্গন্ধ কুস্থান, হেরে মতিমান, তথাপি তাহাতে রত॥
অতএব বলি, বিষের পুতলী, মায়াময় কুহকিনী।
যাহার মায়ায়, মহেশে ভুলায়, যেন কাল স্বরূপিনী॥
যার বাক্য বিধি, শুনে বলে বিধি,অবিধি সাবিত্রী হেরে।
হয়ে কামাতুর, স্বর্গ মর্ত্য পুর, যাহার নিমিত্ত ফেরে॥
মোহিনীর রূপ, হেরিয়া এরূপ, পশুপতি সচঞ্চল।
লক্ষ্মীর কারণ, ক্ষীরদ মন্থন, নিল কণ্ঠে হলাহল॥

শুন বন্ধুজন, করি নিবেদন, কামিনীর কাম রসে।
কদাচ ভুল না, ঘটিবে যন্ত্রণা, যদি চল তার বশে ॥
দারপরিগ্রহ, না করিলে গৃহ, শ্মশান সমান কয়।
পুত্র উৎপাদন, তাহার কারণ, করিবে পণ্ডিত চয় ॥
ভবের বাজারে, এরূপ আচারে, যে করিবে সম্বরণ।
তারে বলি ধন্য, জ্ঞানি অগ্রগণ্য, মানব প্রধান জন ॥
মরি হায় হায়, পড়ে ভবদায়, তথাপি চেতন নাই।
চারিদিকে চাই, দেখিতে না পাই, সাধু থাকে কোন ঠাঁই ॥
যত দেখি রঙ্গ, সকলি কুসঙ্গ, ভাসায়ে মানস ভেলা।
এখন সময়, যদি চাহ শ্রেয়, পার হও এই বেলা ॥

ক্রোধ।

পয়ার।

ক্রোধ মহাশত্রু, হয় অনিষ্ট কারক।
বিজ্ঞের বিজ্ঞত্ব নাশে পাপের সাধক ॥
রাগে তপ নষ্ট হয় ভ্রষ্ট ইষ্ট ধর্ম্ম।
ক্রোধের অসাধ্য নাহি দেখি কোন কর্ম্ম ॥
বিষে বপু দহে যেন সর্পের দংশনে।
অনল উৎপত্তি হয় কাষ্ঠ সংঘর্ষণে ॥
ততোধিক ক্রোধ বশে জ্বলে কলেবর।
হয় না নিবৃত্ত কভু পোড়ায় অন্তর ॥
প্রবল প্রতাপ তার জয় সাধ্য নয়।
[illegible]ম্যোর হৃদে করে স্ববলে আশ্রয় ॥

কাম লোভ মোহ আদি রিপুগণ যত।
এতাদৃশ উগ্র নহে থাকে অবিরত॥
মহাপাপ ক্রোধ তুল্য নাহিক সংসারে।
জ্ঞান বুদ্ধি আদি যত তাহাতে সংহারে॥
বিশেষ ধীরের ক্রোধ চাপল্য গণন।
বুঝিয়া তাহার মর্ম্ম কর সম্বরণ॥
কোপে হয় মহাপাপ তাপ উপার্জ্জন।
অল্প আয়ু হয় লোকে অনিষ্ট ঘটন॥
লঘু গুরু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
সকার বকার ভাষে নাহি কালাকালে॥
ভাল মন্দ হিতাহিত জ্ঞান নাহি রয়।
অত্যন্ত চঞ্চল করে হইলে উদয়॥
বন্ধু করে ভেদাভেদ বিচ্ছেদোৎপাদন।
বিবাদ কলহ যত ইতর ঘটন॥
তাহার সহায় লোক কদাপি না হয়।
ক্রোধের হইলে বশ সকলি প্রলয়॥
কুজ্ঝটিকা করে যেন রশ্মি আচ্ছাদন।
ক্রোধোদয়ে জ্ঞান নষ্ট অতি বিড়ম্বন॥
যার হৃদি মধ্যে সদা করে অবস্থান।
লক্ষপতি হয় তবু দুঃখীর প্রধান॥
মনঃ অসন্তোষ থাকে বিমর্ষ সর্ব্বদা।
আন্তরিক হইলে বিপক্ষ প্রতি সদা॥
যেই নর নিরন্তর বশ হয় তার।
জীবন অশুচি হয় করে কদাচার॥
কোপ বশে ভ্রাতৃ সঙ্গে যে করে বিবাদ।
পরিণামে ক্লেশ তার হইবে প্রমাদ॥

নহে দায় সদুপায় স্থির কর মন।
উম্মার উদয় কালে কর সম্বরণ॥
মন্দ জ্ঞান অনাদর যদি কর তারে।
অধীন হইলে পর কি করিতে পারে॥
সুকৌশলে বুদ্ধিবলে হইবে স্বাধীন।
জ্ঞানাভাবে জ্বালাতন হবে অর্ব্বাচীন॥
ক্রোধেতে অধৈর্য্য দেখ হয় রাজাচয়।
পরস্পর হানাহানি সৈন্য করে ক্ষয়॥
সহস্র সহস্র লোক যাহার কারণ।
অনায়াসে ক্রোধবশে হয় বিনাশন॥
কামনা ভঙ্গের পর ক্রোধের উদয়।
হিংসাবশে জন্মে কোপ অসহ হৃদয়॥
অন্যান্য রিপুরা যদি হয় বলবান।
তাহাতে কি নষ্ট করে পণ্ডিতের জ্ঞান॥
কিন্তু ক্রোধ মহান প্রবল অতিশয়।
সাবধান ধীরবর্গ আদি যুবাচয়॥
মহাযত্নে নাহি কর ক্রোধের বিকার।
দ্বিতীয় প্রবল বৈরী সঙ্গে পরিবার॥
বিনয়ে বিনয়ী হবে সবাকার স্থানে।
কদাচিত রাগ না করিবে মতিমানে॥
ক্রোধী লোক বশীভূত অনুনয়ে হয়।
শান্ত্বনা করিয়া তোষ উগ্রভাবোদয়॥
কটুভাষী লোকেরে কুশল জিজ্ঞাসিবে।
দণ্ডধারী নিকটেতে লঘুত্ব পাইবে॥
যদি ক্রোধবশে কেহ খড়্গ ধরি হানে।
[illegible] বচনে শান্ত করিবে অজ্ঞানে॥

রাগ শাম্য হবে তার জানিবে নিশ্চয়।
পয়ঃদানে অগ্নি প্রায় নির্ব্বাণতা হয়॥
ক্ষমার অধীন হয় ক্রোধ দুর্ন্নিবার।
ক্ষমা না থাকিলে ধ্বংস করিত সংসার॥
অজ্ঞ লোক ক্রোধ বশে হয় জ্ঞান হত।
সাধুর মনেতে কোপ না হয় সঙ্গত॥
বশিষ্ঠের বংশ নাশ করে বিশ্বামিত্র।
তথাপি তাঁহারে নাহি ভাবিল অমিত্র॥
আহা মরি ধৈর্য্যগুণ কিবা চমৎকার।
আততায়ী হলে তবু না করে সংহার॥
শাস্ত্রের প্রমাণ আততায়ী ছয় জন।
তাহারে বধিলে পাপ স্পর্শে না কখন॥
গৃহ দাহ করে কিম্বা হলাহল দান।
শস্ত্রপাণী হয়ে ইচ্ছা বধিতে পরাণ॥
ধন বিত্তি কলত্র হরিতে যার মন।
এই ছয় আততায়ী শাস্ত্রের লিখন॥
আততায়ী আগত হইলে অবিচারে।
তখনি করিবে হিংসা শাস্ত্র অনুসারে॥
প্রতিহিংসা হেতু দোষী না হয় সে জন।
কিন্তু ফলাফল তাহে নাহি নিরূপণ॥
নিজগুণে যদ্যপি তাহাতে করে ক্ষমা।
তাহার পুণ্যের কথা কি আছে উপমা॥
ধৈর্য্যের সমান গুণ পু[illegible]।
না দেখি এমন যাতে ত্রিভু[illegible]।
ধৈর্য্যাবলম্বীর পক্ষে স্ব[illegible]॥
সকলে সমান ভাব না ক[illegible]।

ধৈর্য্যগুণে যার মন আছে শোভমান।
শত্রু মিত্র তার মতে সকলি সমান॥
জগতে তাহার কেহ আছে কি বিপক্ষ।
যে থাকে বিপক্ষ তার গুণে হয় পক্ষ॥
আশ্রম বিশেষে বিধি আছে ভিন্ন ভাব।
জ্ঞানী জন তাহাতে ঘটায় ভাবাভাব॥
গৃহী হয়ে শত্রুকে না করে উপরোধ।
দেশ কাল পাত্র বুঝে প্রকাশিবে ক্রোধ॥
ক্রোধ হিংসা মহা পাপ শাস্ত্রের বচন।
তাহে ধর্ম্ম নষ্ট হয় পাপ অগণন॥
ক্ষণমাত্র ক্রোধ যদি উদয় হইবে।
মন প্রবোধিয়া শীঘ্র শমতা করিবে॥
সেই জনে সাধু বলি সর্ব্বজন কয়।
ক্রোধ হিংসা পাপাচার নাহিক সংশয়॥
বেদ পাঠ তপজপ হোম যজ্ঞ দান।
অক্রোধী জনার নহে শতাংশ সমান॥
যেই জন ইহলোকে ক্রোধ জয় করে।
অনন্ত স্বর্গের সুখ তাঁহার অন্তরে॥
জ্ঞান দ্বারা নিয়ত প্রশান্ত তাঁর মন।
শাস্ত্রোক্ত জীবন মুক্ত সেই মহাজন॥
যদি কেহ হিংসাবশে করে মর্ম্ম ভেদ।
ক্ষমাগুণে সাধু কি তাহাতে করে খেদ॥
সহবলে অবহেলে হয় ক্রোধ হীন।
জ্ঞানেতে মহাত্মা করে আত্মার অধীন॥
ক্রোধ বলবান যার ক্ষমা নাহি তার।
সে অতি অশান্ত হয় মূঢ় দুরাচার॥

মহাক্রোধ করি কেহ আপন জীবন।
বিনষ্ট করিয়া শেষে রৌরব গমন ॥
মহাক্রোধাবিষ্ট চিত্ত যদি কার হয়।
নরনারী বধে তার না হয় সংসয় ॥
পরকালে তাহাদের বিষম দুর্গতি।
কর্ম্ম অনুযায়ী ফল পায় মূঢ়মতি ॥
অতএব সাবধান হও সর্ব্বজন।
ক্রোধ যদি হয় সাম্য কর ততক্ষণ ॥
বিশেষ বিষম বৈরী ক্রোধ অতিশয়।
মহা যত্নে ত্যাগ কর সাধু সদাশয় ॥

লোভ।

পয়ার।

লোভ হয় মহা শত্রু রজোগুণাক্রান্ত।
লোভেতে লোলুপ যারা বিষম অশান্ত ॥
লোভেতেই ক্রোধ জন্মে লোভে কামোদয়।
লোভেতে উৎপত্তি মোহ লোভ পাপময় ॥
যেমন পশুর মধ্যে সিংহের শাসন।
রবির মধ্যাহ্ন কালে যেরূপ কিরণ ॥
জীবের তদ্রূপ মন লোভে আকর্ষণ।
লোভের প্রভাব প্রায় জ্ঞাত সর্ব্বজন ॥
প্রাণিগণ পাপে মগ্ন হয় দুষ্ট লোভে।
লোভীর সহিত কোথা প্রেমরত্ন শোভে ॥
লোভে অনুচিত কর্ম্ম ধর্ম্মে নাহি সহে।
অবিহিত লোভ করা কভু ভাল নহে ॥

লোভেতে সন্তোষ হ্রাস করে যেইরূপ।
লোভেতে যেমন পাপ না দেখি স্বরূপ ॥
পয়ঃ অন্বেষণে মৃগ প্রান্তরেতে ভ্রমে।
মৃগতৃষ্ণাপ্রভাবেতে দৃষ্টি হরে ক্রমে ॥
মৃগ তৃষ্ণাতুর কাশপুষ্প জলপ্রায়।
সমুদ্র লহরী জ্ঞানে নিরবধি যায় ॥
অবশেষে ভ্রমবশে প্রাণ নাশে তায়।
নিরুপায় একি দায় হায় হায় হায় ॥
বিষয়ে বিষয়িবর্গ লোভ লক্ষান্তরে।
মৃগতৃষ্ণা প্রায় ভবে পর্য্যটন করে ॥
পুনঃ ২ ভঙ্গ হয় মন অভিলাষ।
তথাপি নিবৃত্ত নহে সংসার প্রয়াশ ॥
দুষ্টাচারী ধনলোভে করিছে কুকর্ম্ম।
তাহে অপযশ হয় জলাঞ্জলি ধর্ম্ম ॥
লোভ বশে চিন্তা করে সুখ বিচারিয়া।
লোভে জন্মে মহা চিন্তা শুষ্ক করে হিয়া ॥
অজয় নিতান্ত পরাক্রান্ত এ সংসারে।
লোভেতে ব্যাকুল চিত্ত করে যে সবারে ॥
চিন্তার আকর লোভ জানিবে নিশ্চয়।
অত্যন্ত কাতর করে লোভ দুরাশয় ॥
অনেকেতে লোভ করে সম্পদ কারণ।
শাঠ্য প্রবঞ্চনা বশে ধন উপার্জ্জন ॥
খলের লোভের কথা কহিতে বিস্তার।
লোভেতে অনিষ্ট তারা করে পাপাচার ॥
পরের কলত্র হরে মানী মান নাশে।
দুর্ঘটন সংঘটন করে অনায়াসে ॥

মনুষ্যের চিন্তা হয় জ্বরের সমান।
জানিয়া তাহার মর্ম্ম হও সাবধান॥
লোভে পড়ি চৌর্য্যবৃত্তি করে মূঢ়জন।
ধনবান গৃহে নিত্য ধন অন্বেষণ॥
ভ্রষ্টানারী উপপতি প্রতি লোভী সদা।
শয়নে থাকিয়া চিন্তে চঞ্চলা প্রমদা॥
সতী নারী পতি চিন্তা করে নিশি দিন।
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী চিন্তা করে হইয়া প্রবীণ॥
দুষ্পার সমুদ্র সম পারাপার দায়।
কিসে ধন মান হবে ভাবিছে উপায়॥
দরিদ্র করিছে লোভ শতেক তঙ্কার।
শত মুদ্রা হলে বাঞ্ছা পাইতে হাজার॥
সহস্র হইলে লক্ষে লক্ষ্য নিরন্তর।
লক্ষপতি ইচ্ছা করে হতে কোটীশ্বর॥
যদ্যপি তাহারে বিধি কোটীশ্বর করে।
তথাপি ধনের তৃষ্ণা কদাচ না মরে॥
ভূপতি হইব বলে চিন্তায় মগন।
কিমাশ্চর্য্য গতি লোভ মোহে জগজ্জন॥
রাজার আবার স্পৃহা সার্ব্বভৌম পদে।
তবু মন পড়ে থাকে আশারূপ হ্রদে॥
তৎপরে ইন্দ্রত্ব লব এই বাঞ্ছা হয়।
দেবরাজ চিন্তা করে ব্রহ্মার বিষয়॥
প্রজাপতি বিষ্ণুপদে সদা করে ধ্যান।
শিবত্ব নিমিত্ত চিন্তাকুল ভগবান॥
ঊর্দ্ধ মুখে পশুপতি ভাবে নির্ব্বিকার।
পাগল বলিয়া যারে ঘোষে ত্রিসংসার॥

সর্ব্বসুখে বিমুখ শ্মশান ভূমে বাস।
অনিত্য সুখে কি তিনি করেন প্রয়াশ ॥
নিত্য সুখে তথাপি বিষম দেখি আশা।
না জানি আশার কত আছে সে পিপাসা ॥
সে আশা কি পার হতে পারে ক্ষুদ্র জীব।
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী লোভ বশে ভাবে নিজ শিব ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড চলে আশার আশায়।
আশা পাশে বদ্ধ হয়ে আছে সমুদায় ॥
আশা না থাকিলে বাসা বান্ধে কি কখন।
আশার হইলে নাশ সব অচেতন ॥
কিন্তু ভবে ধন আশা মুখ্য মাত্র সার।
সে আশা না পূর্ণ হলে সংসার অসার ॥
ব্রহ্মাণ্ড পাইলে আশা তবু নাহি পূরে।
তাহাতেও সুখ নাহি গেলে সুরপুরে ॥
জনম মরণাদি যদি স্থির সংস্কার।
তবে কেন মিছা আসা ভবের বাজার ॥
যত দেখ ভব হাট ঘাট নাটশালা।
ইহাতে ভ্রমিলে পরে ঘটে ঘোর জ্বালা ॥
যে জন থাকিতে পারে হইয়া সুস্থির।
তাহাকে মানুষ বলি সেই সে সুধীর ॥
অতএব আনাগণা কর সাবধানে।
পথের সম্বল কোথা পাইবে অজ্ঞানে ॥
নিত্য হয় সন্ধ্যা প্রাতঃ দিনের যাপন।
হিমন্ত বসন্ত বর্ষা কালের গমন ॥
প্রতিদিন আয়ুঃ গত লোভ নাহি যায়।
নঃ ভ্রান্ত নহে শান্ত একি মহাদায় ॥

জলেতে থাকিয়া মীন পিপাসায় মরে।
ভবার্ণবে তত্ত্বজ্ঞান যত্ন নাহি করে॥
মহাবাতে নিবারিত দেখ মেঘগণ।
সমুদ্র লহরী প্রায় রহিত পবন॥
দাবাগ্নি নিবৃত্ত যথা পেলে বৃষ্টিজল।
মনকে বিজয় কর জ্বালি জ্ঞানানল॥
জ্ঞানেতে প্রশান্ত চিত্ত হইবে যখন।
ভবের যাতনা তবে হইবে মর্জ্জন॥
মন দলমল সিন্ধু স্রোতে ভাসে যায়।
সুখের পতাকা মাত্র নিদর্শন তায়॥
পশু পক্ষী আদি আর দেবাসুর নর।
গন্ধর্ব্ব রাক্ষস যক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর॥
লোভেতে অনিত্য চিন্তা করে নিরন্তর।
চিন্তায় হইয়া মুগ্ধ সকলে কাতর॥
আসক্তি বিহীন চিত্ত যেই মহাজন।
চিন্তার বিষয় তাঁরে না করে বন্ধন॥
কামনায় ব্যাকুলিত যে জনার মন।
সংসার বন্ধন হয় তাহার কারণ॥
সংসারে বন্ধন নাহি মোক্ষ নাই বনে।
বন্ধ মুক্ত মনুষ্যের আপনার মনে॥
অতএব কহি শুন শ্রেয়ঃ সবাকার।
চিন্ত সত্য চিন্তামণি ত্রিজগৎসার॥
চিন্ময়ে চিন্তিলে চিত্ত হবে চিন্তাচ্যুত।
অনায়াসে হবে ভব চিন্তা পরাভূত॥

মোহ।

পয়ার।

মমতা মোহেতে মত্ত মহী মধ্যে জীব।
ভাক্ত ভব ভ্রমে পড়ে ভুলে নিজ শিব॥
পড়িয়া মায়ার জালে দেখ প্রাণিগণ।
মায়াবশে হয় সবে সদা উচাটন॥
দেবাসুর কাতর থাকিয়া আত্ম বাসে।
স্বকার্য্য সাধন করে বন্দী মায়াপাশে॥
মায়া ইন্দ্রজাল সম জানিবে সকল।
মোহে মুগ্ধ সুরাসুর মানব মণ্ডল॥
পক্ষিচয় দেয় সবে চঞ্চুতে আধার।
হাম্বারবে গাভী বৎসে ডাকে বারবার॥
মনুষ্য মায়াতে মগ্ন দেখ সর্ব্বজন।
পুত্র পরিজন হেতু সংসার ভ্রমণ॥
মম পুত্র কলত্র ঐশ্বর্য্য ধন জন।
এই অভিমান শুদ্ধ মোহের কারণ॥
অহম্মদে মত্ত হলে বাড়ে অহঙ্কার।
ক্ষণধ্বংসী দেহে বৃথা মমতা বিচার॥
ক্ষণকাল মধ্যে দেখি সৃষ্টি স্থিতি লয়।
এই দেহে এত গর্ব্ব করে গৃহিচয়॥
আমি দেহী বোধ করে অবিজ্ঞ যে জন।
আমার শরীর বটে জ্ঞানীর বচন॥
আপনি না বুঝে জীব বলে আমি আমি।
অলীক আমোদে মজি হয় নীচগামী॥

অন্ধ নাহি সুখী হয় হেরিলে মুকুর।
বালকে কি ফল দেয় রতন প্রচুর॥
মহামায়া প্রভাবেতে অহং তত্ব ভাব।
অস্থি মাংস ময় দেহে এরূপ স্বভাব॥
মুক্তা রক্ত জবা যদি থাকে এক স্থানে।
রক্তাক্ত সে মুক্তা হয় জবা সন্নিধানে॥
সেইরূপ আত্মা দেহে সত্য জ্ঞান হয়।
নিত্য বস্তু লিপ্ত হেতু নিত্য সবে কয়॥
অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা বলে অহঙ্কারে।
অহং ভাব ব্যাখ্যা করে জীব সে আত্মারে॥
পঞ্চম বিংশতি তত্বে জীবের জীবত্ব।
আত্মার চেতনে জীব পায় চেতনত্ব॥
সংসারে কলত্র পুত্র যত পরিজন।
পথিকের প্রায় দেখি সম্বন্ধ ঘটন॥
গগনে জলদ জাল তরি চলে জলে।
বায়ু বীচি বলে ভ্রমে ঈশ্বর কৌশলে॥
অবিদ্যা আদর্শে আত্মা প্রতিবিম্বরূপ।
জীব সংজ্ঞা হয়ে প্রাপ্ত মহামোহ কূপ॥
মোহের কারণ স্নেহ লোভ অহঙ্কার।
সেই হেতু বন্ধু শোকে করে হাহাকার॥
জীর্ণ জ্বরা শীর্ণ তনু হয় মর্ম্মভেদ।
কেবল মায়ার জন্য উপস্থিত খেদ॥
নশ্বর শরীরে তত্ব চিন্তা করা দায়।
কদাচিত সম্ভাবনা পায় কি না পায়॥
যখন জঠর কুপে থাকে অচেতন।
তখন কি জানে জীব সে জন কেমন॥
ভূমিষ্ঠ হইলে হয় শিশু অভিধান।

বাল্য লীলা ছলে করে সে কাল পয়ান ॥
যদ্যপি যৌবন কাল হইল সম্ভব।
বিষধর সদৃশ ইন্দ্রিয় রিপু সব ॥
দংশন করিয়া গাত্রে করে জ্বালাতন।
পর নারী পর ধন করিতে হরণ ॥
যৌবন সময় বড় বিষম সময়।
সেই কালে স্থির থাকা সহজে না হয় ॥
যদ্যপি সে কালে করে জ্ঞান অনুষ্ঠান।
কিঞ্চিৎ শমতা পায় শাস্ত্রের বিধান ॥
তৎপরে আগত ক্রমে হয় প্রৌঢ় কাল।
তখন ঘাটিয়া উঠে বিষম জঞ্জাল ॥
দারা সুত দুহিতা প্রভৃতি আত্ম জন।
নিয়ত কাতর জীব ইহার কারণ ॥
লালন পালন আর ভরণ পোষণ।
কিরূপে করিব কোথা গেলে পাব ধন ॥
এইরূপ ভাবে গত হলো সে সময়।
ভয়ানক কাল শেষে হইল উদয় ॥
বৃদ্ধ বলে যারে লোক করে অপযশ।
শীর্ণ তনু হীন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় অবশ ॥
পলিত চিকুর জাল চলিত দশন।
লোলিত গাত্রের মাংস স্খলিত বচন ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শেষে সর্ব্বদা কাতর।
বুদ্ধি হ্রাস মিষ্টালাপে রুষ্ট নিরন্তর ॥
শ্বাস কাশ হুতাশ প্রাচীন রোগ যত।
ক্রমান্বয়ে ঘেরে বসে করে বুদ্ধিহত ॥
অথবা পশ্চাতে কেহ পায় শোক তাপ।
সকল প্রকাশ পায় যত থাকে পাপ ॥

তখন বিপদে পড়ে কান্দে অনুদিন।
যে দিন গিয়াছে পুনঃ ফিরে কি সে দিন॥
স্বজন বান্ধবগণে কল্যাণ ধেয়ায়।
কত দিনে মৃত্যু হবে বলে হায় হায়॥
এই চিন্তা দেহে আসি হইল প্রবল।
ক্রমেতে ইন্দ্রিয়গণে করিল দুর্ব্বল॥
এই ভাবে ভবে জীব জনম মরণ।
কোন কালে নিরুদ্বেগে না হয় সাধন॥
বাল্য যুবা প্রৌঢ় কিম্বা প্রাচীন সময়।
পদে পদে বিপদ ঘটায় রিপু ছয়॥
অতএব সাবধানে সংসারে থাকিয়া।
আত্ম তত্ত্ব কর চিন্তা সময় বুঝিয়া॥
দেহীর না হয় সুখ দেখি চারি কালে।
তাই বুঝে সতর্ক থাকিবে পরকালে॥
মায়ার শরীর এই সব মায়াময়।
মায়া বশীভূত হলে ভুবন বিজয়॥
কীটাদি পতঙ্গ পশু পক্ষী সমুদয়।
মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে জ্ঞান শূন্য হয়॥
পরস্পর বদ্ধ হয় পরের মায়ায়।
একের বিয়োগে অন্য করে হায় হায়॥
শুক সারী কপোত মার্জ্জার জীবচয়।
মানবের মদীয়ত্ব যত প্রাণী হয়॥
তাহাদের বিয়োগেতে দুঃখের উদয়।
স্নেহের কারণ দুঃখ জানিহ নিশ্চয়॥
শৃগাল ভুজঙ্গ নক্র শার্দ্দূলাদি যত।
ইহারা মনুষ্যে হিংসা করে অবিরত॥
পরস্পর হয় নষ্ট যুদ্ধে জাতি ধর্ম্মে।
মমতা অভাব হেতু দুঃখ নাহি জন্মে॥

কিন্তু দেখ মানবের সঙ্গে মায়াপাশে।
দাসবৎ বশীভূত থাকে মোহাবাসে॥
ইহারা বিয়োগে শোক উপস্থিত হয়।
এমনি মায়ার শক্তি জীবেতে নিশ্চয়॥
মহাজ্ঞানী হলে তবু মায়া ত্যাগী নয়।
দারাসুত ধন জনে স্নেহের উদয়॥
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ব্যাসাদি তপোধন।
জ্ঞান বলে করে যাঁরা ব্রহ্ম নিরূপণ॥
ইহাঁরা কখন হন মায়াপাশে বন্দী।
অতএব কে বুঝে মায়ার কত সন্ধি॥
মূষিক ভ্রমেতে গন্ধমূষিক হেরিয়া।
ভুজঙ্গ প্রমাদে পড়ে তাহারে ধরিয়া॥
ভোজনে মরণ স্থির ত্যাগে হয় অন্ধ।
উভয় তাহার পক্ষে ঘটিয়াছে মন্দ॥
তথাপি দেহের মায়া ছাড়িতে না পারে।
নয়ন বিহীন তবু বঞ্চিত আহারে॥
সাধুর সংসার করা হয় সেই রূপ।
ছাড়িলে হুতাশ নহে মগ্ন মায়াকূপ॥
এইরূপ মায়াময় শরীর সৃজন।
মায়ায় আবদ্ধ জীব জীবের কারণ॥
তাহে ষড় রিপু ভোগে যেন বিষধর।
জ্ঞানীর জন্মায় ভ্রম কি ছার অপর॥
দুষ্ট ধর্ম্মাচারী সব তাহার কারণ।
ইহার উপায় শুদ্ধ জ্ঞান উপার্জ্জন॥
নতুবা কালের হাতে না পায় নিস্তার।
সেই হেতু কর সবে সত্যধর্ম্ম সার॥
প্রথমে বিদ্যার চেষ্টা দ্বিতীয়েতে ধন।
না করে যদি পুণ্যের সাধন॥

যখন হইবে ক্রমে জীর্ণতম দেহ।
তখন বৃদ্ধেরে যত্ন নাহি করে কেহ॥
ধন লোভে যাহারা বান্ধব বশে থাকে।
শেষ কালে ফেলে তারা বিষম বিপাকে॥
তাহার কারণ জ্ঞানী ধরে জ্ঞান অসি।
দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে মায়াবী রাক্ষসী॥
ভবকূপে দেখে তারা শোভে জ্ঞানশশী।
অবহেলে যায় চলে ভবভাবে বসি॥
ধন্য পুণ্যবান বলি তত্বদর্শী যারা।
আর সব মহামোহে তত্ব জ্ঞান হারা॥
আহা মরি সংসারে সকলি দেখি সার।
অসার যে জন বলে সে নিজে অসার॥
নৃত্য না করিতে জানে দোষে আঙ্গিনায়।
আপনার দোষে মজে দোষে সমুদায়॥
অবশ্য অকাল মৃত্যু হলাহল খেলে।
বাপের বাপীতে ডুবে মরে না কি ছেলে॥
সেইরূপ অধর্ম্মের হয়ে অনুগত।
রোগ শোক মনস্তাপ পায় বিধিমত॥
গবী দেহে সম্ভাবনা পায় হবি ক্ষীর।
তাহাতে কি পুষ্টি করে তাহার শরীর॥
কর্ম্ম অনুসারে তাহে করিলে নিঃসৃত।
বিবিধ ঔষধি রূপে হয় ব্যবহৃত॥
সর্পির স্বরূপ আত্মা দেহে বিরাজিত।
অসার ত্যজিয়া সার কর সংগৃহিত॥
তবে হবে যোগে যাগে ভবে আরাধনা।
সাধনা হইলে পূর্ণ পূরিবে কামনা॥
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি সত্য পথে চল।
সত্যের রাখিলে মান মুক্তি করতল॥

অহঙ্কার।

পয়ার।

নাহঙ্কার সম রিপু শাস্ত্রের বচন।
ধন জন বিদ্যা মান যাহার কারণ॥
ধনমদে মত্ত হলে বাড়ে অভিমান।
এভব সংসার করে তৃণ তুল্য জ্ঞান॥
এই রূপ বিদ্যা বা মানেতে হয় গর্ব্ব।
না জানে সে মূঢ়মতি পরে হবে খর্ব্ব॥
দর্প করে সবংশে মজিল দশানন।
অতি মানে কুরুকুল হইল পতন॥
সেই হেতু অহঙ্কার রিপুর প্রধান।
অহঙ্কার বশে মুগ্ধ হয় জ্ঞানবান॥
পরনিন্দা পরদোষ অন্বেষণ করে।
না দেখে আপন ছিদ্র অহঙ্কার ভরে॥
আপনার বাক্য কিসে হইবে সফল।
মিথ্যা বাক্য বৃথা যুক্তি করে কত ছল॥
পরের প্রশংসা শুনে দুঃখের উদয়।
স্বীয় মত প্রকাশে উৎসাহী অতিশয়॥
পরধন পরভাগ্য দেখিলে কাতর।
সর্ব্বাপেক্ষা হতে চায় শ্রেষ্ঠ গুণধর॥
সকলে করিব আমি নিজ আজ্ঞাকারী।
হেন অভিলাষ করে যিনি অহঙ্কারী॥
তমোবশে তুচ্ছ বোধ করে বিজ্ঞ জনে।
আমি বড় বলে অভিমান মনে মনে॥

বিবিধ বিদ্যায় কেহ হয় সুপণ্ডিত।
কিন্তু গর্ব্ব করে যদি কাহার সহিত॥
হেয় জ্ঞান করে তারে গর্ব্বের কারণ।
পণ্ডিত বলিয়া কেহ না করে গণন॥
যার দেহ তমোগুণে করে আকর্ষণ।
সভ্যাগণ মাঝে তারে করে অগণন॥
পরের প্রশংসা বাদ সহ্য নাহি হয়।
শুনিলে দুঃখের কথা সুখী অতিশয়॥
অহঙ্কার সম নাহি পাপের সাধন।
অহঙ্কারী জন নিন্দা করে গুরুজন॥
অহংশব্দে অভিমান করে মূঢ়মতি।
তদুপরি ক্রিয়া দিলে ভিন্নার্থ সংগতি॥
সাধুলোক হেন শব্দ না করে গ্রহণ।
যাহাতে লোকের হয় গর্ব্ব উৎপাদন॥
তমোগুণে মত্ত হলে তত্ত্ব পথ যায়।
কেবল উৎসাহ তার পরের কুৎসায়॥
অহঙ্কারে নাহি হয় সাধন ভজন।
আপনার দোষ করে সদা সঙ্গোপন॥
পরদোষ প্রকাশিতে উৎসাহ যাহার।
সে কি পারে করিতে পরের উপকার॥
পর উপকারে পুণ্য হয় যেই রূপ।
পরাপকারেতে পাপ জানিবে তদ্রূপ॥
হিংসা দ্বেষে জ্ঞানিগণ পাপ ভয় আছে।
গোবধের ভয় নাহি শার্দ্দূলের কাছে॥
অহঙ্কারী করে কোথা পাপেতে আশঙ্কা।
মনে করে এই বারে বাজায়েছি ডঙ্কা॥

ভবের বাজারে সার উপার্জ্জন তঙ্কা।
কর্ম্ম কাণ্ড যত কিছু সব নবডঙ্কা ॥
এই রূপ ভাবে তারা অহঙ্কার গুণে।
পণ্ডিতের উপদেশ কখন না শুনে।
আত্মমত শ্রেষ্ঠ বলি হয় স্বেচ্ছাচারী।
দ্বেষভাবে অনায়াসে হয় অপকারী ॥
আহা মরি সংসারে জন্মিয়া কত জীব।
সকলেই চিন্তা করে নিজ নিজ শিব ॥
দাম্ভিক লোকেতে সব করে অবিচার।
গর্ব্ব ধরি অশ্বতরী মরে যে প্রকার ॥
অহঙ্কার ষড় রিপু মধ্যেতে অধম।
আত্মশ্লাঘা করে লোক ত্যজি শম দম ॥
দাম্ভিকতা হলে তুচ্ছ জ্ঞান করে সবে।
মিছে যাতায়াত কেন করে ইহ ভবে ॥
অতএব অহঙ্কারে না মজ বান্ধব।
রিপুগণ মধ্যে গর্ব্ব খর্ব্ব কর সব ॥
সেই হেতু নম্র ভাব ধরে সুধী জন।
শান্ত দান্ত হলে মোক্ষ অতি সাধারণ ॥
মহাজন যে পথে চলিবে অনুক্ষণ।
সেই পথ আশ্রয় করিবে বন্ধুগণ ॥

মাৎসর্য্য।

পয়ার।

মাৎসর্য্য রিপুর শেষ সংখ্যা হয় যার।
কিন্তু প্রধানের সম বিক্রম তাহার ॥

সর্ব্বদা তাহার মন পর হিংসা করে।
অন্যের বিপদে সুখী সর্ব্বদা অন্তরে॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধান।
সর্ব্বলোক সুবিদিত বচন প্রমাণ॥
অন্তরে যাহার দ্বেষ সর্ব্বদা বিরাজে।
সভাতে সৌহার্দ্দ করে পড়ে লোক লাজে॥
সে বড় বিষম লোক শাস্ত্রের লিখন।
পরভাগ্য হেরে শিরে অশনি পতন॥
মহাসুখী তার মন দেখে পরক্লেশ।
দ্বেষীর কাছে কি আছে স্বদেশ বিদেশ॥
শুনিলে পরের সুখ ফেটে যায় বুক।
যেন বান্ধবের শোকে নম্র কালামুখ॥
দ্বেষীর এ রূপ ভাব আছে চিরকাল।
দয়াধর্ম্ম তার কাছে কণ্টক বিশাল॥
হিংসার সমান পাপ নাহি দেখি আর।
স্মৃতি শাস্ত্রে হিংসাভাবে অনেক বিচার॥
পঞ্চ উপাসক মধ্যে হিংসা কথা নাই।
কোন জেতে কোন দেশে দেখিতে না পাই॥
চোর কি প্রশংসা করে বৃত্তি আপনার।
হিংসক তদ্রূপ নিন্দা করে কি হিংসার॥
সেই হেতু মৎসরতা নিন্দা অতিশয়।
আত্ম নাশ হতে পারে হিংসাতে নিশ্চয়॥
আয়ু যশ লক্ষ্মী ত্যাগ হিংসা আছে যথা।
হিংসক যে স্থানে থাকে সত্য নাহি তথা॥
মাৎসর্য্য যাহার দেহে সতত প্রবল।
তাহার অন্তর কভু না হয় সরল॥

ক্রূর বুদ্ধি কুটিলতা কথায় প্রকাশে।
শুনিলে পরের যশ নিন্দে উপহাসে॥
পর নিন্দা তার কাছে হলে একবার।
পোষকতা করে দেয় নানা অলঙ্কার॥
যদি শুনে এই ব্যক্তি করে পরহিত।
অমনি তাহার নিন্দা হয় যথোচিত॥
মন্দকারী লোকের প্রশংসা তার কাছে।
পূর্ব্বাপর এই রীতি হিংসকের আছে॥
মৎসর হইলে সুখী না হয় কখন।
হেরিলে পরের সুখ দুঃখে দহে মন॥
অকারণে আত্ম সুখে বধে যত প্রাণী।
আপনার মনে মনে বড় অভিমানী॥
হিংসকের মন নহে কিছুতে সন্তোষ।
প্রশংসার কার্য্য হলে তবু দিবে দোষ॥
যদি কেহ উপাদেয় উত্তম প্রকার।
অন্ন করে হিংসকেরে করায় আহার॥
তথাপি তাহার কাছে যশ না পাইবে।
নির্দ্দোষ পদার্থে তবু দোষ ঘটাইবে॥
নিজ স্বভাবের দোষ নাহি যায় ঢাকা।
দোষ না পাইলে দ্রব্যে দোষ দেয় বাঁকা॥
এই রূপ মাৎসর্য্যের দোষ বহুতর।
সতত কাতর থাকে তাহার অন্তর॥
ষড়রিপু মধ্যে দেখি শ্রেষ্ঠ আদি অন্ত।
যাহার বিক্রম শাস্ত্রে বর্ণনা অনন্ত॥
সকলের শেষ হয় বিশেষ দুরন্ত।
যিনি শেষ তিনি শেষ রূপে করে অন্ত॥

সাত বার মধ্যে শেষ বার হয় মন্দ।
মন্দকারী বলে তার নাম হয় মন্দ॥
ঋণ শেষ ব্যাধি শেষ শাস্ত্রের লিখন।
রিপু শেষ কার্য্য শেষ অতি কুলক্ষণ॥
শনির বিশেষ ভোগ হলে শেষ দশা।
[illegible] বিশ্বাস কেহ না কর সহসা॥
র[illegible] প্রভৃতি কুরুবংশ দৈত্যকুল।
শেষ না দেখিয়া শেষে সমূলে নির্ম্মূল॥
সকল কার্য্যের শেষ প্রথম বিচারে।
ভালমন্দ ফলাফল হয় শেষ বারে॥
এই যে প্রপঞ্চ দেহে যত অহঙ্কার।
শেষ রক্ষা না হইলে সকলি অসার॥
সেই হেতু শেষকে বিশেষ করি ভয়।
নাহি জানি শেষ কালে কোন দশা হয়॥
অতএব ভব সুখ ত্যজ এই বেলা।
ইহা কি জান না মনে আছে শেষ খেলা॥
হিংসা দ্বেষ কর সবে কিসের কারণ।
জান না চিকুর ধরে রয়েছে শমন॥
কিন্তু আগে দ্বেষ কর দ্বেষের উপর।
তবে সে পাইবে সার তত্ত্ব পরাৎপর॥
হিংসা রিপু যার দেহে করিবে আশ্রয়।
তার সহ মিত্র ভাব কদাচ না হয়॥
হিংসার সমান শত্রু নাহি কোন জন।
সেই হেতু সাধু লোকে নিন্দে অনুক্ষণ॥
ত্যজ অভিমান হিংসা শান্ত কর মন।
অসার সংসারে বৃথা কেন পর্য্যটন॥

কৃপণ।

পয়ার।

কৃপণতা সম দোষ নাহি দেখি আর।
কৃপণের পক্ষে ধন সকলের সার॥
ধনের নিমিত্ত যদি অমূল্য জীবন।
নষ্ট হয় তবু ব্যয় না করিবে ধন॥
অন্তরাত্মা তাহাদের সদা রুষ্ট থাকে।
কদাচ মানীর মান কৃপণে না রাখে॥
কৃপণের কাছে যদি অনাহারে মরে।
তথাপি কৃপণ তারে দয়া নাহি করে॥
ধন হেতু যদি কারু যায় জাতি কুল।
কৃপণ না হয় তবু তারে সানুকুল॥
কৃপণের সম পাপী না দেখি ভূতলে।
দুর্লভ মানব জন্ম কাটায় বিফলে॥
দয়া মায়া কৃপণের কদাচ সম্ভবে।
বৃথা যাতায়াত কেন করে এই ভবে॥
যদ্যপি কখন হয় ধর্ম্ম পথে মন।
তাহাতেও অল্প ব্যয়ে করিবে সাধন॥
অল্প মূল্যে অপকৃষ্ট দ্রব্য করে ক্রয়।
সেই হেতু তার কর্ম্মে শ্রেয় নাহি হয়॥
এই কৃপণের কর্ম্মে করে কৃপণতা।
দেব দ্বিজ গুরু সঙ্গে যাহার শঠতা॥
নির্বিষ ভুজঙ্গ প্রায় মত্ত হয় ধনে।
আমি শ্রেষ্ঠ ধন্য গণ্য অভিমান মনে॥

যদি শুনে এই কর্ম্মে হবে ধন ব্যয়।
প্রাণান্তে সম্মত না হইবে দুরাশয়॥
ধনাকাঙ্ক্ষা তাহার না যায় কোন দিন।
যত ধন বৃদ্ধি হয় তত দেখ দীন॥
ধনাভাব নিরবধি জানায় সকলে।
কোথা পাব কিবা দিব এই কথা বলে॥
শুনিলে লাভের কথা হরষিত মন।
মানামান সম জ্ঞান কিসে হবে ধন॥
অর্থের সঞ্চয় হেতু জন্মায় কৃপণ।
সেই জন্যে যক্ষ বল্যে করে সম্বোধন॥
দিবা নিশি মস্তকে বহিছে ধন ভার।
চিনীর বলদ প্রায় নাহি জানে তার॥
কেবল ধনেতে করে পূর্ণিত ভাণ্ডার।
নাহি জানি সেই ধন ভাগ্যেতে কাহার॥
পরের সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হয় পরে।
এই রূপে তার ধন যায় পরে পরে॥
আত্মার হইলে ইচ্ছা কিছু নাহি খায়।
কি হইবে সেই ধনে মরি হায় হায়॥
অভুক্ত দরিদ্র জনে না করে সন্তোষ।
কার ধন দিবে কারে তারে মিছা দোষ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম সারে শুদ্ধ সবে ফাঁকি দিয়া।
মাতৃ পিতৃ শ্রাদ্ধ দিনে রহে লুকাইয়া॥
কৃপণের ধনে অধিকারী তিন জন।
তস্কর অনল আর যে হয় রাজন॥
ব্যয়কুণ্ঠ লোকের সর্ব্বদা ধন লোভ।
হইলে কিঞ্চিৎ ব্যয় করে বহু ক্ষোভ॥

অন্যে যদি করে ব্যয় যশের কারণ।
সহ্য না করিতে পারে হইলে কৃপণ॥
আহা মরি কৃপণের কি দশা হইবে।
ধন কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইবে॥
একবার নাহি ভাবে কি হবে আমার।
আমি কার কে আমার চিন্তা করি কার॥
ভূতের বেগার খাটে ভূতের আবাসে।
ভূত হয়ে ভূত লয়ে বদ্ধ মায়া পাশে॥
এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মেলা।
ভবের বাজারে দেখ ভূতময় খেলা॥
অদ্ভুত কেবল দেখি দুর্ল্লভ মানবে।
এক মহামোহ পাশে বদ্ধ আছে সবে॥
দেহীর প্রধান হয় মনুষ্য শরীর।
হেন দেহে যে জন না হইল সুধীর॥
বৃথায় জনম তার বৃথায় সাধন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া কেন না হলো মরণ॥
বংশেতে যদ্যপি কেহ জন্মে দুষ্টমতি।
তার দোষে সেই বংশ পায় অধোগতি॥
সুপুত্র জন্মিলে কুল হয় সমুজ্জ্বল।
নক্ষত্র মণ্ডলে যেন শশাঙ্ক নির্ম্মল॥
শান্ত দান্ত সুশীলতা মনুষ্য লক্ষণ।
ইহাতে বর্জিত হলে ধর্ম্মেতে বর্জ্জন॥
সর্ব্বাপেক্ষা কৃপণতা দোষ অতিশয়।
ধন লোভে পাপ কর্ম্মে মন তার হয়॥
ধন ধন করে মন ব্যাকুল যাহার।
তার কাছে কোন কার্য্য না হয় উদ্ধার॥

কিংস্তুক পুষ্পের ন্যায় কৃপণের ধন।
ধনমদে মত্ত তারা থাকে অনুক্ষণ॥
কৃপণ কোথায় দাতা হয়েছে ভুবনে।
কেবল লোকের নিন্দা জাগে তার মনে॥
পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি সম্ভব না হয়।
কার্পণ্য দোষেতে লোক নিন্দা অতিশয়॥
ইহ পরলোকে তার নাহি যশোদয়।
আপনার মতগর্ব্বে থাকে দুরাশয়॥
কৃপণ ধনীর ধন বিফল গণন।
হইলে কৃপণ ধনী নহে সুশোভন॥
যার অর্থে উপকার কারু নাহি হয়।
কি হেতু এমন ধন করিল সঞ্চয়॥
মাতৃ পিতৃ কন্যা দায়ে যদি কোন জন।
যাচ্ঞা করিতে যায় কৃপণ সদন॥
কি করিবে মহাদায় মনে করে জ্ঞান।
কষ্ট সৃষ্টে কথঞ্চিৎ যদি করে দান॥
অযোগ্য দানের হেতু দেয় পাঠাইয়া।
গৃহে বসি থাকে মনে প্রমাদ গণিয়া॥
দীনহীন দুঃখী ধরে বিপদে পড়িয়া।
অন্ধ বধিরের প্রতি মায়া হীন হিয়া॥
হৃদয় পাষাণ ময় নাহি দয়া লেশ।
অর্থের কি সার্থকতা নাহি বুঝে শেষ॥
দয়া না থাকিলে ধর্ম্ম না হয় সঞ্চয়।
ধর্ম্মের অভাবে তারা সত্য ভ্রষ্ট হয়॥
অর্থের সঞ্চয় মাত্র লক্ষ্য সবাকার।
আয়াসে করয়ে সে কি ধন ব্যবহার॥

পরিজন কষ্ট সৃষ্টে করায় ভোজন।
অর্থ ব্যয়ে সদা কুণ্ঠ কৃপণের মন॥
কৃপণেরা যশোলব্ধ কখন না হয়।
আত্মম্ভরি হয় তারা নাহিক সংশয়॥
অতি অমিয়ত্ব বুদ্ধি তৃণতেও হয়।
হেয় দ্রব্য তাহাদের সাহসে কে লয়॥
দাস দাসিগণে ক্লেশ দেয় অতিশয়।
অতি দুঃখী বংশোদ্ভব কৃপণেরা হয়॥
ধনে লক্ষ্য থাকে মাত্র নাহি থাকে দায়।
ব্যয়াদি বচনে হয় বধিরের প্রায়॥
উপকার করিবারে প্রাণ তার যায়।
কেন হেন বুদ্ধি মনে হায় হায় হায়॥
বৃদ্ধের যুবতী প্রায় কৃপণের ধনে।
সম্ভোগে অশক্ত রক্ষা করে প্রাণ পণে॥
রবিকরে করে নষ্ট কুজ্ঝটি যেমন।
লম্পট তনয় ভাগী কৃপণের ধন॥
বিধবা সতীর জীবনেতে কিবা ফল।
কৃপণের ধনে কারু না হয় মঙ্গল॥
অজগল স্তন তুল্য কৃপণের ধন।
বিফল ছাগের গলে করে আন্দোলন॥
কোটি মুদ্রা থাকে যদি কৃপণের ঘরে।
দান ভোগ উপকার কভু নাহি করে॥
সে ধনে তাহারা যদি হয় ধনবান।
তোমরা সে ধনে ধনী হও জ্ঞানবান॥
অদত্ত অভুক্ত ধন রক্ষা করে যারা।
সে ধনের সত্ত্বভোগী হয় নাই তারা॥

কৃপণের কাছে সদা লোক নাহি রহে।
কৃপণে দেখিলে সুজনের মনঃ দহে ॥
সর্ব্বদা উন্মনা হাস্য রহিত বদন।
লোকেরে জানায় আমি বড় বিচক্ষণ ॥
যথা দেনা দেয় বটে জানিয়া নিশ্চয়।
ন্যূন করিবার চেষ্টা করে অতিশয় ॥
অতি পরিমিত ব্যয় কৃপণেতে করে।
সধন দাতার কথা শুনিয়া শিহরে ॥
কৃপণ কখন নহে বুদ্ধে বিচক্ষণ।
বুদ্ধির অভাবে নিন্দা করে লোক জন ॥
কে কোথা দেখেছ কৃপণের আড়ম্বর।
সাধারণ পরিধান করয়ে অম্বর ॥
সামান্যত তাহাদের নহে রাগোদয়।
ধনাভাবে মৃদুগতি মনে মনে রয় ॥
ধনবান নাহি রহে কৃপণ নিকট।
অর্থব্যয়ে কেন ভ্রমে সংসার শঙ্কট ॥

বদান্যতা।

পয়ার।

দানশীল লোক অল্প জগত ভিতর।
পরের মঙ্গল চিন্তা করে নিরন্তর ॥
আপনার ইষ্ট চিন্তা ভরণ পোষণ।
সংসারে সকল লোক করে আকিঞ্চন ॥

পরের হিতৈষী হয় যেই মহাশয়।
বদান্যতা গুণ তাঁর মনেতে উদয়॥
বদান্যতা মহাগুণ সংসার ভিতর।
দানশীল লোকে যশ করে পূর্ব্বাপর॥
বদান্যতা গুণে গুণী হয় ধনবান।
তাহার প্রতিষ্ঠা যশ ভুবনে বাখান॥
পথ যাত্রা কালে সদা দীনে নিরীক্ষণ।
অন্ধ বধিরের পক্ষে পিতৃ তুল্য হন॥
পতি হীনা নারীগণে গ্রাস আচ্ছাদন।
দান দিয়া দীন হীন করেন পালন॥
সাত্তিক ভাবেতে দান করে যেই জন।
তারে দাতা কহি সত্য দাতা সেই জন॥
দাম্ভিক ভাবেতে দান করে সেই নরে।
লোক মান্য লক্ষ্য মাত্র তাহার অন্তরে॥
প্রকাশ্য করিলে দান জানে সর্ব্বজনে।
লোকের গৌরব ভাব সদা যাগে মনে॥
গোপন ভাবেতে দান করে যত জন।
সেই সে দানীর ভাব সাত্তিক লক্ষণ॥
গুপ্ত দান ধর্ম্মোপরি যুক্তিতে বুঝায়।
ইহকালে দিলে পুনঃ পরকালে পায়॥
দাম্ভিকের দানফলে পূর্ণ হয় কাম।
অর্থ দানে লোক মধ্যে ক্রয় করে নাম॥
দাতার গৌরব কি বুদ্ধিমান করে।
কভু মিষ্ট ভাষী নহে সংসার ভিতরে॥
দাম্ভিকতা হেতু মনে বিবিধ প্রলাপ।
[illegible]ী জনে সমাদর না করে আলাপ॥

যুগান্তে মুখেতে হাস্য নাহি কদাচন।
দাম্ভিকতা হেতু করে ভরণ পোষণ ॥
সে দানেতে ধর্ম্ম নাহি জন্মে কদাচন।
দম্ভের কারণ মাত্র লোকানুরঞ্জন ॥
সাত্ত্বিক ভাবের দানে পায় মহাফল।
দানের উচিত পাত্র দারিদ্র দুর্ব্বল ॥
তৈলাক্ত মস্তকে তৈল দানে নাহি ফল।
দাম্ভিক জনার দান নিতান্ত নিষ্ফল ॥
সাত্ত্বিক দাতার দান যেন জলধর।
বরিষণে প্রাণদান করে নিরন্তর ॥
নদনদীগণ দেখ প্রবেশে সাগরে।
দীন হীন দুঃখিগণ দয়াশীলে ধরে ॥
অবারিত দ্বার তাঁর সর্ব্বদা মোচন।
অনায়াসে যাতায়াত করে দুঃখী জন ॥
ধার্ম্মিক হইলে সবে নহে দানশীল।
বদান্যতা গুণে লোক হইবে সুশীল ॥
দয়াশীলে দানশীল কহে সর্ব্বজন।
পর উপকার করা একান্ত মনন ॥
অন্তরে যাঁহার থাকে দয়ার সঞ্চার।
তিনি করিবেন সদা পর উপকার ॥
উপকার করা সত্য দানের সুসার।
উপকার তুল্য দান কিবা আছে আর ॥
সজ্জনের চিরকাল স্মরণীয় হয়।
পাষাণে নিশান দিলে নাহি তার ক্ষয় ॥
দুষ্ট লোকে উপকার যদি কেহ করে।
পাসরিয়া অপকার করে দুষ্ট পরে ॥

বদান্যতা গুণে স্নেহ সংসার ভিতর।
মিষ্ট বাক্যে শিষ্টালাপে তোষে নিরন্তর॥
মধু চক্র হতে মধু ক্ষরে বিন্দু বিন্দু।
দয়াশীল লোক প্রায় হয় সুধাসিন্ধু॥
তৃষিত চাতক প্রায় সন্তাপিত লোক।
দাতার দাতৃত্ব বলে পরিহরে শোক॥
অস্থি দিয়া উপকার দধিচী করিল।
অদ্যাবধি তাঁর যশ ভুবনে রহিল॥
দাতাকর্ণ বলে এক ছিল মহাজন।
ব্রাহ্মণে করিল দান আপন নন্দন॥
দুর্য্যোধন পাণ্ডবেরে কত ক্লেশ দিল।
অর্জ্জুন বারণাবতে তারে উদ্ধারিল॥
শত্রু যদি কোন রূপে হয় বিনাশন।
সংসারী তাহাতে যত্ন করে অনুক্ষণ॥
আততায়ী দুর্য্যোধন পাণ্ডবের ছিল।
দয়ার সাগর যুধিষ্ঠির উদ্ধারিল॥
চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্ব হরিল পরিজন।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির করিল মোচন॥
হেন মহারাজে হিংসা করে দুর্য্যোধন।
সেই হেতু কুরুকুল হইল পতন॥
অতএব মনঃ সদা হও দয়াবান।
অনাথা অভুক্ত জনে কর যোগ্য দান॥

মনঃশাসন।

পয়ার।

শ্রেয় শব্দে পরকালে মঙ্গল উল্লাস।
প্রিয় শব্দে শারীরিক সুখ অভিলাষ॥
এই দুই পথ ভবে দেখ বিদ্যমান।
যে পথে গমন ইচ্ছা করহ পয়ান॥
ইন্দ্রিয় প্রবল তাহে স্বভাব চঞ্চল।
প্রিয় বস্তু সেবনেতে মন কুতূহল॥
উপস্থিত ছাড়ি সুখ দেহান্তর আশা।
প্রধান জ্ঞানীর কার্য্য তাহাতে ভরসা॥
সেই হেতু শুন সভ্য বিধির বচন।
সোপানারোহণ রূপে মনের দমন॥
ক্রমে মনোৎসাহ নিত্য কর সম্বরণ।
এইরূপ সম্বরণে হরে মনক্রম॥
লোচন লালসা জন্মে দেখিতে ললনা।
কটাক্ষেতে মুগ্ধ করে বাক্যে সুলোচনা॥
মনে দৃঢ় কর পণ না হেরিব তারে।
হেরিলে কাতর প্রাণ হয় বারেবারে॥
ধর্ম্ম ধৃতি সত্য যুক্তি সহায় করিয়া।
মনেরে শাসন কর জ্ঞান উপার্জ্জিয়া॥
মন অতি সূক্ষ্ম বস্তু জীবেতে আশ্রয়।
অত্যন্ত প্রবল ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ হয়॥
সুসাধ্য সাধন লোক করে অনায়াসে।
দুঃসাধ্য সাধন কর্ম্ম অনেক প্রয়াসে॥
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ হয়।
সূক্ষ্মেন্দ্রিয় আর দেহে আছে চতুষ্টয়॥

সকল ইন্দ্রিয়োপরে মনের ক্ষমতা।
অতীব প্রযত্নে জ্ঞানী করিবে শমতা॥
স্বীয় বিঘ্ন পরানিষ্ট চক্ষে না হেরিবে।
সাধারণ সকলের অভীষ্ট সাধিবে॥
শম দম শক্তি ধাতা সাধুরে দিয়াছে।
ক্রোধ হিংসা অহঙ্কার অজ্ঞানীর কাছে॥
ইন্দ্রিয় প্রবল সদা মূর্খের অন্তরে।
স্বীয় বিঘ্ন পরানিষ্ট অনায়াসে করে॥
যদ্যপি জ্ঞানীর ক্রোধ হয় উপস্থিত।
সত্ত্ব গুণে ধৈর্য্য ধরে না করে বিদিত॥
সুধীর স্বভাব শান্ত অন্তর সরল।
দিন দিন কর্ম্ম গুণে হইবে মঙ্গল॥
ক্রমে ক্রমে মন যত হইবে অধীন।
সাহসে নির্ভর করি চল দিন দিন॥
জিতেন্দ্রিয় হইবার এই সুউপায়।
নতুবা বিষয়ামোদে সুখ দুঃখ পায়॥
ইন্দ্রিয় শাসন শক্তি থাকিতে যাহার।
দমন না করি করে পশু ব্যবহার॥
স্বেচ্ছাচারী বলে লোক গ্রাহ্য নাহি করে।
ইহলোক পরলোক হারায় সর্ব্বরে॥
রাজদ্বারে তিরস্কার দণ্ড যথোচিত।
লোক যাত্রা নির্ব্বাহের হয় বিপরীত॥
যেমন আতসবাজী অগ্নি স্পর্শে হয়।
কোটরস্থ বহ্নি যোগে দহে বৃক্ষচয়॥
কদম্ব অপরাজিতা তরু ক্রীড়া ময়।
ঈষৎ অগ্নিতে দগ্ধ হয় সমুদয়॥

এক ইন্দ্রিয়ের দোষ যদি কারু হয়।
সেই দোষ পরস্পার করিবে আশ্রয়॥
প্রথমতঃ মনো বুদ্ধি হবে আগুয়ান।
ন্যায়পরতা রত্ত্যাদি করিলে বিধান॥
হস্ত পদ আদি যত কর্ম্মেন্দ্রিয় গণ।
অনুকূলে সে সকল করে সমাপন॥
সুলক্ষণা মনোরমা পদ্মিনীর প্রায়।
যাহারে হেরিলে যোগী যোগ ভুলে যায়॥
দৃষ্টি মাত্র অভিলাষ হয় তদুপরে।
তদন্তরে স্পর্শ ইচ্ছা জন্মায় অন্তরে॥
সে সময় যদি পারে করিতে শাসন।
জ্ঞান তরবারি ধরে কাটিবে তখন॥
নতুবা কামিনীগণ বাঁধে কাম পাশে।
যেমন বড়িশে মীন বদ্ধ খাদ্য আশে॥
ইন্দ্রিয়ের চক্রে পড়ে আক্রান্ত হইল।
বিক্রান্ত রিপুর দল পুরুষে ঘেরিল॥
যোগশাস্ত্র যোগিগণ ছিল অবগত।
দেখিয়া কলির ভাব করে মৌনব্রত॥
পাপাত্মাদিগের সঙ্গে না কহিবে কথা।
ইচ্ছামত ভ্রমণ করিবে যথা তথা॥
জ্ঞান শাস্ত্রে তত্ত্ব পথে দৃষ্টি আছে যার।
তাহারা কি করে হেন কর্ম্ম দুরাচার॥
কিঞ্চিৎ যদ্যপি থাকে সুকৃতির গতি।
দুরূহ কর্ম্মেতে তার না হইবে মতি॥
ইন্দ্রিয় প্রবল যার সুখ নাহি তার।
অলি দষ্ট্র বানরের দুঃখ অনিবার॥

রিপুর প্রবলানলে শরীর যাহার।
দিবা নিশি জ্বলিতেছে সুখ কি তাহার॥
অন্তর জ্বালায় জ্বলে মরে অকারণ।
ইন্দ্রিয় প্রবলকারী যত অভাজন॥
ভববন্ধ মিছা ধন্দ মন শান্ত কর।
ধর বসি জ্ঞান অসি দুঃখ পরিহর॥
সকল অনর্থ মূল মন হইয়াছে।
অগ্রে শান্ত কর মন সুখ পাবে পাছে॥
মন অসংযম যার তার ম্লানমুখ।
যাঁর শান্ত মন হয় সদা তাঁর সুখ॥
সুখ দুঃখ মনুষ্যের যত কিছু মনে।
ইষ্টক রচিত গৃহে কিম্বা থাকে বনে॥
কোটীশ্বর হয় কিম্বা দরিদ্র ভিক্ষুক।
মন তুষ্টি থাকে যদি তবে হয় সুখ॥
রাজ্যাধিপ হয় যদি থাকিয়া পীড়িত।
সদা নিরানন্দ মন সে সুখে বঞ্চিত॥
সংসারী জীবেরে রথী করিয়া মানব।
বুদ্ধিরে সারথী রথ অহংতত্ত্ব সব॥
কর্ণ চর্ম্ম জিহ্বা আদি নাসিকা দর্শন।
মনকে প্রগ্রহ রূপে করে আকর্ষণ॥
হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বাক্যাদি কথন।
অশ্বরূপ জ্ঞান কর্ম্ম ইন্দ্রিয় যোজন॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি মিলিত।
পঞ্চ প্রাণ মন বুদ্ধি জীবে আরোপিত॥
সেই জীবে সপ্তদশ ফল ভোক্তা কহে।
বর্ত্মে বর্ত্মে ফলাফল অশ্বগণ বহে॥

বুদ্ধিরূপ সারথী অপটু হয় যার।
স্বায়ত্ত করিতে নারে অশ্ব দুর্নিবার॥
মনোরূপ রজ্জু বশে অশ্ব নাহি চলে।
কুপথে চলিয়া যায় আপন কৌশলে॥
বুদ্ধিরূপ সারথী যদ্যপি পটু হয়।
অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়ের নাহি কোন ভয়॥
সৎপথ অনুগামী সেই সর্ব্বজন।
পরের হিতৈষী হয় ইষ্ট ভাবে মন॥
বুদ্ধিরূপ সারথী নিপুণ নাহি হলে।
জীব রূপ রথিকে ফেলায় জলে স্থলে॥
পরানিষ্ট করে তারা পরাপহরণ।
শিথিল ইন্দ্রিয় হলে কুপথে গমন॥
অশ্বের দুষ্টতা দোষে রথিগণে মারে।
হস্ত পদ খঞ্জ কিম্বা প্রাণেতে সংহারে॥
সারথী যদ্যপি পারে করিতে শাসন।
মনরূপ রজ্জু যোগে করিয়া বন্ধন॥
সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে রত শান্ত থাকে মন।
সদানন্দ লাভ করে সারথী কারণ॥
ভ্রম বুদ্ধি কেন পঞ্চ বিষয়ের হেতু।
মিছা পার হও মন সেই পঞ্চ সেতু॥
অপার সাগরে নক্র রিপু ছয় জন।
মন শান্ত হলে পারে করিতে লঙ্ঘন॥
অতএব সান্ত্বনা করহ দুষ্টমতি।
রিপু ছয় হলে জয় অক্ষয় সদ্গতি॥
ইন্দ্রিয় জয়েতে শাস্ত্রে মহাসুর কহে।
ইন্দ্রিয় প্রাবল্যে মন চিরদিন দহে॥

দগ্ধ মনে কি করিবে সুশীতল জলে।
অন্তর জ্বালায় ভ্রমে ভব গণ্ডগোলে॥

কপটতা।

পয়ার।

সর্ব্বাপেক্ষা কপটতা দোষ অতিশয়।
কপটী জনের ধর্ম্মে বিষম সংশয়॥
সর্ব্ব কর্ম্মে কপটতা প্রকাশে কৌশলে।
মিথ্যা ভক্তি করে ভক্ত জানায় সকলে॥
সত্যে ব্যবধান করে কপটীর মন।
কপটাচরণ করা সতের দূষণ॥
কপটী কপটাচারে প্রফুল্ল হৃদয়।
সরলের সহ করে শঠতা প্রণয়॥
হিতাহিত সবিশেষ নাহি বোধাবোধ।
কাপট্যেতে করে লোক শত্রুতা বিরোধ॥
কপটাচরণ করা না হয় বিহিত।
পরিশেষে ফলাফল পায় সমুচিত॥
বিদ্বানে যদ্যপি করে কপটাচরণ।
বিষধর তুল্য হয় তাহার বচন॥
অজ্ঞেতে প্রকাশ করে আপন অজ্ঞতা।
বিজ্ঞেতে গোপন রাখে স্বীয় কপটতা॥
ঈর্ষা হতে কপটতা হয় উৎপাদন।
হিংসায় কপটি করে পাপের সাধন॥
দ্বেষেতে বিশেষ হয় কলহ ঘটন।
কলহে সর্ব্বদা করে মন উচাটন॥

কপট হইতে কোথা ইষ্ট লাভ হয়।
বরঞ্চ কাপট্য ধর্ম্মে অধর্ম্ম সঞ্চয়॥
যদি কেহ কারু প্রতি রুষ্ট হয় মন।
অনিষ্ট মানসে করে কপটাচরণ॥
সঙ্গোপনে হিংসা করে চতুর যেজন।
মূর্খের প্রকাশ পায় অসহ্য কারণ॥
কপটে মানীর মান করে বিনাশন।
সমাজে তাহার মান থাকে না কখন॥
যদ্যপি কপটী হয় বৈরী হতে হীন।
অরির অনিষ্ট চেষ্টা করে অনুদিন॥
আপনি না পারে দণ্ড করিতে বিধান।
অন্যের সাহায্য যোগ করিবে অজ্ঞান॥
কপট স্বভাবে লোক দুষ্টাচার করে।
কপটীর ভাব নাহি বুঝে চরাচরে॥
কপটে বামন দেব বলিরে ছলিল।
কপটে অভিমন্যুরে সমরে মারিল॥
রাবণ কপট বেশে জানকী হরিল।
হনুমান মৃত্যুবাণ কপটে আনিল॥
শত্রু মিত্রে সমভাব কপটী সহিত।
অমাত্য বান্ধব সহ না হয় সম্প্রীত॥
কূট বুদ্ধি কপটীর হয় অনুক্ষণ।
মিষ্টালাপ শিষ্টাচার লাভের কারণ॥
না বুঝে ভবের ফন্দী বন্দী হয় ছলে।
দুর্ঘটন সংঘটন ঘটায় কৌশলে॥
নিরবধি কুশমূল খাইলে শূকর।
তথাপি না হয় শুচি তার কলেবর॥

তার স্তন্য রস কেহ না করে গ্রহণ।
কপটী হইলে সূচী তথাপি দূষণ॥
গোকুল যদ্যপি করে অভক্ষ্য ভক্ষণ।
তবু তারে পূজ্য করে সুর নরগণ॥
তাদৃশ শঠের দেহ না হয় পবিত্র।
পরিশুদ্ধ থাকে সদা সাধুর চরিত্র॥
শঠের স্বভাব মিথ্যা কহে নিরন্তর।
যায় পূর্ব্বে বলে আমি যাইব উত্তর॥
প্রত্যক্ষ যদ্যপি দেখ খাইতেছে শাক।
তথাপি লোকের কাছে করে ঘোর জাঁক॥
উপাদেয় দ্রব্য বিনা না করি আহার।
খলেতে করিয়া থাকে এই ব্যবহার॥
মনোগত ভাব ব্যক্ত না করে কখন।
ক্রূর কর্ম্ম কপটীর হয় নিদর্শন॥
মহীতলে দুষ্টদলে সুজনের ভয়।
ধর্ম্মঘট সম্পাতন করে দুষ্টচয়॥
দুষ্টের পতনে শিষ্ট জনে হর্ষোদয়।
শঙ্কটে পড়িলে কেহ না দেয় আশ্রয়॥
শঠেতে মানস করে পরের অনিষ্ট।
সাধুজন চিন্তা করে জগতের ইষ্ট॥
সজ্জন কপটিগণে করে হেয়জ্ঞান।
সভা মধ্যে কপটীর না হয় সম্মান॥
বিপরীত স্বভাব যাহার অতিশয়।
সে জনে দেবতা নর সবে করে ভয়॥
[illegible]তলে রা[illegible]ণের পুত্র মতান্তরে।
[illegible]ক অধিক পিতার নামে ধরে॥

কপটে হরিল সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আপনার মৃত্যু করে আপনি বরণ॥
অবশেষে নিজ দোষে সবংশে মরিল।
কপটের প্রতিফল উত্তম ফলিল॥
অতএব কপটতা করা ভাল নয়।
কপটী হইলে ক্লেশ হইবে নিশ্চয়॥

সরলতা।

পয়ার।

সরল স্বভাব হয় সকলের গণ্য।
সধন নির্ধন হয় তথাপিহ ধন্য॥
জাতির বিচার নাই সরলতা গুণে।
সরল ভাবের কথা সকলেতে শুনে॥
সরলে সারল্য ভাব উদারের কর্ম্ম।
পরগ্লানি দাম্ভিকতা নহে তার ধর্ম্ম॥
মর্ম্মপীড়া নাহি দেয় বলে রীতি মত।
বদান্য বিদ্বান্ লোক প্রশংসায় রত॥
সরল স্বভাব যার সুধীর সুজন।
অস্থির মানস তার না হয় কখন॥
সুকোমল মন তার সর্ব্বদা সন্তোষ।
অন্বেষণ করে গুণ ছাড়ি সব দোষ॥
কুকথা হইলে তবু ঘটায় সুভাব।
সরল গুণেতে হয় এই রূপ ভাব॥
সরল না হলে মন কি জানিবে তত্ত্ব
কুটিলের কূটবুদ্ধি অহঙ্কারে মত্ত॥

নির্ম্মল স্বভাব বিনা পরমার্থ ধন।
কপটে কদাচ নাহি পায় অন্বেষণ॥
মৃদুভাষী দয়াশীল সরল হৃদয়।
প্রাণান্তে অসত্য কার্য্যে সম্মত না হয়॥
সরলের দুষ্ট বুদ্ধি অতি সাধারণ।
অমায়িক বলি লোকে করে সম্ভাষণ॥
সরলে শঠতা দোষ নাহি কদাচার।
আত্মশ্লাঘা অভিমান করে পরিহার॥
সরল ঔদার্য্য লোক হয় অকপট।
কোন দোষ নাহি থাকে তাহার নিকট॥
নাহি বুঝে ব্যঙ্গ ভাব সঙ্কেত বচন।
কোন কথা নাহি রাখে করিয়া গোপন॥
যদ্যপি সকল লোক হইবে সরল।
মিথ্যাবাদী দুষ্টাচারী কে হইবে বল॥
জরা নামে রাক্ষসীর সরলতা গুণে।
সদ্যজাত দুই খণ্ড মাংস দেখে বনে॥
নরাকৃতি খণ্ডদ্বয় হস্তেতে তুলিয়া।
বারম্বার চমৎকার হয় নিরখিয়া॥
কিবা রূপ দুই অঙ্গ দুই হস্তে ধরে।
নাচায় উভয় খণ্ড যুড়ি দুই করে॥
কিমাশ্চর্য্য ঐশ্বরিক মহিমা অপার।
দুই অঙ্গে একাঙ্গ হইল চমৎকার॥
পরম সুন্দর রূপ নৃপতি লক্ষণ।
হেরিয়া জরার মায়া জন্মিল তখন॥
মৃদুস্বরে সদ্যজাত শিশুর ক্রন্দন।
আশ্চর্য্য দেখিয়া জরা ভাবে মনেমন॥

মৃত দেহে জীব দেখি হইল সঞ্চার।
অল্প মাংস ইচ্ছা নহে করিতে আহার॥
পূর্ণ শশী জিনি আভা রূপের লাবণ্য।
মহারাজে ভেট দিল পুত্রহীন জন্য॥
পূজা পুরস্কার রাজা জরারে করিল।
তদবধি ষষ্ঠীপূজা লোকে আচরিল॥
সুজনের শুভ ফল হইবে নিশ্চয়।
মনস্তাপ শঠতায় বিবিধ সংশয়॥
জাতির বিচার নাই গুণে সরলতা।
সারল্যে গৌরব বৃদ্ধি হয় যথা তথা॥
কপটী দেখিলে লোক নাহি কহে কথা।
সরলের কোন জন করে বিপক্ষতা॥
স্বপক্ষতা করে লোক হইয়া সহায়।
হেন গুণ বিবর্জ্জিত হায় হায় হায়॥
অতএব কেন আর কাপট্য আচর।
সরল ভাবেতে সদা সমাদর কর॥

খলতা।

পয়ার।

সর্ব্ব জীবাপেক্ষা সর্প অতিশয় ক্রূর।
তদপেক্ষা দোষাবহ খলেতে প্রচুর॥
ভুজঙ্গ হইতে পারে একের ঘাতক।
খলের স্বভাব হয় বংশ হন্তারক॥
মন্ত্রৌষধি গুণে বশীভূত ভুজঙ্গম।
খলেরে করিতে বশ নাহি কোন ক্রম॥

কোন শাস্ত্রে নাহি দেখি খলের উপায়।
লোকানিষ্ট আন্তরিক হয় খলতায়॥
হিংসাদি অনিষ্ট চিন্তা জাগরূক মনে।
যদুপরি ক্রুদ্ধ হয় হিংসে সেই জনে॥
যার প্রতি ক্রূর মতি করিবে প্রকাশ।
মহাধনী হয় তবু করে সর্ব্বনাশ॥
উতঙ্কের খলতায় মরে অহি বংশ।
শকুনির খল বুদ্ধে কুরুকুল ধ্বংস॥
দুষ্ট বুদ্ধি দ্রুপদের তপস্যা করিয়া।
দ্রোণ বধ বর লয় একাগ্র হইয়া॥
খলের স্বভাব চিন্তা করে পর দ্বেষ।
বিনা অপরাধে লোকে দেয় বহু ক্লেশ॥
পরের সম্পদ দেখে তাপিত হৃদয়।
সচেষ্টিত কায় মনে করে অপচয়॥
সর্পের আশঙ্কা হলে ছাড়ে সেই স্থল।
দেশ ছাড়ে কিম্বা গ্রাম যথা থাকে খল॥
ফণীর ভূষণ মণি জানে সর্ব্বজন।
খলের ভূষণ হিংসা শাস্ত্রের লিখন॥
দেখিলে পরের ভাগ্য হিংসা করে ধনে।
আন্তরিক দুঃখ তার জন্মে মনে মনে॥
শয়নে থাকিয়া চিন্তা করে মনে মন।
কি প্রকারে অমুকের করিব হিংসন॥
সুষুপ্তি ব্যতীত মন শান্ত নহে তার।
অথবা দেহান্ত বিনা নাহি প্রতিকার॥
পনার মৃত্যু পথ করে সে আপনি।
কেন খল ভার ধরেন অবনি॥

আলস্য।

পয়ার।

আলস্য হইল সব দুঃখের কারণ।
অলস লোকের সুখ না হয় কখন ॥
কর্ম্ম নাহি করে যে স্থাবর তুল্য জ্ঞান।
চেতন থাকিতে জড় পদার্থ সমান ॥
পশু পক্ষী আদি সব স্বীয় কর্ম্ম ভুঞ্জে।
সবে কর্ম্ম অনুগত এই কর্ম্ম কুঞ্জে ॥
ইন্দ্রিয় সহিত দেহ কর্ম্মের কারণ।
বিচারিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা করিল সৃজন ॥
কর্ম্ম না করিয়া যেই গৃহে বসি খায়।
অতুল ঐশ্বর্য্য হলে তবু ক্ষয় পায় ॥
বিধাতা দিবেন ভাবি গৃহে বসে থাকে।
অবশেষে পায় কষ্ট পড়িয়া বিপাকে ॥
নিয়মিত কর্ম্মে বাদ কদাচ না দিবে।
ভোজন শয়ন নিদ্রা সময়ে করিবে ॥
কর্ম্মে অবহেলা করে যে হয় অবোধ।
পশ্চাতে পাইয়া দুঃখ হইবে প্রবোধ ॥
কর্ম্ম যদি করে তবে সুখ সম্ভাবনা।
তাহা না করিলে ভবে অশেষ যন্ত্রণা ॥
আলস্য অসুস্থ অতি অবনি মণ্ডলে।
গিরি সম ভারাক্রান্ত অলস সকলে ॥
কোন কর্ম্ম করিতে তাহার প্রাণ যায়।
ভোজনে অত্যন্ত তুষ্ট উদরের দায় ॥
আলস্যে আবৃত তনু করে যেই নরে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব পরিহরে ॥

অলস সকল হয় বংশের অরিষ্ট।
সর্ব্ব দোষালয় তারা অধর্ম্ম বিশিষ্ট॥
অলস হইতে কোন কার্য্য নাহি হয়।
পশু তুল্য থাকে সদা অতি দুরাশয়॥
অতি দীন হীন বুদ্ধি আলস্যে কাতর।
লোকের অপ্রিয় হয় অলস বর্ব্বর॥
মহা রোগ গ্রস্ত প্রায় আলস্যেতে করে।
কালক্ষেপ হয় সদা শয্যার উপরে॥
আয়ুঃ যশ ধর্ম্ম নষ্ট আলস্যেতে হয়।
উদ্যম রহিত তারা অধম নিশ্চয়॥
কাষ্ঠের পুতলী প্রায় অজ্ঞান হইয়া।
নিরবধি বসে থাকে মনে কি ভাবিয়া॥
রাজপথে ব্যাঘ্র আছে সদা ভয় করে।
যদি কোন কর্ম্মে যায় ভাবিত অন্তরে॥
বচন কর্কশ অতি শুনে অঙ্গ দহে।
পরিজন মধ্যে তার কেহ প্রিয় নহে॥
চতুর্ব্বর্গ ফল পায় উদর ভরণে।
লোক লজ্জা অপমান নাহি করে মনে॥
অমূল্য অতুল্য এই নর যোনি যোগে।
হেলায় স্বভাব দোষে নিজ কর্ম্ম ভোগে॥
অতি অভাজন তারা কুলের অঙ্গার।
কুলের কলঙ্ক ভয় নাহি হয় তার॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক বিজ্ঞান বিবর্জ্জিত।
অজগল স্তন প্রায় জীবন নিশ্চিত॥
চতুরেরা করে শরজ্জীমূতাড়ম্বর।
অন্নদাতা মন তুষ্টি রাখে নিরন্তর॥

ধিক্ ধিক্ হেন নরে কেন পরাধীন।
চিরদিন হয় প্রায় পুরুষার্থ হীন॥
অতএব সাবধান হও যুবাগণ।
আলস্যে আবৃত তনু না কর কখন॥
করিলে অনন্ত দুঃখ না হয় খণ্ডন।
অধিকন্তু বাত রোগে করিবে পীড়ন॥

শ্রম।

পয়ার।

সুখের আকর হয় আয়াস যতন।
ইন্দ্রিয় কারণ কর্ম্মে মগ্ন থাকে মন॥
শয়ন ভোজন নিদ্রা সময়ে করিবে।
ধনোপায় মুখ্য চিন্তা যত্নেতে সাধিবে॥
পরিশ্রমে যেই অর্থ হয় উপার্জন।
সেই ধনে সুখে কাল করিবে যাপন॥
শ্রম দ্বারা অর্থ বহু উপায় করিয়া।
কিছু দীনহীনে দিবে প্রফুল্ল হইয়া॥
পরিজন ভরণাদি লোক ব্যবহার।
শ্রমেতে সকল সুখী হইবে সংসার॥
পরাধীনে কর্ম্ম করা অতি ক্লেশকর।
নিজ কর্ম্ম রাত্র দিন করিবেক নর॥
সুরাসুরে মন্থন করিল পয়োনিধি।
প্রাপ্ত তাহে সুধা লক্ষ্মী মণি কলানিধি॥
কর্ম্মে অবহেলা করে যেই অভাজন।
অশেষ ক্লেশেতে কাল হইবে হরণ॥

কর্ম্ম দ্বারা চিরকাল সুখ প্রাপ্ত হয়।
অতএব কর্ম্ম কর সুখের আশয় ॥
ঊষা সন্ধ্যাবধি কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
সে কর্ম্মে সুফল হবে শাস্ত্রের বিধান ॥
যেমন কর্ম্মের যোগ্য হইবে যে জন।
সেই রূপ হবে তার ধন উপার্জ্জন ॥
সুকর্ম্ম সর্ব্বদা কর কুকর্ম্মে বিরত।
উদ্যোগী সিংহের মত হইবে নিয়ত ॥
যে জন যেমন কর্ম্মে হইবে নিপুণ।
অবশ্য পাইবে ফল যার যত গুণ ॥
অবাধে ভুঞ্জায় ধাতা কর্ম্মেতে থাকিলে।
কাষ্ঠ হতে অগ্নি যথা তৈল হয় তিলে ॥
শীত গ্রীষ্মে পিপীলিকা শ্রম পুরঃসরে।
আহারাদি আহরণে ইতস্তত চরে ॥
আহার অধরে ধরে যায় নিজাগারে।
বর্ষা হেতু সবে করে সঞ্চয় ভাণ্ডারে ॥
মক্ষিকার পরিশ্রম অকথ্য কথন।
অনুক্ষণ করে তারা মধু আহরণ ॥
বনে বনে ফুলে ফলে বেড়ায় ভ্রমিয়া।
মধুচক্র করে পূর্ণ স্বদলে মিলিয়া ॥
সহস্র২ চক্র নিবিড় কাননে।
সেই চক্র ভগ্নকরি আনে সযতনে ॥
ঔষধার্থে সেই মধু সর্ব্ব লোকে খায়।
অশেষ শ্রমের ফল নাহি ব্যর্থ যায় ॥
ধন্য২ মধুমাছি সফল জীবন।
পতঙ্গের কৃত মধু খায় লোক জন ॥

ধান্যাদি বিবিধ শস্য শ্রমে উৎপাদন।
বহু শ্রমে চাষিগণ করিয়া রোপণ॥
সর্ব্ব দেশে সেই বীজ হইয়া প্রেরণ।
যদ্দ্বারা জগতে করে জীবন ধারণ॥
তথাপি অপ্রাপ্য নহে শ্রমের কারণ।
পিপীলিকা মক্ষিকাদি দেখ নিদর্শন॥
ভূভারতে জীবচয় হয় কর্ম্ম জন্য।
কর্ম্মেতে কর্ম্মিরা দেখ সদা অগ্রগণ্য॥
কর্ম্মির আদর করে সকল প্রধান।
সকলের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখান॥
আপনার কর্ম্ম ভোগ ভুঞ্জয়ে সংসার।
শুভাশুভ কর্ম্ম ফল পায় যে যাহার॥
শুভ কর্ম্মে শুভ ফল কুকর্ম্মেতে ক্লেশ।
বুঝহ যুবক সংঘ কর্ম্মের বিশেষ॥
"কর্ম্মনা বাধ্যতে বুদ্ধি" অর্থের সঞ্চয়।
বুদ্ধি বাধ্য কর্ম্ম দেখ কদাচ না হয়॥
কর্ম্মের কারণ দেহ বিধির সৃজন।
দেহ হতে কর্ম্ম করে সংযোজিত মন॥
আলস্যেতে সুখ নাহি শ্রমে সুখ হবে।
শ্রমী হলে যশস্বী হইবে ভবে ভবে॥
অতএব শ্রম কর ছাড়িয়া অলস।
শ্রম ফলে অচিরাৎ পাবে অর্থ যশ॥
সাবধান ধনবান আদি যুবাগণ।
অলস হইলে বৃথা এ দেহ ধারণ॥

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিদ্যা।

বিদ্যা ব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক বিজ্ঞান হয় না, সেই বিদ্যা দুই প্রকার হয়, এক পরা বিদ্যা, (অর্থাৎ আত্মবিদ্যা) যাহা বিষয়োপযোগী নহে, দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা হয়, তন্মধ্যে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছান্দস্ শাস্ত্র; এই ষড়ঙ্গের সহিত ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্বাখ্য বেদ চতুষ্টয়। সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষীকাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যা, এবং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববিদ্যা ও শিল্প বিদ্যাদিরূপ অর্থ শাস্ত্র চতুষ্টয়, এই সমুদায়ে অষ্টাদশ বিদ্যা। আর তদন্তর্গত নানা দেশ জাতীয় বিদ্যা এই মনুষ্য লোকে প্রচলিত আছে, কোন লোক এক কালেই সকল বিদ্যায় জ্ঞানাপন্ন হইতে পারে না, কোন না কোন বিদ্যায় অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবেক। আমাদিগের এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর অস্থি মাংসময় চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, মলমূত্রে পূর্ণ, আবার দুর্গন্ধ যুক্ত জরা শোক ইহাতে আচ্ছন্ন এবং রোগের আশ্রয় স্থান অবধারণ করিয়াও মনুষ্য জন্ম কদাপি দূষণীয় নহে। জীবের কত পুণ্য পুঞ্জ পরিপাকে এত[illegible] দুর্ল্লভ জন্ম গ্রহণ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা কি সা[illegible]নুতাপের বিষয় যে, অনেকানেক লোক ইহাতে ক[illegible]ব্য জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত মুগ্ধ হয়। এই দেহ

ধারণ করিয়া যদি কর্ম্মোপযুক্ত বিদ্যানুশীলন না করা হয়, তবে মনুষ্য উপাধি ধারণ করিবার যোগ্য কি প্রকারে হইতে পারে? আহার, নিদ্রা ও ভয়াদি মাত্রোপযোগিনী যে বুদ্ধি, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যের এক প্রকারই দৃষ্টি হয়। আচার ও ব্যবহারাদি ভিন্নং হইলেও মনুষ্যানুযায়ী বিশেষ বিদ্যানুশীলন না করিলে পশুত্ব মোচন হইবার আর কি সম্ভাবনা? এস্থলে শৃঙ্গ ও লাঙ্গুলাভাব ধর্ম্ম জ্ঞান বিহীন দ্বিপদ গামী হইয়াও যে কেহ বিপরীত ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মাচরণ করে, তাহাকেই যুক্তিতঃ পশু শব্দে কহা যায়।

এ সংসারে এবম্প্রকার অধম পুত্রের জন্ম না হওয়াই শ্রেয়, হইয়া কাল গ্রাসে পতিত হওয়া বরঞ্চ ভাল, যেহেতু কিয়ৎকাল লোক শোকাগ্নিতে সন্তাপিত মাত্র থাকে, পুত্রাভাবে আপনাপন অদৃষ্টানুসারেই খেদ করে বটে, কিন্তু মূর্খ পুত্র যাবজ্জীবন পিতা মাতার দুঃখের কারণ হয়। বাল্য কি যৌবনাবস্থায় যাহার চিত্ত ব্যসনাসক্ত হয়, তাহার ধন, বিদ্যা ও বুদ্ধি অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়। সমুদায় ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার, তন্মধ্যে কামজ ব্যসন দশ প্রকার, আর ক্রোধজ ব্যসন অষ্ট প্রকার পরিগণ্য হয়। কামজ ব্যসনের বিবরণ এই, মৃগয়া, আশক্তি, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরাপবাদ করণ, স্ত্রৈণতা, অহঙ্কার, নৃত্য দর্শনেচ্ছা, বাদ্য শ্রবণাভিরুচি ও নিরর্থক ইতস্ততঃ ভ্রমণ, এই কয়েক কামজ ব্যসনাসক্তি দ্বারা অর্থ ও বিদ্যাদি ক্রমশঃ লোপাপত্তি পায়। তদনন্তর অষ্ট প্রকার ক্রোধজ ব্যসনের এই নিরূপণ, যে সাধুলোকের নিরপরাধে নিগ্রহ, নিরপরাধীর হননেচ্ছা, খলতা, পর

প্রশংসার অসহিষ্ণুতা, উত্তম লোকের গুণে দোষারোপ, ছলক্রমে পরধন গ্রহণ বা অবশ্য দেয় দ্রব্যের অদান, পরের ভৎসন এবং প্রহারাদি দ্বারা লোকের তাড়না, মনুষ্যগণ এই অষ্ট প্রকার কামজ ব্যসনাসক্তিতেই স্বয়ং অবিলম্বে আপনাদিগের বিপত্তির কারণ হইয়া বুদ্ধির অষ্ট গুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। বুদ্ধির অষ্ট গুণ এই, শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছা, শাস্ত্র শ্রবণ, শাস্ত্র গ্রহণ, শাস্ত্রধারণ, অর্থাৎ মনে রাখা, শাস্ত্রীয় সদর্থ উৎপ্রেক্ষণ রূপ উহ, অর্থাৎ সুতর্ক, অসদর্থ নিরসন রূপ অপোহ, অর্থাৎ কুতর্ক, অর্থজ্ঞান এবং তত্ত্ব নির্ণয়। অতএব হে বালক সকল! সতত শাস্ত্রাভ্যাস করত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন কর, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হইলে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লব্ধ হয়॥

বিদ্যাভ্যাস।

যেমন শিল্পকার্য্য প্রস্তর খণ্ডে হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিদ্যা শিক্ষা হয় মনুষ্যের মনে, শিক্ষা ব্যতিরেকে মানব মনঃ শৈলস্থ পাথরের ন্যায় বিচার্য্য হইতে পারে, যাহা তখন প্রকাশ করে না, তাহার কোন আন্তরিক ভাব, যদবধি ভাস্কর স্বীয় প্রখর গুণে আঁনয়ন না করে, তাহার প্রকৃত ভাব, বাহ্য চাকচিক্য জন্মায় না এবং আলঙ্কারিক চিহ্ন ও বিশেষ২ শিরা সকল তাহার অঙ্গে দেখাইয়া দেয় না, বিদ্যা শিক্ষাও তদনুরূপ। যখন লোকের মনে আন্তরিক ভাব অবস্থান করে, কিম্বা বাহির করিয়া আ[illegible] আর গুপ্ত সুস্বভাব এবং উৎকৃষ্টতা, যাহা তদনুশীলন ব্যতীত [illegible] প্রকার উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা তখন। বি-

দ্যাভ্যাসের মাহাত্ম্য এই বিবেচনায় আরো স্পষ্ট বোধ হইতে পারে যে, এক শিলার প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহা সূক্ষ্মভাবে পাষাণান্তরস্থিত থাকে, কেবল শিল্প-বিদ্যা দ্বারা পরিস্কৃত হইয়া অধিক স্থূলাম্বর অং-শাদি বহিষ্করণ করা যায়, এমত নহে, তাহার প্রতিবিম্ব উপল মধ্যেই আছে, তবে কি কেহ কেহ বিদ্যাবশতঃ তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে,। তদনুরূপ মহাকবি, মহাজ্ঞানী, মহাবীর, বিজ্ঞ, মহৎ এবং সল্লোক সর্ব্বদা সাধারণ জনগ-ণের মধ্যে অব্যক্তাবস্থায় অবস্থিতি করে,কি জানি যদ্যপি উত্তম বিদ্যাভ্যাস না হইয়া থাকে,তাহা হইলে কি প্রকারে পদার্পণ করত জনমণ্ডলী সমক্ষে প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে পারি এই জগতে উত্তম বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া। অনি-র্ব্বচনীয় সৌভাগ্য, যথা বিদ্যা এবং জ্ঞান উদ্দীপন হই-তেছে। জীবনের উপযুক্ত সময়ে বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ হয়। সেই সদুপায় বশতঃ পাপ এবং অজ্ঞানতা হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিয়া উত্তোলন করা যায়, যাহাতে স্বাভাবিক বুদ্ধি জড়ীভূত। অতএব বাল-কদিগের অত্যাবশ্যক যে, তাহারা স্বীয়২ মনোনুগামী না হইয়া বিদ্যা চর্চ্চায় প্রবৃত্তি জন্মায়, এবং উপাদেয় পদা-র্থের সাধনে ঐকান্তিক যত্নশীল হয়, মানব জন্মের নিরুপদ্রব যে প্রাক্‌কাল, তাহা শিশুব্যূহ অবহেলায় ক্ষেপণ করিয়া থাকে, হায়! তাহাদিগের কি অজ্ঞতা কি শ্রেয় কি হেয় কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা করিতে পারে না, তাহা-দিগের মনঃ প্রায় কুলালচক্রের কোমল মৃত্তিকার ন্যায় উপলব্ধি হয়; সেই অকঠিন ভূমিপিণ্ড অর্থাৎ মন সংস্কার উত্তরোত্তর স্বভাব স্বরূপ প্রভাকর করে ক্রমে বৃদ্ধি ও ক্রমশঃ

সুদৃঢ় হইলে মানব জন্মের মহোৎকৃষ্ট পদার্থ যে জ্ঞান এবং বিদ্যা, তাহার বীজ রোপণ হইতে পারে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র উপায় অবলম্বন না করিয়া দ্বিপদ জন্তুর ন্যায় এ সংসারে অবস্থিতি মাত্র করে। শাস্ত্রে তাহারদের যাবজ্জীবন অশৌচ কহিয়াছেন, আর সেই কোমল মৃৎখণ্ডরূপ বালকদিগের মানস ও প্রকৃতি। গুরূপদেশে কুম্ভকারেরা স্বীয় বৃত্ত্যনুসারে যদ্রূপ বিবিধ মনোহর পার্থিব দ্রব্য নির্ম্মাণ করে, তদতিরিক্ত তাহাদের মনে রমণীয় পদার্থ উৎপাদন হইতে পারে। হে প্রিয় বালক বৃন্দ! তোমাদের চরিত্র ও সময় এই নির্ব্বিঘ্ন কালে আপনাপন অধীনেই আছে এবং ভবিষ্যদবস্থা যত দীর্ঘ পরিমাণই বা হউক, তোমাদিগেরই প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তোমাদের মনঃ অদ্যাপি কোন স্বভাবের বশীভূত হয় নাই, কোন মন্দ চিন্তা তোমাদিগের বুদ্ধিকে এ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে নাই ও দুষ্প্রবৃত্তি তোমারদের মানসেতে বিলাস করিতে অপেক্ষা করিতেছে, এতাদৃশ নিরুপদ্রব সময়ে তোমারদের ইচ্ছা ও চিন্তাকে যে পথে সংস্থাপন করিবে, তাহারা যাবজ্জীবন তন্মার্গানুগামী হইয়া অবস্থিতি করত মঙ্গল বা অমঙ্গলের বীজ রোপণ করিবেক। তন্নিমিত্ত হে বালক বৃন্দ! স্ব স্ব বুদ্ধির স্থূলত্ব দোষ পরিহারার্থ বিদ্যারূপ শাণে সতত অনুশীলন রূপে ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণতা সম্পাদন কর; ইহাতে বিবেচনা পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া এতাদৃশ শুভ যৌবনাবস্থা আনয়ন করিবে যে, যে অবস্থায় মন নিরঙ্কুশ প্রমত্ত বারণের ন্যায় পঞ্চ বিষয়ারণ্যে অনুক্ষণ অনুধাবিত হয়, তাহা না হইয়া চিরকাল প্রশান্তভাবে কাল যাপন করিবার সদুপায় হইতে পারে। বস্তুতঃ বাল্যাবস্থায়

বিদ্যাভ্যাস করিতে পরাঙ্মুখ হইলে উন্মত্ত যৌবন কালে কি দুর্ভাগ্য প্রৌঢ়াবস্থায় কিম্বা নিরুদ্যম বৃদ্ধ দশায় বৃশ্চিক দংষ্ট্র বানর প্রায় চঞ্চল করিবেক, তখন বিবিধ প্রকার জ্বালাতে স্বভাবের বৈলক্ষণ্য জন্মাইবে, দয়া, সন্তোষ স্বত দূরগামী হইবে, হে অলস শ্রেষ্ঠ বালকগণ! বিদ্যাভ্যাস কর, বিদ্যাতে রিপুরা পরাজিত হয়, বিদ্যা দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হয়, বিদ্যাতে ধর্ম্মার্থ ও যশোলাভ হয়, বিদ্যা কল্প বৃক্ষ সদৃশ সর্ব্বাভিলাষ প্রদান করেন, সর্ব্ব ধন মধ্যে বিদ্যা ধন অত্যুত্তম; এতাদৃশ মহারত্ন কি আর আছে, যাহা অন্যকে প্রদান করিলে বৃদ্ধি পায়, কখন অপ্রকাশ থাকে না, মরিলে পরও সঙ্গে যায়। হে প্রিয় বালক সকল! গৌরব স্বরূপ সৌরভ বিস্তীর্ণ হইবার মানস কর, যদ্রূপ কস্তূরী পেটিকাভ্যন্তরে সংরক্ষণ করিলে তাহার সৌগন্ধ গৃহের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয়, তদপেক্ষা সৌরভতর যে বিদ্যা দৃঢ় যত্ন না করিলে কি প্রকারে সেই মহারত্ন প্রাপ্ত হইতে পারে। বিদ্যার্থী বালকদিগের মনঃ উর্ব্বর মৃত্তিকার প্রায় প্রতীতি হয়, তাহাতে বীজ প্রক্ষিপ্ত হইলেই অঙ্কুর জন্মে, আর নির্ব্বোধ বালকদিগের মনঃ ঊষর ভূমির মত কঠিন বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ বীজ রোপণ করিলেও অঙ্কুরিত হয় না, বরঞ্চ অনায়াসে সতত কণ্টকারণ্যে আবৃত হইয়া যায়, সেই প্রকার অলস বালকদিগের মনঃ যৌবনাদি কালে কুচিন্তায় পরিপূর্ণ হয়।

সাময়িক ব্যবহার।

সময় বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে, চন্দ্র ও সূর্য্যের নিরূপণ বশতঃ দিক, দেশ ও জীবাদির ব্যাপ্য হইয়া

নিত্য প্রবর্ত্তমান বোধ করা যায়, এবং মনুষ্যের সহিত তাহার আনুপূর্ব্বিক সম্বন্ধ থাকায় সর্ব্বকালে সকল কার্য্যাদি সুশৃঙ্খলা পুরঃসর নিষ্পাদন হয়। এতন্নিমিত্ত বালকদিগের মন সাময়িক ব্যবহারে ব্যবহার্য্য হইলে বিদ্যোৎপাদন হয়; এই জ্ঞান প্রযুক্ত সাময়িক ব্যবহারকে কারণ বলি। যদি বালকদিগের মন সাময়িক ব্যবহার দ্বারা কখন বিদ্যা প্রাপ্ত হইত, কখন বা কিঞ্চিন্মাত্র না হইত, তবে সাময়িক ব্যবহারকে কারণ বলিতাম না। সাময়িক ব্যবহার বালকদিগের মনকে অবশ্য আর্দ্র করে, এই নিশ্চয় প্রযুক্তই আমরা বলি যে, সাময়িক ব্যবহারে যত্নশীল হইলে বিদ্যা জন্মিবার সম্ভাবনা। যেমন চুম্বক নিকটে লৌহখণ্ড থাকিলেই আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ সাময়িক ব্যবহার দ্বারা বালকদিগের মনেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমরা তাহাকেই কারণ বলি, যাহাতে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া জানি, সেই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তীর নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তীকে কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যখন সেই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তীত্ব সম্বন্ধ মাত্রকে বস্তু হইতে পৃথক্ করি, তখন তাহাকে শক্তি বলি; এবং যখন নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তিত্বকে বস্তু হইতে পৃথক্ করি, তখন তাহাকে যোগ্যতা বলি। সাময়িক ব্যবহারে এই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব আছে যে, তাহা বালকদিগের মনকে শ্লথ করিতে পারে; বালকদিগের মনে এই নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব আছে যে, তাহা সাময়িক ব্যবহার দ্বারা শিথিল হইতে পারে, নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব, কারণত্ব, এবং শক্তি; নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব, কার্য্যত্ব এবং যোগ্যতা, এই সকল শব্দ কেবল

সম্বন্ধ জ্ঞাপক মাত্র। সাময়িক ব্যবহার দ্বারা কার্য্য কারণ নাম হইয়াছে। কার্য্য অর্থাৎ পরিবর্ত্তনকে অপেক্ষা করিয়া তাহার পূর্ব্বকালে নিয়ত বর্ত্তমান করিয়া যাহাকে জানি, তাহাকে কারণ বলি, এবং কারণকে অপেক্ষা করিয়া তাহার পশ্চাতে নিয়ত বর্ত্তমান করিয়া যাহাকে জানি, তাহাকে কার্য্য বলি। বালকদিগের মনেতে অভ্যাসরূপ কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া সাময়িক ব্যবহারকে তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী জানিয়া সেই সাময়িক ব্যবহারকে তাহার কারণ বলি, এবং সাময়িক ব্যবহারকে অপেক্ষা করিয়া বালকদিগের মনের অভ্যাসরূপ পরিবর্ত্তনকে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী জানিয়া সেই পরিবর্ত্তনের নাম কার্য্য বলি। যে স্থলে দুই বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ দ্বারা উভয় বস্তুরই পরিবর্ত্তন হয়, সে স্থলে তাহার মধ্যে যে বস্তুর পরিবর্ত্তন আলোচনা করি, সেই বস্তুরই পরিবর্ত্তনের প্রতি অন্যতর বস্তুকে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্ত। (অর্থাৎ কারণ) বলিয়া জানি। সাময়িক ব্যবহার ও বালকদিগের মনের সম্বন্ধে উভয়েরই পরিবর্ত্তন হয়। সাময়িফ ব্যবহারের এই পরিবর্ত্তন হয়, যে কোন সময়ে এক পুস্তক পাঠ, কখন বা অধিক, কখন লিখন, কখন অঙ্ক করণ ইত্যাদি, আর বালকদিগের মনের এই পরিবর্ত্তন হয়, যে উত্তরোত্তর বিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইতে থাকে।* যখন সাময়িক ব্যবহার রূপ পরিবর্ত্তনের প্রতি কারণ অনুসন্ধান করি, তখন বালকদিগের মনসংস্কার যে সূক্ষ্ম ও অনিশ্চিতাংশ সময় এ সংসারে তাহারা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল সময়ে তৎপর হইয়া পরিমিত ব্যয় পূর্ব্বক যাপন করা জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিদর্শন, হে বিদ্যোৎসাহী শিশুচয়! কোন আব-

শ্যুক কর্ম্ম সাধন বিনা সময়ের কিয়দংশ ক্ষেপণ করিও না, এই অত্যল্প জীবন কালে তাহা অতি দুর্ম্মূল্য বস্তু, সতত সাময়িক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে শারীরিক সুখোৎপন্ন ও মনঃ সচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হয়। তাহা কি কেবল পাপাক্রমণের নিবারক, কিন্তু মনস্তুষ্টির মহৌষধি, যদ্দ্বারা দৌর্ব্বল্য ও শ্রান্তি অবগত হয় না, শক্তি ও আনন্দ হইবে, তোমাদের জীবনের অনুবর্ত্তী, নিয়ম নিয়ত নির্ণয় করিয়া নৈপুণ্যে পূর্ণ কর, তোমাদের সাময়িক মুহূর্ত্ত সকল সাহসিক হইয়া এক ঘণ্টাওঅপচয় করা অনুচিত, তাহা করিলে তাহাতে যত্নাভাব হইবার সম্ভাবনা, বিদ্যাচর্চ্চাপেক্ষা আর কি উত্তম দৃষ্টে ব্যবহার করা উচিত, তোমাদের অবকাশের সময়াংশ, যেহেতু পাঠেতেই জ্ঞান জন্মে, অধ্যয়নের নিয়মিত স্বভাবে অনুগামী হইলে শীঘ্র তাহাতে প্রেমোদয় হয়, যাহার প্রভাবে বিশুদ্ধ সুখোপচয়। তখন সন্তাপ ও দুঃখাবস্থা কি মনকে অস্থির করিতে পারে, মনঃ ভঙ্গ ও আলস্যের সেই মাত্র এক সদুপায়। আমার অভিপ্রায় নহে নিরাশ করিতে তাহাদিগকে কোন প্রকাশ্য সভার সুখ সম্ভোগে, কিম্বা আর কোন যুক্তিমত প্রয়োজনীয় সমারোহে, কিন্তু দিওনা অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা মনঃতুষ্টি জন্মাইতে, সময় কোন স্থূল পদার্থ নহে, কিন্তু বুদ্ধি ও কর্ম্মের অনুবর্ত্তী, ইহাতে এই নিষ্পন্ন হয়, যে যাহারা অল্পকালে অধিক বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াছে, সেই ফলে দীর্ঘকাল সুখী হইয়াছে। সেই সকল লোকাপেক্ষা যাহাদের বিবেচনা ও ক্রিয়াদি অল্প ছিল, অথচ তাহাদের বয়[illegible] ছিল অনেক। অতএব বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য সময় [illegible] বাল্যকাল, তাহাতে সতত সাবধান হইয়া

মনোভিনিবেশ কর, নানা বিষয়ের উৎকৃষ্ট জ্ঞান সঞ্চিত হইবে, তোমাদের স্মরণে উত্তরোত্তর বিদ্যা বৃদ্ধি হইবে, যাহাতে তোমরা হইতে পারিবে, তাহারদের অপেক্ষায় প্রাচীন, যাহারা বয়ঃক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মানসিক লভ্যে কনিষ্ঠ, যে সময় গত হয় তাহা আর কখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে কেহ প্রথম বয়সে বিদ্যা শিক্ষা না করে, তাহারা বৃদ্ধ হইলেও সময়ের প্রতি শিশু কহাযায়।

বিবিধ হিতোপদেশ।

কি বালক, কি যুবা, সকলের পক্ষে ধর্ম্মই এক মঙ্গল সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ। মানসিক, বাচনিক এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ ও অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার কর্ম্ম জনিত গতি হয়। পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট চিন্তন এবং ঈশ্বরেতে অবিশ্বাস, এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম, নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পরনিন্দা এবং অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্য, এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম। অদত্ত ধন ও দ্রব্যাদি গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, এবং পরদার সেবা, এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম, সমুদায় প্রাণীর হিতার্থে আপনার মন বাক্য ও শরীর, এই তিনকে দমন করিয়া অবাদে সকল লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা বৃদ্ধকালে

সুখে থাকিতে পারে, আর যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে। বাল্যাবস্থায় সত্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ও তাহাদিগের সত্বর হওয়া এবং বিদ্যাভ্যাসে শ্রম করা উচিত। বালককালে সদুপদেশ ও নীতি শিক্ষার প্রয়োজন। কেননা কুম্ভকারের কোমল পাত্রেতে যে চিহ্ন সংলগ্ন হয়, তাহার অন্যথা কদাচ হয় না, তদ্রূপ বাল্যকালে যে প্রকার মনঃসংস্কার জন্মে, তাহার মোচন কুত্রাপি হইতে পারে না। বরঞ্চ সেই সংস্কারাপন্ন বুদ্ধি যাবজ্জীবন মনুষ্যের অনুগামী হইয়া অবস্থিতি করে, সংসর্গের দ্বারা লোকের স্বভাব ধর্ম্ম ও খ্যাতি জানা যায়,অসৎ সংসর্গে কালযাপন করিলে সজ্জনের বুদ্ধি মলিন হইয়া অসৎ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সর্পবৎস কিঞ্চুলিকার সহবর্ত্তী হইলে লোকে কিঞ্চুলিকা বোধ করে, আর যেমন তাম্রস্তূপে স্বর্ণখণ্ড সংরক্ষণ করিলে বিবর্ণ হইয়া তাম্রবর্ণকে পায়। সৎসঙ্গের অশেষ গুণ, দেখ পুষ্প সহবাসে কীট-ও দেবতাদিগের সন্নিধানে যায়, সেইরূপ পণ্ডিত সংসর্গে মূর্খ ব্যক্তি প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের সহিত পরিগণিত হয়। অতএব হে বিদ্যার্থি বালকবৃন্দ! ক্ষণ মাত্রও নীচ সংসর্গ করিওনা, সজ্জনের কিম্বা বিদ্যার্থির সহবাস করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সংসর্গানুসারে লোক সদসৎ হয়। তজ্জন্য যত্ন পূর্ব্বক সল্লোকের সমভিব্যাহারে কালযাপন করাই শ্রেয়, কেননা গুণবানেরদের গুণবন্তেতে প্রীতি হয়, নির্গুণের গুণীতে প্রেম হয় না, যেমন মধুপেরা বন হইতে আগমন করিয়া পদ্মেতে প্রণয় করে, পদ্ম সহবাসী মণ্ডূক করে না। যদি কোন বংশে এক বিদ্বান্ পুত্র জন্মে, তবে তাহার জন্য সেই কুলের প্রকাশ পায়,

কুল প্রদীপ স্বরূপ বিদ্বান সংপুত্র হইতে বংশের উপচয় হয়। আর সদ্বংশে মূর্খ পুত্রের জন্ম হইলে তদ্দ্বারা সুখ্যাতির অপচয় হয়। মূর্খও যদ্যপি বৃদ্ধ পণ্ডিত সংসর্গী হয়, তথাপি সেও বিদ্যাবান্ হয়, অতএব পণ্ডিত জন সহবাস অবশ্য কর্ত্তব্য। মূর্খ ব্যক্তি স্ত্রীরও ঘৃণাস্পদ হয়, ও একান্তানুরাগেতেই বিদ্যা প্রাপ্ত হয়। নির্দ্দোষ মূর্খের বাক্য কর্ণেতেও শ্রোতব্য নয়, যেমন কুশমূল ভক্ষক বন্য শূকরীর স্তন্য রস অপেয়। তবে যে নীচ সহবাস শাস্ত্র-নিষিদ্ধ সে মূর্খ নীচ সহবাস পর, কেননা যে মূর্খ সেই নীচ, যে পণ্ডিত সেই উত্তম। জাতিকৃত উত্তমাধম বিবেচনা কিছু নয়, দেখ, মহারত্নাকর যে সমুদ্র তাহা হইতে উৎপন্ন হয় যে বিষ, তাহা কে ইচ্ছা করিয়া থাকে, আর পঙ্ক হইতে উৎপন্ন হয় যে পদ্ম, তাহা বা কে ঘৃণা করে, কেননা লোক স্বীয় গুণে প্রতিষ্ঠা পায়, আর যে হেতু জ্ঞানী পণ্ডিত মাত্রের তত্ত্ব নিশ্চয় এক রূপই, জাত্যাদি কৃত যে বিশেষ তাহা কেবল তমোগুণাবলম্বী ব্যবহারিক সাত্ত্বিক নয়। মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতি দিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উপায় হয়। যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হওত অশেষ সন্তাপে পশ্চাৎ পতিত হয়। যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মত অবলম্বন করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদ গ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন। পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিকে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা

করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম ও জ্ঞান কেবল মনুষ্যের চির মিত্র, মরণ কালেও অনুগামী হয়েন, আর২ সমুদায় পদার্থ ইহ লোকেই শরীরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রাপ্তির সোপান আরোহণের মূল কারণ হইয়াছে যে বিদ্যা, বাল্যাবস্থায় তাহাতে একান্ত যত্নশীল হইয়া অভ্যাস করিলেই সকল অভীষ্ট সাধন হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী বালকেরা বিদ্যানুশীলন জন্য সর্ব্ব প্রকারে উদ্যোগ করিবেক, সেই উদ্যম তিন প্রকার হয়, নীচোদ্যম, মধ্যমোদ্যম ও উত্তমোদ্যম, অর্থাৎ বিঘ্ন ভয়েতে না করা যায় যে উদ্যম, সে অধম, ও আরম্ভ করিয়া বিঘ্নে ব্যাঘাত হওয়াতে নিবৃত্ত হয় যে উদ্যম, সে মধ্যম, এবং বহু বিঘ্নে পুনঃপুন ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত না হয় যে উদ্যম, সেই উত্তম হয়। বালকেরা প্রথমতঃ উৎকৃষ্ট উদ্যম বিশিষ্ট হইয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিবেক, তৎ পশ্চাৎ ন্যায়েতে অর্জ্জন করিয়া, সংসারের ভরণ পোষণাদি করত চির সুখী হইতে পারিবেক বটে, কিন্তু নীতিজ্ঞান সম্পূর্ণ না হইলে কেবল বিষয়ানুশীলনেতে এ সংসারে মুগ্ধচিত্ত হয়, পরে শ্রেয় হইবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। যেহেতু ধর্ম্ম হইতে অর্থ সিদ্ধি, অর্থে কাম সিদ্ধি, তাহা হইতে সুখোদয়,” ইহাতে নীতিজ্ঞদের নিশ্চিত মত। এই দুই মতের তাৎপর্য্য যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের সেবা যুক্তি যোগেতে না করে যে মনুষ্য সে এই তিনের মধ্যেতে এক মাত্রের সেবাতে অন্য দুইকে নষ্ট করিয়া আপনিও নষ্ট হয়, যেহেতু

ধর্ম্মের অত্যন্ত সেবাতে অর্থ ক্ষয় পায়, অর্থের অভাবে কাম সিদ্ধি হয় না, কেননা কাম অর্থমূলক হয়। দরিদ্র-দিগের কামনা যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনিই নষ্ট হয়। কিছু মাত্র ফলোদয় হয় না। তেমনি ধন না থাকিলে স্নান উপবাস আদি রূপ ধন ব্যয় শূন্য ধর্ম্মোপাসনাতে শরী-রকে দণ্ড দেওয়াতে শরীর ক্ষীণ হইয়া জ্বর সন্নিপাতাদি রোগে ধর্ম্ম মূল দেহ বিনাশে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে পারে না এবং অর্থও অতি সেবিত হইলে অর্থের মূল কারণ যে ধর্ম্ম ও ফল কাম এই দুই হয় না। কিন্তু কেবল এই হয়, যে ধর্ম্মের অভাবে অগ্নি, চোর, দস্যু ও রাজদণ্ডাদিতে বহু কষ্টে বর্দ্ধিত ও দান ভোগ ব্যতিরেকে সঞ্চিত যে ধন তাহার অপচয়। এবং কামও অতিশয় সেবা করিলে ধর্ম্ম ও অর্থকে বিনষ্ট করিয়া তেজ ক্ষয়ে ক্ষয় রোগাদি জন্মাইয়া শরীরকে নষ্ট করে। অতএব হে যুবক সকল! কোন বিষয়ের বশীভূত না হইয়া রাজকার্য্যের অবিরো-ধে যথাযোগ্য সময়ে যথা সম্ভব সকল বিষয়ের উপভোগ করা কর্ত্তব্য, সুখভোগী হইবেক না। যেহেতু অর্থের ফল সুখ তাহার সর্ব্বথা অকরণে অর্থ নিরর্থক হয়।

প্রণয় থাকিলে দূর অতি নিকট বোধ হয়। যেমন শিখির কাদম্বিনী ও রবির পদ্মিনী। যশস্বী ও কীর্ত্তিবন্ত লোক চীরজীবি। অকীর্ত্তির জীবন ও মৃত্যু তুল্য। বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য বটে, কিন্তু ভোজন ও রমনে নহে। মনুষ্য কাহা-রও দাস নহে, সকলেই অর্থের দাস। উদ্যোগী পুরুষ সিংহ সমান লক্ষ্মীমান হয়। অলস সকলেই কাপুরুষ। সৎসঙ্গ কল্প বৃক্ষতুল্য সকল দুঃখ মোচন করে। ঈশ্বর বাদী মনুষ্যকে আস্তিক কহা যায়। আর অনীশ্বর বাদী-

কে নাস্তিক কহে। কোন কোন অর্ব্বাচীন লোক আস্তিককেও নাস্তিক বলিয়া থাকে।

যাহার সর্ব্ব জীবের প্রতি সমান দয়া, সেই ব্যক্তিই যথার্থ ধার্ম্মিক। যাহার মনোমধ্যে চিন্তা নাই, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি জগদীশ্বরের সৃষ্টি সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে প্রীত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ প্রেমী। যাহার মনে হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তিই বিজ্ঞ। বিপদ কালে যাহার বুদ্ধিবৃত্তি চঞ্চল হয় না, সেই ব্যক্তিই যথার্থ ধীর। যে ব্যক্তি আপনার কার্য্য নষ্ট করে, সেই মূর্খ। যে ব্যক্তি পরের মন্দ চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ খল। পরোপকারী ব্যক্তিই যথার্থ সাধু। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই যথার্থ ধীর। যে ব্যক্তি আশার অধীন, সেই ব্যক্তিই যথার্থ বদ্ধ। যে ব্যক্তি মায়াজালে জড়িত নহে, সেই যথার্থ মুক্ত পুরুষ, এবং যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরোপাসনা করে, সেই যথার্থ সার মনুষ্য।

অনিষ্টকারী ব্যক্তির মিষ্ট বাক্যও কাহার মনোনীত নহে, যেমন দংশনকারী মশকের মক্ষিকা অপেক্ষা অতিশয় সুন্দর গুণ২ রব শ্রবণেও লোকে তাহাকে বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হয়। দারিদ্র হইলে অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তিরও গুণের গৌরব থাকে না, যেমন অপরিসীম রত্নের আকর হইয়াও সমুদ্রের নীর লবণ দোষে সকলের অপেয়; এবং সুধার আধার হইয়াও চন্দ্রমা কেবল শশাঙ্ক দোষে কলঙ্কী নামে পরিচিত। নীচ ব্যক্তি মহন্মনুষ্যের প্রতিবাদী হইয়া লোক সমাজে অহঙ্কার করিলে, মহতের মহিমা কিছুতেই হ্রাস হয় না, তদ্দৃষ্টান্ত নীতিসার কাব্যে শূকর সগর্ব্বে সিংহের সহিত যুদ্ধ কামনা করিলে সিংহ কহি-

য়াছিল "ভদ্র আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করি না, তুমি সকলকে কহিও যে, আমি সিংহকে পরাস্ত করিয়াছি. সিংহ এবং শূকরের মধ্যে কাহার কেমন পরাক্রম তাহা পণ্ডিতদিগের অগোচর নাই"। শত্রু অতি সামান্য হইলেও সকলে তাহার সহিত সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া চলিবে, সমরে শার্দ্দূলকে জয় করিয়াও কুঞ্জর পদতলে অতি ক্ষুদ্র কণ্টক বিদ্ধ হইয়া নিপতিত হয়। সজ্জন সমাজেই পণ্ডিতের গুণগরিমা সমাদৃত হয়, মূর্খেরা পাণ্ডিত্যের গৌরব জানিতে পারে না। যেমন ঋতুশ্রেষ্ঠ বসন্তই সরসীরুহের সৌন্দর্য্যের গৌরব করিয়া তাহাকে প্রস্ফুটিত করে, দুর্দ্দান্ত হেমন্ত প্রভাবে কমলকুল কেবল বিলীন হইয়া যায়। কেবল সদ্গুরুর উপদেশেই মনের কুসংস্কার তিরোহিত হইয়া জ্ঞানোদয় হয়, যেমন অনল স্পর্শ ব্যতীত অঙ্গারের মালিন্য ঘুচিয়া উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হয় না। যদি আপনার বিপদকালে পরের নিকটে সাহায্য লাভ করা লোকের প্রার্থনীয় হয়, তবে পরের বিপদকালে আপনার সাহায্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি পরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে যাইলে কখন প্রদান কি পরিশোধ করে না, সে ব্যক্তি পরের নিকট ঋণ প্রার্থনা করিলে কি কৃতকার্য্য হইতে পারে?।

ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি।

মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সত্ত্ব রজস্তমোগুণময়ী যে মায়া, তাহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এবং আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে আকাশের সত্ত্ব গুণ হইতে কর্ণ রূপ ইন্দ্রিয় হয়, বায়ুর সত্ত্ব গুণ হইতে ত্বক্ রূপ ইন্দ্রিয় হয়, অগ্নির সত্ত্ব গুণ হইতে চক্ষু রূপ ইন্দ্রিয় হয়, জলের সত্ত্বগুণ হইতে জিহ্বারূপ ইন্দ্রিয় হয়, এবং পৃথিবীর সত্ত্ব গুণ হইতে নাসিকা রূপ ইন্দ্রিয় হয়, উক্ত পঞ্চতত্ত্ব সকলের সমষ্টী সত্ত্বগুণ হইতে অন্তঃকরণ হয়, সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদ দ্বারা মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, এই চারি ভাগে পৃথক্ হইয়াছে। তন্মধ্যে মন বুদ্ধির সবিশেষ বৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশ হইবেক, এক্ষণে চিত্ত ও অহঙ্কার মধ্যে, চিত্ত শব্দের অনুসন্ধান, অর্থাৎ চিন্তা রূপ ধর্ম্ম বিশিষ্ট যে অন্তঃকরণের গতি বিশেষ, তাহার নাম চিত্ত। আর অহঙ্কার শব্দে অভিমান অর্থাৎ সর্ব্বতো-ভাবে প্রমাণ রূপ ধর্ম্ম বিশিষ্ট যে অন্তঃকরণের গতি, তা-হার নাম অহঙ্কার। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্য রূপ ইন্দ্রিয় হয়, বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত রূপ ইন্দ্রিয় হয়, অগ্নির রজোগুণ হইতে পাদ রূপ ইন্দ্রিয় হয়, জলের রজোগুণ হইতে গুহ্য ইন্দ্রিয় হয়, আর পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় হয়। ইহা-দিগের মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ জ্ঞান-

ইন্দ্রিয় শব্দে কথিত হয়। আর হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ ও বাক্য, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় হয়। আর স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ, এই শরীর ত্রয়ের মধ্যে, পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত অথচ সুখ দুঃখাদি ভোগের আশ্রয় যে শরীর, কালে জন্মে ও স্থিতি করে, বৃদ্ধি পায় ও পুষ্ট হয়, ক্ষয় পায় এবং বিনষ্ট হয়। এই ছয় প্রকার বিকার বিশিষ্ট যে শরীর তাহাকেই স্থূল শরীর কহা যায়। আর অমিলিত পঞ্চ মহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত অথচ দুঃখ সুখাদি ভোগের কারণ স্বরূপ, যে পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণ, অপান সমান, উদান এবং ব্যান, আর মনঃ ও বুদ্ধি। এই সপ্ত দশাকৃতি বিশিষ্টের নাম সূক্ষ্ম শরীর, তাহাকেই লিঙ্গ শরীর শব্দে কহে। অপর অনাদি অবিদ্যা রূপ অথচ পূর্ব্বোক্ত শরীর দ্বয়ের, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কারণ এবং আত্ম স্বরূপের আবরণকারী ও নির্ব্বিকল্প যে অজ্ঞান তাহার নাম কারণ শরীর।

মানসিক বৃত্তান্ত।

মনঃ অর্থাৎ সঙ্কল্প বিকল্প বিশিষ্ট অন্তঃকরণের গতি, যে কোন বিষয়ে অনুধাবন করে, তাহাতেই বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়, সেই মানসিক বৃত্তি সমুদায়কে তিন প্রকার বিভাগ করা যায়, যথা বাহ্য বৃত্তি, অন্তর বৃত্তি এবং অহংবৃত্তি, তন্মধ্যে হিংসা, চিন্তা, কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি যে সমস্ত প্রবৃত্তি অন্যান্য জীবে ও অপরাপর চতুষ্পদ জন্তুতে দৃষ্টি

হয়, তাহার নাম বাহ্য প্রবৃত্তি, অর্থাৎ তাহাকেই স্থূল প্রবৃত্তি, নীচ প্রবৃত্তি ও ইতর প্রবৃত্তি শব্দে কহে। আর শ্রদ্ধা, ও ন্যায়পরতাদী যে সমস্ত প্রবৃত্তি, কেবল শুদ্ধ মনুষ্যেতেই আছে, তাহার নাম অন্তর প্রবৃত্তি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও উপাদেয় এবং উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি, আর ধৈর্য্য ধারণা, ও তিতিক্ষাদি যে সমস্ত প্রবৃত্তি তাহা অহংবৃত্তি মধ্যে গণ্য হয়। এবং দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে পদার্থ বোধ হয়, তাহার নাম বুদ্ধি, উভয় ইন্দ্রিয়গণের অনুশাসক যে মনঃ তদ্ব্যতিরিক্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা করিতে পারে না। আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কোন বিষয়ের খণ্ডমাত্র স্পর্শ করত অভ্যান্তর প্রবিষ্ট হয়। স্থূলবুদ্ধি প্রস্তর প্রায় বিষয়ের যাবৎ প্রদেশ স্পর্শন করিয়াও বাহিরেই থাকে,। তীক্ষ্ণবুদ্ধি যার সেই বুদ্ধিমান। সেই বলবান, কিন্তু লোকেতে লৌকিক বুদ্ধি থাকিতেও শাস্ত্রীয় বুদ্ধি রহিতকে নির্ব্বুদ্ধি বলে। নির্ব্বুদ্ধি হইলে পিতৃ পিতামহ ক্রমাগত অধিকার রহিত হইয়া দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে স্থূল প্রবৃত্তি বিষয়ক সুখানুভব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা অবধারিত হইতে পারে যে, আমারদের সমস্ত মনোবৃত্তির পরস্পর সামঞ্জস্যই সুখের কারণ, যে স্থলে মনের বৃত্তির সহিত অন্য কোন প্রবৃত্তির বিরোধ জন্মে, সে স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ীক আচরণ করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়ম অবধারণ করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করেন, তিনি এই ভূমণ্ডলে কখন বিপদগ্রস্ত হয়েন না। এবং আসন্ন মৃত্যুও তাঁহার ক্লেশকর হয় না। সেই মনের তিন অবস্থা কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন এবং

শুসুপ্তি, যখন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল আপনা-পন ব্যাপার বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকে জাগ্রত অবস্থা কহি। আর সেই সকল ইন্দ্রিয়গণ যখন স্বীয়২ কর্ম্ম হইতে অবশর পাইয়া সুখে বিশ্রাম করে, তখন তাহাকে নিদ্রাবস্থা কহি। অনন্তর যে প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় মনের কোন বৃত্তি থাকে না, কেবল অকাতরে পরম সুখে নিদ্রা যায়, সেই অবস্থাকে শুসুপ্তি অবস্থা কহি। জাগ্রত অবস্থায় মন নেত্রোপরি বিরাজ করে, স্বপ্নাবস্থায় সুশম্না নাড়ির বাহ্যান্তরে থাকিয়া দিবসে যে সকল কার্য্য করা যায় তাহার সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করত, নানা প্রকার বিভিশিকা দেখে, তাহাকে স্বপ্নে স্বপ্ন কহে, আর জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন হইলে মনান্তর করে, তখন লোক কর্ণে কিছু শুনিতে পায় না এবং চক্ষেতেও কোন রূপকে দৃষ্টি করে না, তাহা ক্ষণ মাত্র থাকে। শুসুপ্তাবস্থা তাহাকে কহি, যখন ঘোর নিদ্রাবস্থায় মন স্বীয় বৃত্তি হইতে রহিত হইয়া উক্ত নাড়িতে সুস্থির ভাবে অবস্থিতি করে, এই তিন অবস্থাতেই সংসারী জীবের কাল যাপন হয়। আর চতুর্থ এক অবস্থা স্মৃতি শাস্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম তুরীয়াবস্থা, তাহা বিষয়োপযোগী নহে।

বুদ্ধিবৃত্তির চালনা।

মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর শুভাশুভ সম্বন্ধানু-সারে বিবিধ প্রকার সদসৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। আমার-দিগের অপকৃষ্ট বৃত্তি সকল, বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির

বিরুদ্ধকারি হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকিলে তদ্দ্বারা কখন ন্যায্য কার্য্য সংঘটনা হয় না। ধন উপার্জ্জন করা এবং পুত্রোৎপাদন করা, এসমস্ত কার্য্যের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ কুপ্রবৃত্তি নহে, তবে যখন তাহারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আয়ত্তে না থাকিয়া তদ্বিরুদ্ধ পথে সঞ্চরণ করে, তাহাতে মনুষ্যেরা কুপথ গামী হয়। তখন লোক ক্ষুদ্রতর পুরুষের দ্রব্যে-স্বকীয় জ্ঞান করিয়া যথেষ্টাচরণ করে, তাহাতে ইহ-লোকে রাজদণ্ড ও অকীর্ত্তি ভাগী হইয়া পরলোকে বহুতর কাল পর্য্যন্ত নরকগামী হয়। ফলতঃ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যদি অন্য কোন মানসিক বৃত্তির বিরুদ্ধকারী না হয়, তবে তদুৎপন্নকার্য্য সকল শুভকর, ও সুখ কখন পাপার্জ্জিত নহে, যে সকল তরুণ যুবাদিগের সুকোমল সরল চিত্ত পাপরসে দূষিত হয় নাই, যাহাদিগের সাধু চিন্তা এ সংসারের কুটিল পথে অদ্যাপি সঞ্চরণ করে নাই, অধর্ম্মের কঠোর হস্ত, যাহারদের নির্ম্মল মতি-কে এপর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহারা যদি দুর্ব্বিপাক বশতঃ দুষ্প্রবৃত্তি রূপ পিশাচির কঠোর হস্তে পতিত হয়, তবে তাহারাই জানিতে পারে, যে পাপরসে দূষিত হইলে কিপর্য্যন্ত মনের প্লানি জন্মে ও অসুখের কারণ হয়। আমাদিগের উপার্জ্জন ইচ্ছা আছে, তজ্জন্য উপার্জ্জন করা উচিত, যখন কামরিপু আছে, তখন জীব প্রবাহ রক্ষাকরা উচিত, যখন জিজীবিষা অর্থাৎ জীবিত থাকিবার ইচ্ছা আছে, তখন জীবন রক্ষার যত্নকরা উচিত, যখন বুভুক্ষা অর্থাৎ ভোজনের ইচ্ছা আছে, তখন অন্নপান দ্বারা দেহ রক্ষা করা উচিত, [illegible] দয়া আছে, তখন দয়া করা উচিত, যখন ভক্তি

আছে, তখন ভক্তি করা উচিত, কিন্তু এক বৃত্তির প্রয়োজনানুরোধে অন্য প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করা কখনই উচিত নহে। অতএব যে যে কার্য্য কোন বৃত্তির অসম্মত নহে, সেই২ কার্য্যই কর্ত্তব্য। যে কোন কার্য্য এক বৃত্তির প্রবৃত্তি থাকে, আর অন্য কোন বৃত্তি তাহার প্রতিকূল হয়, সে স্থলে বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুসারে কর্ম্ম করিবেক, যেহেতুক আমাদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রয়োজক বৃত্তি সমুদায় সর্ব্ব প্রধান। অতএব যদি মনোবৃত্তি সকল স্বভাবতঃ তেজস্বি হয় ও তাহারদিগের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকে, এবং তাহারা নানা প্রকার বিদ্যানুশীলন দ্বারা সম্যক রূপে মার্জ্জিত হয়, তবে তৎসম্মত কার্য্যই সৎকার্য্য। আর যে স্থলে আমারদিগের স্থূল প্রবৃত্তির সহিত কোন ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বা বুদ্ধি বৃত্তির বিরোধ জন্মে, সে স্থলে বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুজায়ী ব্যবহার করিবেক, এমত করিলে সেই ব্যক্তিকেই সংসারিক কর্ম্ম বিষয়ে যথার্থ সুচতুর কহা যাইতে পারে, তিনি অন্তরস্থ রিপু ও অজ্ঞ সঙ্গিদিগের অসৎ মন্ত্রণা দ্বারা আক্রান্ত হয়েন না।

স্থূল প্রবৃত্তি।

আমারদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ ও কার্য্যাকার্য্যের বিচার করা আবশ্যক। অগ্রে কাম ক্রোধাদি বাহ্যবৃত্তি, যাহা পদ্যছন্দ দ্বারা প্রথম খণ্ডে অনুবাদিত হইয়াছে, আত্মরক্ষাদি প্রাণিনিষ্ঠ প্রবৃত্তির মুখ্য বিষয়, জগদীশ্বর আমা-

বৃদিগকে স্ব স্ব জীবন রক্ষার্থে যত্নশীল হইবার নিমিত্ত জিজীবিষা দিয়াছেন, এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত অন্ন গ্রহণ করা আবশ্যক, এপ্রযুক্ত বুভুক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন, আমারদিগের এই উভয় বৃত্তিই আত্ম সম্বন্ধ বিষয়ক, কাম, স্নেহ ও আসঙ্গলিপ্সা অর্থাৎ যদ্দ্বারা অন্যেতে আশক্তি জন্মায়, এ তিন বৃত্তি ও আত্ম সম্বন্ধীয়। পরমেশ্বর জীব প্রবাহ রক্ষণার্থে স্ত্রী পুরুষ জাতি দ্বয় সৃষ্টি করিয়া তদুপযোগী কামরিপু সৃজন করিয়াছেন। যদ্দ্বারা পুত্রোৎপাদন জন্য আমাদিগের অন্তঃকরণে স্নেহের বিস্তার করিয়াছেন। এবং মিত্র মণ্ডলির মিত্রতা সম্পাদনার্থে আসঙ্গলিপ্সা প্রদান করিয়াছেন। কামের বিষয় স্ত্রী বা স্বামী, স্নেহের বিষয় সন্তান, ও আসঙ্গলিপ্সার বিষয় কেবল মিত্র। এই সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইলে, মনে তৃপ্তি জন্মে, নচেৎ দুঃখানুভব হয়। কিন্তু ঐ স্ত্রী বা স্বামী প্রভৃতির শুভাভিলাষ করা কামাদির ধর্ম্ম নহে। যে ব্যক্তি কেবল কামরিপুর বশীভূত হইয়া স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত ইন্দ্রিয় পরায়ন তাহার কেবল মৌখিক, বাস্তবিক প্রীতি পাত্রের হিতানুষ্ঠান বিষয়ে কখনই যত্ন হয় না। যে প্রেমানুরাগী ব্যক্তি উপচিকীর্ষা অর্থাৎ উপকার করিবার ইচ্ছা ও ন্যায়পরতাদি প্রধান বৃত্তি সমুদায়ের বশবর্ত্তি হইয়া চলে, সে ব্যক্তি নিঃস্বার্থ হইয়া আপন প্রেম পাত্রের হিত চেষ্টায় অতি অপূর্ব্ব সুখসম্ভোগ করে। আর স্নেহবশতঃ সন্তানের অনুরাগ জন্মে, কিন্তু সন্তানের শুভানুধ্যায়ী হওয়া স্নেহের কার্য্য নহে, সে কেবল উপচিকীর্ষা বৃত্তির অধীন হয়। পিতা মাতার স্নেহ যদি উপচিকীর্ষার আয়ত্তে না থাকে,

তবে ভূরি২ স্থানে, তাঁহারাই স্বীয়২ সন্তানের অনিষ্টকারি হয়েন। দেখ অনেকানেক বালকের পিতা মাতা সাতিশয় পুত্রানুরাগবশতঃ বিদ্যাভ্যাস শ্রমসাধ্য বলিয়া তাহারদিগের পুত্রগণকে তাহা হইতে পরাংমুখ রাখেন। হায়! কি প্রগাঢ় স্নেহ! তাঁহারদিগের অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

আসঙ্গলিপ্সা স্থূল প্রবৃত্তি।

আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তি দ্বারা মিত্র লাভের ইচ্ছা হয়, কিন্তু মিত্রের ইষ্ট চিন্তা করা আসঙ্গলিপ্সার কার্য্য নহে। যে ব্যক্তির আসঙ্গলিপ্সা ও উপচিকীর্ষা উভয় বৃত্তিই তুল্য থাকে, সেই ব্যক্তি কেবল মিত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়। মিত্রের দুঃখে দুঃখী ও মিত্রের সুখে সুখী হয়। নতুবা কেবল আসঙ্গলিপ্সা মাত্র থাকিলে, যেমন এক মেষ অন্য মেষের সংসর্গে থাকিতে ভাল বাসে, সেই রূপ এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সংসর্গ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয়। আর যাহারদিগের আসঙ্গলিপ্সা স্বার্থ পরতার মূল কারণ হয়, তাহারদিগের প্রকৃতি বড় ভয়ঙ্কর, সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিরা সে সকল শঠ লোকের সহিত এক সমভিব্যাহারে কাল যাপন করত আহার বিহারাদি করিলেও তাহারদিগের ধূর্ত্ততার স্বরূপ রূপ নিরূপণ করিতে পারেন না, স্বার্থ না থাকিলে তাহারা কদাচ মিত্রতা করেনা, সেই সকল ধূর্ত্তশিরোমণির স্বার্থ লাভই মিত্রতার প্রধান কারণ, আর যদি স্বার্থাভাব কোন মিত্রের উপর, সেই সকল শঠ লোকের কিঞ্চিৎ মনান্তর হয়, তবে তাহারদের বাহ্যে সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ ও অন্তরে দ্বেষানল প্রদীপণ, সমক্ষে মধুরালাপ ও পরোক্ষে গ্লানি ও নিন্দাবাদ, কথায় পরমোপকার, কার্য্যে অবহেলা

ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই সকল শঠেরা প্রায় মৃন্ময় ঘটের ন্যায় হয়, যেমন মৃত্তিকার ঘট, কূপ হইতে জল গ্রহণ রূপ কার্য্য উদ্ধার কালে নম্র হইয়া থাকে, পশ্চাৎ জীবন প্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই উপরে উত্থিত হয়। সেই রূপ দুষ্ট স্বভাব লোকেরা ও জীবন অর্থাৎ জীবনোপায় প্রাপ্তির নিমিত্তে উপাস্য লোকের নিকটে অত্যন্ত নত হইয়া প্রণয় করে, পরে স্বাভিলষিত পদার্থ প্রাপ্তি হইলেই, পূর্ব্ব উপাস্যের কৃতোপকার বিস্মৃত হয়॥ যদি দুই ধনাঢ্য মিত্রের আসঙ্গলিপ্সা, আত্মাভিমান, এবং যশঃস্পৃহা, এই তিন বৃত্তি প্রবল থাকে, আর উপচিকীর্ষা ও ন্যায় পরতা যদি না থাকে, তবে তাবৎ তাঁহারদিগের মিত্রতা থাকিতে পারে, যাবৎ ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ্য থাকাতে উভয়েরই আত্মাভিমান বৃদ্ধি পায়, ও যশঃস্পৃহাও পূর্ণ হয়। কিন্তু তন্মধ্যে যদি এক জন দৈবাৎ সম্ভ্রমচ্যুত ও দরিদ্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার সহিত মিত্রতা রাখিলে লোকে হীনবোধ করিবে, এই বিবেচনায় মিত্রতাও স্থায়ী হয় না, সুতরাং এমত স্থলে অবিলম্বেই সুহৃদ্ভেদ হইয়া উঠে, পরে ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার পূর্ব্ব মিত্র পরিত্যাগ করত অপর কোন আত্ম সদৃশ ব্যক্তিকে মিত্র রূপে বরণ করিতে বাধিত হয়।

যদি আসঙ্গলিপ্সারূপ বীজ, ধর্ম্মরূপ বারি সেচনে অঙ্কুরিত হইয়া মিত্রতারূপ মনোহর তরু উৎপন্ন করে, তবেই তাহা সুখ স্বরূপ কুসুম সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতে থাকে, এরূপ ঈশ্বরানুমত জানিয়া প্রণয়াস্পদ মিত্রের প্রতি তাহার প্রীতির বৃদ্ধি হয়, এবং তদ্দ্বারা মিত্রকে সম্যক অনুরাগ করাও তাঁহার

সকল কার্য্যে আনন্দ অনুভব করা এক প্রকার অভ্যাস পাইয়া যায়। ন্যায়পরতা গুণে তাঁহার প্রতীতি হয়, যে মিত্রের সহিত পরস্পর প্রণয়ের বিনিময়, শীলতার বিনিময়, ও উপকারের বিনিময় করাই কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন অনুচিত প্রার্থনাদি কিম্বা কোন কঠোর ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে। আর প্রণয় সঞ্চার কালে বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করা উচিত, যে তাঁহার মিত্র ধর্ম্মাংশে নিতান্ত হীন না হয়েন, কারণ দাম্ভিক, স্বার্থপর, ও অধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত যথার্থ প্রণয় হওয়া সম্ভাবিত নহে। দুঃশীল ব্যক্তির প্রতি দয়া হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত কখন প্রীতি হইতে পারে না।

এরূপ প্রকার মৈত্রী লাভ হইলে আমাদিগের অনেকানেক স্থূল প্রবৃত্তির সাতিশয় চরিতার্থ হইয়া পরম সুখ প্রদান করে। যদি বুদ্ধিতে নিশ্চয় হয় যে, আমার মিত্র অতিশয় ধর্ম্ম পরায়ণ, এবং কেবল ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করেন, তবে আমার আসঙ্গলিপ্সা মহোৎসাহ সহকারে স্বীয় বিষয় স্বরূপে পরম প্রিয় মিত্ররত্নে প্রগাঢ়রূপে আসক্ত হয়। এপ্রকার মিত্র উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা স্বভাববশতঃ কখনই আমার অনিষ্ট করেন না। এবং শ্রদ্ধাবশতঃ কখনই সসম্ভ্রম আদর অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অত্যালাপ ও ইতর ব্যবহার করেন না। এমত প্রণয়ের স্থলে অপমান ও প্রবঞ্চনাদি অনিষ্ট ঘটনার অসম্ভাবনা ভাবিয়া হৃদয় পদ্ম সর্ব্বদা বিকসিত থাকে। আসঙ্গলিপ্সাতে অন্যান্য ইতর প্রবৃত্তির সাহচর্য্য থাকিলে অন্তঃকরণে তাদৃশ প্রণয়ামৃত সঞ্চার ও আনন্দবারি নিঃসরণ কখনই হইতে পারে না।

সেইমত মৈত্রীলাভ দ্বারা আমারদিগের লোকানুরাগ প্রিয়তা ও চরিতার্থ হয়। কারণ এরূপ পরম হিতৈষী ন্যায়বান মিত্রের প্রিয় সম্ভাষণ, আদরোক্তি ও সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ অপেক্ষা, অধিক অনুরাগ আর কাহার নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? ফলতঃ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম যাহার মূলীভূত হইয়া প্রণয়ান্তরে অবস্থান করিলেই অন্তঃকরণ সতত প্রফুল্ল থাকে, সুধাকর কিরণ সম পরম রমনীয় প্রেমামৃত তদুপরি অবিশ্রান্ত বর্ষণ করত বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্ম বৃত্তি ও আর২ মনোবৃত্তি সকল পরস্পর ঐক্য ভাবাপন্ন হইয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করে।

প্রতিবিধিৎসা।

প্রতিবিধিৎসা অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা, এ সংসারে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিকাদি নানা প্রকার দুঃখের উৎপাত আছে ও সকল বিষয়েরই নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে, তন্নিবারণ ও সাবধাণার্থে পরমেশ্বর আমাদিগকে প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। বিপদুদ্ধারার্থে অপ্রতিহত চিত্তে যত্ন করা এবং অভিষ্ট সাধনের প্রতিবন্ধক মোচনার্থে দৃঢ় সাহস প্রকাশ অর্থাৎ দৈবাৎ কোন পথিমধ্যে ব্যাঘ্র সহিত সংঘটন হইলে সে অবস্থা হইতে কিপ্রকার উদ্ধার হওয়া যায়, এতাদৃশ যে সমুদয় উপায় প্রতিবিধিৎসার কার্য্য।

জিঘাংসা।

জিঘাংসা অর্থাৎ জীবের হননেচ্ছা, আততায়ী নিবারণে অপরাংমুখ হওয়া ও ধৈর্য্যাবলম্বনে তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এপ্রকার কোন মনোবৃত্তি না থাকিলে, এ দুঃখময় সংসারে বাস করা কাহার সাধ্য হইত, এই পৃথিবীতে লোকের অনেকানেক দুঃখ ও বিপদ ঘটিয়া থাকে, এই পৃথিবীতে নির্ব্বোধ লোক পরানিষ্ট চেষ্টায় অঘটন সংঘটন করে, এবং এই পৃথিবীতে লম্পটেরাও অনেকের অত্যাচার করিয়া থাকে, তন্নিবারণার্থে জগদীশ্বর তাহাদিগের আবশ্যক জানিয়া জিঘাংসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, জিঘাংসাতেই ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং সেই ক্রোধানুযায়ী গরল মিশ্রিত যে দ্বেশ, তদ্দারা মনুষ্যের বহুতর অত্যাচার নিবারিত হইয়া থাকে, কিন্তু লোকের বহুকালের শাত্রবানল এই এক উপযুক্ত বৃত্তি দ্বারা নিবারিত হইয়া শীতলতাকে পায়, স্বসমানের সহিত বৈর করণির, আপন হইতে যে বড় তাহার সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়, এবং অনেকের সঙ্গে যুগপদ বিরোধ কর্ত্তব্য নয়। আর যে শত্রুকে ছোট জানিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক উপহাস করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, সে তাহা হইতে অবশ্য বিনাশ পায়, ইহা নীতি বিশারদেরা কহিয়াছেন। এবং জীবের আহারার্থেও অনেক প্রাণি নষ্ট হইয়া থাকে, যদ্দারা শরীরের পোষ্টাই জন্মে, এতদর্থে এই বৃত্তি লোকের অত্যুপযুক্ত হইয়াছে।

আত্মশ্লাঘা।

আত্মশ্লাঘা, অহঙ্কারী লোকেরা অভিমানের বশবর্ত্তি হইয়া আপনাপন গৌরবের বৃদ্ধির ইচ্ছায় স্বয়ং প্রশংসাপর হইয়া বিজ্ঞ সমাজে হাস্যাস্পদ জন্মায়, এই অপকৃষ্ট বৃত্তি বিশিষ্ট সন্তানদিগের মানসে আক্রমণ উপক্রমেই তৎক্ষণাৎ সাবধান হইবেন। যেহেতু আত্ম বিষয়ে যত্ন করা উচিত বটে, কিন্তু আত্মা মর্য্যাদা বৃদ্ধি, কিম্বা পিতৃ পিতামহের নিরর্থক যশাখ্যান করা, কি আমাদিগের চেষ্টা সাধ্য।

আত্মাদর।

আত্মাদর, পরমেশ্বর আমারদিগকে স্বকীয় জীবন রক্ষার্থে যেরূপ জিজীবিষা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপও আমাদিগের আত্ম বিষয়ে যত্ন, আত্ম গৌরব রক্ষা, স্বাধীনতার অনুরাগাদি নানা বিষয় সম্পাদনার্থে আত্মাদর নামক বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

যদি কেহ স্বপরিবারে কোন পুরাতন ইষ্টক বিরচিত গৃহে বাস করিতে থাকে, আর দৈব বিপাক বশতঃ সেই গৃহ প্রবল বর্ষা ও ঝটিকা প্রযুক্ত পতিত হইবার শব্দ কর্ণকুহরে প্রাপ্ত হয়, কিম্বা তৃণ নির্ম্মিত গৃহের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহাতে পরিজনের প্রতি মনোযোগ না করিয়া প্রথমতঃ আপনার প্রাণ লইয়া লোক প[illegible]রিয়া থাকে, আর যাহারা স্ত্রী পুত্রের মায়াতে

জড়িভূত ও বাৎসল্য স্নেহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহারা সুউপায় পাইলেও আপনার প্রাণ না রক্ষা করিয়া পরিজনাদি রক্ষার্থে আপনিও আত্মঘাতি হয়। হায়! কি প্রগাঢ় মায়া সংস্কারে মুগ্ধ হইয়া আপনার অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এতাদৃশ দুর্ল্লভ জীবনকাল স্বইচ্ছায় নষ্ট করিয়া অপমৃত্যু বশতঃ চিরকাল অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেক, তাহারদিগের জীব অন্ধকারে নিমগ্ন হইবেক।

এই বৃত্তি অহং বৃত্তির অন্তঃর্গত হয়, এই বৃত্তি বশতঃ লোকে অন্যাপেক্ষা আপনার বিষয়াদিতে অধিক মনানুধাবন করে, যদ্দ্বারা কি দুঃখী কি ধনবান, সকলেই আপনাপন জমীর সীমা কর্ত্তন কিম্বা বদ্ধনার্থে উভয় ধনাঢ্য ব্যক্তির বিবাদ সংঘটন হইয়া, যৎকিঞ্চিৎ ভূমীর কারণ কত শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া, লোকে সুতরাং ধনাভিমানের বশীভূত হইয়া পরস্পর বিবাদ করে, যদি তাহাদিগের মধ্যে একজন ন্যায়পরতা বৃত্তির বশীভূত হইয়া উভয়ে এক ঐক্য বাক্যে শীতলান্তঃকরণে সামঞ্জস্য করেন তবে, লোকই আপনাপন লাভার্থে উভয় পক্ষের অপচয় করেন না।

অর্জ্জনস্পৃহা।

অর্জ্জনস্পৃহা অর্থাৎ উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা, এই বাহ্যবৃত্তি বশতঃ ধন সঞ্চয়ের অভিলাষ ও সঞ্চিত বিষয় ক্ষয়ে দুঃখোৎপত্তি হয়, জগদীশ্বর এই সংসারে নানা প্রকার ভোগ্য সামগ্রী সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তৎ সমুদায় সংগ্রহ নিমিত্ত আমার-

দিগকে এই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমারদিগের অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় অর্জ্জনস্পৃহা ও বহুপকারিণী, যেহেতুক উপার্জ্জনশীল না হইলে, কি প্রকারে লোক দানশীল হইতে পারে। আর যে সকল বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোক, এই বৃত্তির পরবশ হইয়া পরস্পর মিত্রতা করে, তাহারদিগের একের কুটিল ব্যবহারে অন্যের উপার্জ্জনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তৎক্ষণাৎ বিচ্ছেদের সঞ্চার হয়, এবং প্রণয়ামৃত বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে অবিলম্বেই শাত্রবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহারদিগের মিত্রতা স্বরূপ মালা অর্জ্জনস্পৃহা রূপ সূত্র দ্বারা গ্রথিত থাকে। যখন সেই সূত্রচ্ছেদ হয়, তখন আর কি প্রকারে তাহারদিগের সৌহার্দ্দ্য রক্ষা পাইতে পারে, কারণ তাহারা অর্থলিপ্সু হইয়া মিত্রতা করে, সুতরাং তাহার অন্যথা হইলে প্রণয় ভঙ্গ হয়॥

যাহারা কেবল অপকৃষ্ট প্রবৃত্তির দ্বারা সংসারীক সুখান্বেষণ করে, তাহারদিগের কর্ম্ম বৃক্ষে এই প্রকার ফল সর্ব্বদাই ফলে। আর দেখ ধনের ও ঘনের এক রীতি, কেননা মেঘ যখন আইসে তখন বড় ঘটা হয়, যখন যায় তখন শূন্য মাত্র থাকে। তেমনি ধন ও যখন আইসে ও যায়। নারিকেলোদকের মত ধন আইসে এবং গজভুক্ত কপিত্থ ফল প্রায় যায়, আর সন্ন্যাসাশ্রমী, বাণপ্রস্থাশ্রমী ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী অপেক্ষা সংসারাশ্রমিদিগেরপক্ষে ধন অত্যন্ত প্রার্থনীয়, তদ্ব্যতিরেকে তাহারদিগের কোন কর্ম্ম নিষ্পাদন হয় না, সন্ন্যাসাশ্রমী আদি লোকেরা ধনকে অনিত্য জানিয়া অনেকেই হেয় জ্ঞান করেন, এবং পূর্ব্বেই কালে মুনি ঋষিরাও তুচ্ছতাচ্ছল্য করিতেন, অতএব

এতাদৃশ ধনের কারণ, কাহারও কুকর্ম্ম করা কুত্রাপি কর্ত্তব্য নহে। উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইলে মাতা নিন্দা করেন, পিতাও আনন্দযুক্ত হয়েন না, ভ্রাতারা সম্ভাস করে না, দাসেরাও কখনং কোপান্বিত হয়, পুত্রগণ অনুগত থাকে না, শাস্ত্রে কান্তাকে অর্দ্ধাঙ্গ কহিয়াছে, সেও আলিঙ্গন করে না, এবং দরিদ্র হইলে বান্ধবেরাও সম্যক্ প্রকার অর্থ প্রার্থনা ভয়ে আলাপ করেন না, অতএব সংসারী ব্যক্তির অর্থ উপার্জ্জন করা অত্যাবশ্যক হয়।

বিবৎসা।

বিবৎসা—অর্থাৎ একস্থানে বসবাস করিবার ইচ্ছা, যদি নিরুপদ্রুব স্থান বিশিষ্ট পল্লি মধ্যে প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাতেই জ্ঞানবানদিগের অধ্যাসনা কর্ত্তব্য, আর পুনঃ২ বাস পরিবর্ত্তন করিলে, গার্হস্থ্য কর্ম্মের সুরীতি ও সুশৃঙ্খ-লা, প্রণয় ও ব্যবহারের সুনিয়ম, এবং সম্ভ্রমের উন্নতি এ সমুদায় উত্তমরূপ হয় না। তন্নিমিত্ত পরমেশ্বর আমা-রদিগকে বিবৎসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য জন্ম ভূমি অস্মদাদির পক্ষে পরম রমনীয় বোধ হয়।

নির্ম্মিমিৎসা।

নির্ম্মিমিৎসা—অর্থাৎ নির্ম্মাণের ইচ্ছা, আমাদিগের দেহরক্ষা ও সুদৃশ্য করণ এবং লোক অনুরাগ প্রাপ্তার্থে গৃহ, বস্ত্র ও আশ্চর্য্যাদি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়,

কিন্তু কিছুই এ সংসারে অযত্ন সম্ভূত গাত্রলোমের ন্যায় আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না, অনেক প্রকার বস্তু ও মহা অপরূপ দ্রব্যাদি এ সংসারে বিস্তৃত আছে, তদ্বিষয়ে লোভ জন্মিবার কারণ, সংসারাশ্রমিদিগকে জগদীশ্বর নির্ম্মিমিৎসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

অন্তরবৃত্তি।

যুগোপিশা—অর্থাৎ গোপন করিবার ইচ্ছা, অন্তঃকরণে মুহুর্মুহু কত কত ভাবের উদয় হইতেছে, ও মনেং কত শত বিষয়ের আন্দোলন করা যাইতেছে, সে সকল বাক্যাতীত। তাহা সময় কালেই প্রকাশ করা উচিত, নতুবা অসময়ে দূষ্য ব্যক্তির দোষ সম্মুখে ব্যক্ত করিলে, তাহার কার্য্য ও মানহানী হইয়া কলহ ঘটনা উপস্থিত হয়। অতএব যুগোপিশা বৃত্তি মনুষ্যগণের অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

লোকানুরাগ প্রিয়তা।

লোকানুরাগ প্রিয়তা—অর্থাৎ লোকের নিকট অনুরাগ প্রাপ্তির অভিলাষ। এই যশোবাসনা বসে ভূপতিগণ পক্ষপাত পরিত্যাগ করত যত্ন পূর্ব্বক প্রজাপালন করেন, গ্রন্থকর্ত্তারা কতশত সদুপদেশ জনক পরম হিতকর গ্রন্থ রচনা করিয়া জনমণ্ডলি সমক্ষে প্রত্যক্ষ বিষয় করিতেছেন, অন্যান্য কত প্রকার ব্যক্তি, লোকের হিতার্থে প্রাণপণ করিয়া চেষ্টা করেন, কেবল লোকের নিকট

সুখ্যাতি ও সমাদর লাভই এরত্তির এক মাত্র মুখ্য বিষয়, যখন আমরা যশোভিলাষ পরবশ হইয়া যদি কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হই, তখন লোকের নিকট সুখ্যাতি বাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আত্ম সন্তোষ লাভই আমাদিগের মনোগত থাকে, যশোলোভির কার্য্য কখন সাত্ত্বিক হইতে পারে না, ইহা সাধারণরূপে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি যদি কোন পুণ্য জনক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, আর লোকে জানিতে পারে, যে তিনি কেবল যশোলোভে সে কর্ম্ম করিতেছেন, তবে তাহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে না, তাহারা কহে অমুক সাত্ত্বিক ভাবে একর্ম্ম করে নাই, তজ্জন্য তাঁহার সম্যক প্রকার ফললাভও হইবেক না। যেহেতুক যে কেহ প্রকাশ্য রূপে দানাদি করেন, তাঁহার আন্তরিক প্রতিষ্ঠা লাভরূপ স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া এসংসারে খ্যাতাপন্ন হয়েন, অথচ তদ্বারা পৃথিবীর অনেকানেক মহোপকার জন্মে। আর যাহারা সুদ্ধ দাম্ভিক ভাবে প্রকাশ্য দানাদি করিয়া লোকানুরাগ মাত্র লাভ করেন, তাহাদিগের সেই কর্ম্মরক্ষে তদনুরূপ ফল উৎপাদন হইয়া থাকে।

সাবধানতা।

সাবধানতা—আমাদিগের সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির দ্বারা আধিদৈবীক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপ হইতে রক্ষা হওয়া যায়, দৈবাধীন যাহা তাহা আধিদৈবীক, যাহা ভূতাদি জীবাধীন, তাহা আধিভৌতিক এবং যাহা শারীরিক পীড়াধীন তাহা আধ্যাত্মিক, এই দুঃখময়ী পৃথিবীতে নানা প্রকার উৎপাত আছে, তন্নিবরণার্থে জগদীশ্বর

আমাদিগকে এই সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। মানব দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে, জলে মগ্ন হইতে পারে, প্রহারে ভগ্ন হইতে পারে, ক্রোধে আক্রান্ত হইতে পারে, অত্যন্ত হিমে বিষণ্ণ ও প্রচণ্ড রৌদ্রে শীর্ণ হইয়া বিবিধ প্রকারে আহত ও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এই বৃত্ত্যবলম্বনে ভাবি বিপদ হইতে নিবারণ করিতে পারাযায়, বিশেষত বাহ্যাদি বৃত্তি সমুদায় উৎপাদন হওত কর্ত্তব্য ব্যাপারে নিমর্জ্জন করে, যাহাতে তাহাদের নিয়মাতিক্রম না হয়, এমত প্রযত্ন কেবল সাবধানতাতেই হয়। যে কোন সময়ে কার্য্যকালে, যে কোন বৃত্তির আতিশয্য হয়, তখন সেই এক মাত্র সাবধানতা ব্যবধান হইয়া তাহার সমতা করে। যে ব্যক্তির সম্যক্ প্রকারে সাবধানতা না থাকে, তাহার পদে২ ভ্রম ও পুনঃ২ বিপদ সংঘটন হয়, আর প্রতিবিধিৎসা এই সাবধানতাতেই জন্মে।

উপচিকীর্ষা।

উপচিকীর্ষা—অর্থাৎ জীবের উপকার করিবার বাসনা, সেই উপকারের সমূহ পাত্র ও সর্ব্ব স্থানে পাওয়া যায়, এই এক সূক্ষ্ম পরমা পবিত্র প্রবৃত্তি কোন অংশে স্বার্থ বিষয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া, কেবল পরের শুভানুধ্যানেতেই রত থাকে। অন্যকে সুখ বিতরণ করা তাপিত হৃদয়ে করুণামৃত বর্ষণ করা, এবং দুঃখার্দ্রচিত্তে আনন্দ প্রপ্রবল করা, সমুদায় এই সূক্ষ্ম প্রবৃত্তির কার্য্য, মনোহর মনোবৃত্তি যে কোন ব্যক্তির হিতাভি-

লাষে সঞ্চরণ করে, তাহার সুখারবিন্দ যৎপরিমাণে প্রস্ফু-টিত হয়, হিতৈষী ব্যক্তিরও অন্তঃকরণ তত প্রফুল্ল হইতে থাকে। লোক সমাজেই সুখ বিস্তার করিতে তাঁহার পরম আনন্দকর হয়। এবং তৎকার্য্য সম্পাদনার্থে, তাঁহার পদদ্বয় দ্রুত গমন করে ও হস্ত সতত প্রসারিত থাকে, তাহার নিরালস্যচিত্ত সতত পরের হিত চিন্তাতেই মহা সুখী হয়। এবং তাঁহার সুখদ রসনা পরের মঙ্গল কীর্ত্তি কীর্ত্তনেতেই পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হয়, আর যখন তাঁহার কোন কুশলাভিপ্রায় পূর্ণ হয় তখন তিনি সুখার্ণবে নিমগ্ন হন। ইহা এক প্রকার ঈশ্বরানুকম্পা বশতঃ প্রসিদ্ধ কহিতে হইবেক, যে পরের মঙ্গল করিতে গেলে আপনার মঙ্গল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুর্জ্জনের উপকার শুভদায়ক নহে। দুর্দ্দান্ত দুষ্ট লোকেরা উপকার প্রাপ্ত হইয়া কদাচও শান্ত হয় না, বরঞ্চ উপদ্রবের কারণ হয়, আর উত্তমেরা অহিতকারিরও হিতকারী হন। সাধু ব্যক্তিরা অত্যল্প উপকারকে অতি মহত করিয়া মানেন, দুর্জ্জনেরা মহোপকারকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া জানে। এই নিমিত্ত কুবংশজাত ও দুষ্ট স্বভাব খলের উপকার করিলে পশ্চাৎ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, যে ব্যক্তি উপকর্ত্তার প্রত্যু পকারী না হয়, অধিকন্তু তাহাদিগের অপকারী হয়, কিম্বা কৃতোপকার স্মরণ না করিয়াও তাহার অপলাপ করে, অর্থাৎ না মানে। সেই ব্যক্তিকেই কৃতঘ্ন কহা যায়। ব্রহ্ম-হত্যাকারির প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে কথিত আছে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি উক্ত নাই। কেননা কৃতঘ্ন ব্যক্তিকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইলেও সজ্জনদিগের ব্যবহার্য্য হয় না। অতএব কৃতঘ্নতা পাপ মহাপাপ মধ্যে গণ্য হয়। বিশিষ্ট সন্তানদিগের প্রাপ

বিয়োগ উপক্রমেও এতাদৃশ কুকর্ম্ম করা কুত্রাপি কর্ত্তব্যনহে, আর হে যুবক বুধেরা! স্বীয়২ বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখ, যে জগতে পিতারূপ উপকার ও মাতাস্বরূপা দয়া হইয়াছেন, এই উপকাররূপ পুরুষ ও দয়ারূপা প্রকৃতি, এই উভয়ের নিত্য সংযোগ কারণ নানাবিধ ধর্ম্মসন্তান জন্মিয়া সাধুদিগের ইহ পরলোক অনুচর হয়। পতিপ্রাণা পত্নীর প্রায় এই দয়া নাম্নী সতী স্ত্রী উপকাররূপ স্বীয় স্বামির সদা সহবর্ত্তিনী হন। অতএব যে কেহ সর্ব্বদা পরোপকারে রত, সেই ব্যক্তিই দয়ালু, তিনিই পরোপকারী, যাহার পরোপকার নাই, তাহার ধর্ম্মও নাই, এবং যাহার ধর্ম্ম নাই, তাহার কিপ্রকারে সত্যতা রক্ষা হইতে পারে।

গাম্ভীর্য্য।

গাম্ভীর্য্য—এই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি বশতঃ মনুষ্যগণ প্রখর বুদ্ধিদ্বারা স্থৈর্য্যাবলম্বি হইয়া অবাদে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কোন বিষয়েরই খণ্ডমাত্র শ্রবণ করত আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিতে পারেন, অনেক লোক ইহার গুণানুবাদ করেন, কেননা বুদ্ধির সহিত যে মনানুধাবন তাহাতেই বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। মনে গাম্ভীরতা জন্মিলে আর চাঞ্চল্য থাকে না, যেমন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রকাশ পাইলে কুজ্ঝটিকা আর স্থিতি করে না, তদ্রূপ সর্ব্ব প্রকার বিষয় বু[illegible]পাক না হইলে, এই বৃত্তি প্রাপ্ত হয় না। কোন [illegible]র্ত্তৃক কিছু অসহিষ্ণুতার কার্য্য হইলে, গম্ভীর [illegible]ষ্যগণ হঠাৎ কোপান্বিত হয়েন না, ধৈর্য্যাবলম্বন [illegible] সময় অপেক্ষা করিয়া ক্রোধাদি প্রকাশ করিয়া

থাকেন, অতলস্পর্শ সমুদ্র সলিল সূর্য্য কিরণে কি সন্তপ্ত হয়। আর দেখ যে সুক্তিতে মুক্তাদি জন্মে, সেই সুক্তিকা অগাদ নীরে অবস্থান করে, তাহার বিকার অতি সাধারণ হইয়া থাকে।

ন্যায়পরতা।

ন্যায়পরতা—বৃত্তি, বিবেকের পরিবর্ত্তন বাচ্য, যখন মনুষ্যের কাম স্নেহাদি কতকগুলি স্থূল প্রবৃত্তি কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর এবং উপচিকীর্ষাদি অন্য কতকগুলি অন্তর্বৃত্তি কেবল পরানুরাগী, তখন এই উভয় জাতিয় প্রবৃত্তি সমুদায়ের আতিশয্য নিবারণার্থ ও তাহারদিগকে যথা নিয়মে চালনা করিবার নিমিত্ত কোন স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আবশ্যক, তজ্জন্য পরমেশ্বর এই ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি সূক্ষ্ম এবং হিতকর জানিয়া উৎপাদন করিয়াছেন, এবং এই শুভকর বৃত্তিতে এমত অনুপম শক্তি দিয়াছেন। যে এই মাঙ্গল্য শক্তি মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে মিলিত হইলে, পরের অনিষ্ট ও আত্ম সুখের কোন হানি না হইয়া সমুদায় প্রবৃত্তিকে স্ব স্ব বিষয়ে অবাদে বিধিপূর্ব্বক চালনা করে, পরম ন্যায়বান পরমেশ্বর এই আত্ম প্রতিনিধি স্বরূপ বৃত্তিকে নর জাতির হৃদয়মধ্যে বিবেচনা করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে সকল কর্ম্মেই সুখোদয় হয়। নতুবা তাহা অবহেলন করিয়া অবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার দণ্ড স্বরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়।

সুশীলতা।

সুশীলতা—এই মনের এক অনুপম বৃত্তি গুণের ন্যায় প্রকাশ পায়। ইহার দ্বারা কি ধনবান, কি দুঃখী, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই যশোভাগী হইতে পারেন, কিন্তু অনেকানেক ঐশ্বর্য্য মদোন্মত্ত মানবেরা এতাদৃশ সম্পত্তি অগ্রাহ্য করত দরিদ্রদিগকে হেয়জ্ঞান ও তাহারদিগের সহিত যৎসামান্য রূপ আলাপাদি করেন, তাহারা স্বনাম প্রকাশাভিপ্রায়ে কতশত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাদি ব্যয় করিয়া থাকেন, তজ্জন্য শীলতা বিহীন হেতু লোকে কহিয়া থাকে, যে অমুক ব্যক্তি বড় অহঙ্কারী, বাক্যগুলা অতি কর্কস এবং কথায়২ রাগ প্রাপ্ত হইয়া লোককে কটু কাটব্য কহেন, তাঁহারদিগের সেই দাম্ভিকতা দ্বারা তামসিক ব্যয়াদি করিলে কি এতাদৃশ ঘোষণায় উদ্ধার পাইয়া প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা? আর অনেকানেক বিদ্যাগর্ব্বিত যুবকেরা শীলতায় পরাংমুখ হইয়া বৃদ্ধদিগকে তাচ্ছিল্য ও যৎসামান্য ব্যবহারাদি করেন, হায়! তাহাদিগের কি ভদ্রতা?

ভক্তি।

ভক্তি—অপর এই এক সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি আমারদিগের বুদ্ধি যত জ্ঞানবিশিষ্ট হউক, কিন্তু ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা উৎসাহিত না হইলে, মিষ্ট ফল প্রদান করে না। বিদ্যারত্ন মহা ধন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম স্বরূপ চন্দ্রালোক ব্যতিরেকে তাহার পরম রমনীয় শোভা প্রকাশ পায় না। কেবল বুদ্ধিবৃত্তি চরি-

তার্থ হইলেই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সহকারে বুদ্ধি নিষ্পন্ন তত্ত্ব সকলের অনুষ্ঠান করা, তাঁহার অপার মহিমার প্রশংসাতে চিত্ত সমর্পণ করা ও তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল প্রতিপালন করা, এ সমুদায় অতি আবশ্যক। জগদীশ্বর অনেকানেক গুরু লোক ও অন্যান্য মহৎ মহৎ ব্যক্তির সহিত আমারদিগের গুরুতর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদিগের প্রতি গুরুতর ভাব সহকারে তদুচিত ব্যবহার সম্পাদনার্থে আমাদিগকে ভক্তিরূপ পরম পবিত্র প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও অতি প্রশংসনীয় গুণ শ্রবণ করিলে অনির্ব্বার্য্য ভক্তিরস প্রকটিত হইতে থাকে, ভক্তি প্রভাবে বোধ হয়, যেন তাঁহার পরম আরাধ্য মূর্ত্তি ধ্যান কালে বিদ্যমান দেখা যায়। আর যিনি বুদ্ধি বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদানের প্রধান কারণ, অতএব সেই দুই একত্র করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা, অস্মদাদির অতি আবশ্যক কর্ম্ম।

আশা।

আশা—আশারূপ মনোবৃত্তি কেবল ভবিষ্যৎ সুখান্বেষণেই সতত তৎপর। যে পৃথিবীতে কাল বিলম্বে মনোরথ পূর্ণ হয়, যে পৃথিবীতে উপার্জ্জন করিয়া উদরান্ন আহরণ করিতে হয়, যে পৃথিবীতে ভবিষ্যত সুখ লাভের প্রতীক্ষায় বর্ত্তমান দুঃখানুভবের হ্রাস করিতে হয়, এই আশা বৃত্তি সে পৃথিবীর সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে। যখন আশার সহিত কোন স্থূল প্রবৃত্তির সংযোগ হয়, তখন

অন্তঃকরণ স্বার্থ পরতন্ত্র হইয়া আত্ম সুখ সাধনে ব্যগ্র থাকে। আর যখন কোন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সংযোগ হয়, তখন ইচ্ছা হয়, যে বিশ্বসংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হউক, কিন্তু কেবল ইহকাল মাত্র এই আশার বিষয় নহে।

অধ্যবসায়।

অধ্যবসায়—সপ্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্ম না করিলে, এসংসারের কোন কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অতি সুকঠিন, এ নিমিত্ত আমারদিগকে অধ্যবসায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যে স্থানে অনেকানেক বিষয় পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, যে স্থানে অভীষ্ট সাধন অত্যন্ত কঠিন তাহাতে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে, এবং যেখানে কাল বিলম্ব ব্যতীত প্রায় কোন অভিলাষ পূর্ণ হয় না। এই অধ্যবসায় বৃত্তি সে স্থানের অত্যুপযুক্ত হইয়াছে। যেমন ডুবারুরা স্বনাশাপুটদ্বয়ে নলদ্বারা অতি সাবধানে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করত অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়া দ্রব্যান্বেষণ করে, সেই প্রকার উত্তমোদ্যম বিশিষ্ট হইয়া লোক স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণে নিমগ্ন হইলে তবেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। নতুবা অযত্ন প্রযুক্ত আলস্যেতে তত্তাবৎ কর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।

স্মার্য্য বৃত্তি।

স্মার্য্য—অর্থাৎ স্মরণীয় বৃত্তি, ইহা মনুষ্যের অত্যুপযোগী হইয়াছে; ইহা না থাকিলে সংসারের কোন কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইতে পারিত না। লোক সকল ভ্রমার্ণবে মগ্ন হইয়া

চিরকাল বিশৃঙ্খলা পূর্ব্বক এই জগতে বসবাস করিত, আর এই অহং বৃত্তি দ্বারা সামান্য মনুষ্যগণ স্ব স্ব অভ্যাস নৈপুণ্যে নানা প্রকার বিদ্যায় সমুৎপন্ন হইয়া লোক সমাজে বিদ্বান ও পণ্ডিত কহায়। স্থূলমত, স্থূলতর ও স্থূল পদার্থাদি স্মরণ পরম্পরা ক্রমে ব্যুৎপন্ন চিত্ত হইয়া, বহু লোক সূক্ষ্মতম পদার্থারূঢ় বুদ্ধি দ্বারা বিদ্যায় বিচক্ষণ হইয়া থাকেন, যাহার ধারণাশক্তি যে পরিমাণ প্রাখর্য্য হয়, সেই পরিমাণে বিদ্যায় বিচক্ষণ হইতে পারেন, এই বৃত্ত্যনুসারে মানবের কত পুরাবৃত্তাদি অনেকানেক ঘটনা স্মরণ হইয়া অভিনব ব্যাপারের মত আনন্দোৎপাদিত হয়, এই বৃত্তি বশতঃ মনুষ্যের মনে কত শত ভাবের উদয় হয় বটে, কিন্তু যুগোপিশা বৃত্তিতে পুনর্ব্বার লয় পায়।

ধৈর্য্য।

ধৈর্য্য—এই এক মনের অনুবৃত্তি গুণের ন্যায় বোধ হয়। ইহার দ্বারা লোক মহা ক্রোধ, শোক ও বিপদ হইতে উদ্ধার পায়, যে পরিমাণে মনুষ্যের অন্তঃকরণে ক্ষমা অবস্থিতি করে, সেই পরিমাণানুসারেই ধৈর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে, জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য না হইলে ধৈর্য্যের আধিক্য হয় না। এবং বিপদকালে ধৈর্য্যাবলম্বন পুরঃসর সদুপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। নতুবা অধৈর্য্য পূর্ব্বক বিষাদিত হইলে অন্তঃকরণ সন্তাপনে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা, আর আপদ কালে ভয়ও শোক করণীয় নহে, কেননা শোকেতে যে মনের অনুধাবন সে প্রাজ্ঞকে নষ্ট

করে। এই বৃত্তিদ্বারা কোন আত্মিয়ের আশন্নকালে শোক সাগরেতে অনবরত উন্মর্জ্জন নিমর্জ্জন বিহ্বল চিত্তকে ধৈর্য্য পর্ব্বতারূঢ় করিয়া সুস্থির করাই শ্রেয়। চিত্ত বৈক্লব্য করা অকর্ত্তব্য, যেহেতু বৈক্লব্য ক্লীবের অনুসর্ত্তব্য। আর অধৈর্য্য বশতঃ লোক আত্মহত্যা ও নরহত্যাদি পাপে পাপী হইয়া মিত্রের আনুকূল্য প্রার্থনা করে। তখন উপকার অপকার মিত্র শত্রুর লক্ষণ বিলক্ষণ অবধারিত হয়। আমারদিগের দৈবাৎ কোন অল্প দুঃখ উপস্থিত হইলে, ধৈর্য্যাবলম্বনে তাহার সহ্য করা উচিত, যেহেতু বড় ভারি দুঃখ উপস্থিত হইলেও অনায়াসে তাহা সহ্য করা যায়।

যদ্যপি রক্ত মাংসের গুণ প্রযুক্ত মনের ধৈর্য্যতা কখন২ দ্রব হইয়া চক্ষু সলিলে পরিণত হয়, তথাপি ধীর ব্যক্তি ক্লেশ জন্য এককালে ভগ্নচিত্ত হইয়া ম্রিয়মান হয়েন না, তিনি ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া পরম মঙ্গল স্বরূপে প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া ও আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর করিয়া আপনার মস্তক সর্ব্বদা উন্নত রাখেন, তিনি এতদ্রূপ দুঃখাবস্থাতে পতিত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন, কারণ তিনি যত আপনার ধৈর্য্য শক্তি অবর্দ্ধমান দেখেন, ততই মনের ক্ষীণতার উপর আপনাকে উত্থিত জানেন, এবং উত্তর২ মহোত্তম সুখাস্বাদন করেন। তিনি সেই দুঃখকে মঙ্গল পূর্ণ আনন্দের প্রতি সহকারী জানেন, সন্তোষ ও আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই কৌশল চক্রকে যথাসাধ্য অগ্রসর করিতে পারিলেই, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন, দুঃখ তাঁহাকে কি প্রকারে কাতর করিতে পারিবেক, যখন প্রেমাভিষিক্ত আনন্দ ময় লোক সকলের

শুস্বুপ্তি, যখন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল আপনা-পন ব্যাপার বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকে জাগ্রত অবস্থা কহি। আর সেই সকল ইন্দ্রিয়গণ যখন স্বীয়২ কর্ম্ম হইতে অবশর পাইয়া সুখে বিশ্রাম করে, তখন তাহাকে নিদ্রাবস্থা কহি। অনন্তর যে প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় মনের কোন বৃত্তি থাকে না, কেবল অকাতরে পরম সুখে নিদ্রা যায়, সেই অবস্থাকে শুস্বুপ্তি অবস্থা কহি। জাগ্রত অবস্থায় মন নেত্রোপরি বিরাজ করে, স্বপ্নাবস্থায় সুশম্না নাড়ির বাহ্যান্তরে থাকিয়া দিবসে যে সকল কার্য্য করা যায় তাহার সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করত, নানা প্রকার বিভিশিকা দেখে. তাহাকে স্বপ্নে স্বপ্ন কহে, আর জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন হইলে মনান্তর করে, তখন লোক কর্ণে কিছু শুনিতে পায় না এবং চক্ষেতেও কোন রূপকে দৃষ্টি করে না, তাহা ক্ষণ মাত্র থাকে। শুস্বুপ্তাবস্থা তাহাকে কহি, যখন ঘোর নিদ্রাবস্থায় মন স্বীয় বৃত্তি হইতে রহিত হইয়া উক্ত নাড়িতে সুস্থির ভাবে অবস্থিতি করে, এই তিন অবস্থাতেই সংসারী জীবের কাল যাপন হয়। আর চতুর্থ এক অবস্থা স্মৃতি শাস্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম তুরীয়াবস্থা, তাহা বিষয়োপযোগী নহে।

বুদ্ধিবৃত্তির চালনা।

মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর শুভাশুভ সম্বন্ধানু-সারে বিবিধ প্রকার সদসৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। আমার-দিগের অপকৃষ্ট বৃত্তি সকল, বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির

বিরুদ্ধকারি হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকিলে তদ্দ্বারা কখন ন্যায্য কার্য্য সংঘটনা হয় না। ধন উপার্জ্জন করা এবং পুত্রোৎপাদন করা, এসমস্ত কার্য্যের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ কুপ্রবৃত্তি নহে, তবে যখন তাহারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আয়ত্তে না থাকিয়া তদ্বিরুদ্ধ পথে সঞ্চরণ করে, তাহাতে মনুষ্যেরা কুপথ গামী হয়। তখন লোক ক্ষুদ্রতর পুরুষের দ্রব্যে-স্বকীয় জ্ঞান করিয়া যথেষ্টাচরণ করে, তাহাতে ইহ-লোকে রাজদণ্ড ও অকীর্ত্তি ভাগী হইয়া পরলোকে বহুতর কাল পর্য্যন্ত নরকগামী হয়। ফলতঃ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যদি অন্য কোন মানসিক বৃত্তির বিরুদ্ধকারী না হয়, তবে তদুৎপন্নকার্য্য সকল শুভকর, ও সুখ কখন পাপার্জ্জিত নহে, যে সকল তরুণ যুবাদিগের সুকোমল সরল চিত্ত পাপরসে দূষিত হয় নাই, যাহাদিগের সাধু চিন্তা এ সংসারের কুটিল পথে অদ্যাপি সঞ্চরণ করে নাই, অধর্ম্মের কঠোর হস্ত, যাহারদের নির্ম্মল মতি-কে এপর্য্যন্ত স্পার্শ করিতে পারে নাই, তাহারা যদি দুর্ব্বিপাক বশতঃ দুষ্প্রবৃত্তি রূপ পিশাচির কঠোর হস্তে পতিত হয়, তবে তাহারাই জানিতে পারে, যে পাপরসে দূষিত হইলে কিপর্য্যন্ত মনের গ্লানি জন্মে ও অসুখের কারণ হয়। আমাদিগের উপার্জ্জন ইচ্ছা আছে, তজ্জন্য উপার্জ্জন করা উচিত, যখন কামরিপু আছে, তখন জীব প্রবাহ রক্ষাকরা উচিত, যখন জিজীবিষা অর্থাৎ জীবিত থাকিবার ইচ্ছা আছে, তখন জীবন রক্ষার যত্নকরা উচিত, যখন বুভুক্ষা অর্থাৎ ভোজনের ইচ্ছা আছে, তখন অন্নপান দ্বারা দেহ রক্ষা করা উচিত, যখন দয়া আছে, তখন দয়া করা উচিত, যখন ভক্তি

আছে, তখন ভক্তি করা উচিত, কিন্তু এক বৃত্তির প্রয়োজনানুরোধে অন্য প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করা কখনই উচিত নহে। অতএব যে যে কার্য্য কোন বৃত্তির অসম্মত নহে, সেই২ কার্য্যই কর্ত্তব্য। যে কোন কার্য্য এক বৃত্তির প্রবৃত্তি থাকে, আর অন্য কোন বৃত্তি তাহার প্রতিকূল হয়, সে স্থলে বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুসারে কর্ম্ম করিবেক, যেহেতুক আমাদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রয়োজক বৃত্তি সমুদায় সর্ব্ব প্রধান। অতএব যদি মনোবৃত্তি সকল স্বভাবতঃ তেজস্বি হয় ও তাহারদিগের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকে, এবং তাহারা নানা প্রকার বিদ্যানুশীলন দ্বারা সম্যক রূপে মার্জ্জিত হয়, তবে তৎসম্মত কার্য্যই সৎকার্য্য। আর যে স্থলে আমারদিগের স্থূল প্রবৃত্তির সহিত কোন ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বা বুদ্ধি বৃত্তির বিরোধ জন্মে, সে স্থলে বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিবেক, এমত করিলে সেই ব্যক্তিকেই সংসারিক কর্ম্ম বিষয়ে যথার্থ সুচতুর কহা যাইতে পারে, তিনি অন্তরস্থ রিপু ও অজ্ঞ সঙ্গিদিগের অসৎ মন্ত্রণা দ্বারা আক্রান্ত হয়েন না।

স্থূল প্রবৃত্তি।

আমারদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ ও কার্য্যাকার্য্যের বিচার করা আবশ্যক। অগ্রে কাম ক্রোধাদি বাহ্যবৃত্তি, যাহা পদ্যছন্দ দ্বারা প্রথম খণ্ডে অনুবাদিত হইয়াছে, আত্মরক্ষাদি প্রাণিনিষ্ঠ প্রবৃত্তির মুখ্য বিষয়, জগদীশ্বর আমা-

রদিগকে স্ব স্ব জীবন রক্ষার্থে যত্নশীল হইবার নিমিত্ত জিজীবিষা দিয়াছেন, এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত অন্ন গ্রহণ করা আবশ্যক, এপ্রযুক্ত বুভুক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন, আমারদিগের এই উভয় বৃত্তিই আত্ম সম্বন্ধ বিষয়ক, কাম, স্নেহ ও আসঙ্গলিপ্সা অর্থাৎ যদ্দ্বারা অন্যেতে আশক্তি জন্মায়, এ তিন বৃত্তি ও আত্ম সম্বন্ধীয়। পরমেশ্বর জীব প্রবাহ রক্ষণার্থে স্ত্রী পুরুষ জাতি দ্বয় সৃষ্টি করিয়া তদুপযোগী কামরিপু সৃজন করিয়াছেন। যদ্দ্বারা পুত্রোৎপাদন জন্য আমাদিগের অন্তঃকরণে স্নেহের বিস্তার করিয়াছেন। এবং মিত্র মণ্ডলির মিত্রতা সম্পাদনার্থে আসঙ্গলিপ্সা প্রদান করিয়াছেন। কামের বিষয় স্ত্রী বা স্বামী, স্নেহের বিষয় সন্তান, ও আসঙ্গলিপ্সার বিষয় কেবল মিত্র। এই সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইলে, মনে তৃপ্তি জন্মে; নচেৎ দুঃখানুভব হয়। কিন্তু ঐ স্ত্রী বা স্বামী প্রভৃতির শুভাভিলাষ করা কামাদির ধর্ম্ম নহে। যে ব্যক্তি কেবল কামরিপুর বশীভূত হইয়া স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত ইন্দ্রিয় পরায়ন তাহার কেবল মৌখিক, বাস্তবিক প্রীতি পাত্রের হিতানুষ্ঠান বিষয়ে কখনই যত্ন হয় না। যে প্রেমানুরাগী ব্যক্তি উপচিকীর্ষা অর্থাৎ উপকার করিবার ইচ্ছা ও ন্যায় পরতাদি প্রধান বৃত্তি সমুদায়ের বশবর্ত্তি হইয়া চলে, সে ব্যক্তি নিঃস্বার্থ হইয়া আপন প্রেম পাত্রের হিত চেষ্টায় অতি অপূর্ব্ব সুখসম্ভোগ করে। আর স্নেহবশতঃ সন্তানের অনুরাগ জন্মে, কিন্তু সন্তানের শুভানুধ্যায়ী হওয়া স্নেহের কার্য্য নহে, সে কেবল উপচিকীর্ষা বৃত্তির অধীন হয়। পিতা মাতার স্নেহ যদি উপচিকীর্ষার আয়ত্তে না থাকে,

তবে ভূরি২ স্থানে, তাঁহারাই স্বীয়২ সন্তানের অনিষ্টকারি হয়েন। দেখ অনেকানেক বালকের পিতা মাতা সাতিশয় পুত্রানুরাগবশতঃ বিদ্যাভ্যাস শ্রমসাধ্য বলিয়া তাহারদিগের পুত্রগণকে তাহা হইতে পরাংমুখ রাখেন। হায়! কি প্রগাঢ় স্নেহ! তাঁহারদিগের অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

আসঙ্গলিপ্সা স্থূল প্রবৃত্তি।

আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তি দ্বারা মিত্র লাভের ইচ্ছা হয়, কিন্তু মিত্রের ইষ্ট চিন্তা করা আসঙ্গলিপ্সার কার্য্য নহে। যে ব্যক্তির আসঙ্গলিপ্সা ও উপচিকীর্ষা উভয় বৃত্তিই তুল্য থাকে, সেই ব্যক্তি কেবল মিত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়। মিত্রের দুঃখে দুঃখী ও মিত্রের সুখে সুখী হয়। নতুবা কেবল আসঙ্গলিপ্সা মাত্র থাকিলে, যেমন এক মেষ অন্য মেষের সংসর্গে থাকিতে ভাল বাসে, সেই রূপ এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সংসর্গ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয়। আর যাহারদিগের আসঙ্গলিপ্সা স্বার্থ পরতার মূল কারণ হয়, তাহারদিগের প্রকৃতি বড় ভয়ঙ্কর, সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিরা সে সকল শঠ লোকের সহিত এক সমভিব্যাহারে কাল যাপন করত আহার বিহারাদি করিলেও তাহারদিগের ধূর্ত্ততার স্বরূপ রূপ নিরূপণ করিতে পারেন না, স্বার্থ না থাকিলে তাহারা কদাচ মিত্রতা করেনা, সেই সকল ধূর্ত্তশিরোমণির স্বার্থ লাভই মিত্রতার প্রধান কারণ, আর যদি স্বার্থাভাব কোন মিত্রের উপর, সেই সকল শঠ লোকের কিঞ্চিৎ মনান্তর হয়, তবে তাহারদের বাহ্যে সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ ও অন্তরে দ্বেষানল প্রদীপণ, সমক্ষে মধুরালাপ ও পরোক্ষে গ্লানি ও নিন্দাবাদ, কথায় পরমোপকার, কার্য্যে অবহেলা

ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই সকল শঠেরা প্রায় মৃন্ময় ঘটের ন্যায় হয়, যেমন মৃত্তিকার ঘট, কূপ হইতে জল গ্রহণ রূপ কার্য্য উদ্ধার কালে নম্র হইয়া থাকে, পশ্চাৎ জীবন প্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই উপরে উত্থিত হয়। সেই রূপ দুষ্ট স্বভাব লোকেরা ও জীবন অর্থাৎ জীবনোপায় প্রাপ্তির নিমিত্তে উপাস্য লোকের নিকটে অত্যন্ত নত হইয়া প্রণয় করে, পরে স্বাভিলষিত পদার্থ প্রাপ্তি হইলেই, পূর্ব্ব উপাস্যের কৃতোপকার বিস্মৃত হয়॥ যদি দুই ধনাঢ্য মিত্রের আসঙ্গলিপ্সা, আত্মাভিমান, এবং যশঃস্পৃহা, এই তিন বৃত্তি প্রবল থাকে, আর উপচিকীর্ষা ও ন্যায় পরতা যদি না থাকে, তবে তাবৎ তাঁহারদিগের মিত্রতা থাকিতে পারে, যাবৎ ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ্য থাকাতে উভয়েরই আত্মাভিমান বৃদ্ধি পায়, ও যশঃস্পৃহাও পূর্ণ হয়। কিন্তু তন্মধ্যে যদি এক জন দৈবাৎ সম্ভ্রমচ্যুত ও দরিদ্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার সহিত মিত্রতা রাখিলে লোকে হীনবোধ করিবে, এই বিবেচনায় মিত্রতাও স্থায়ী হয় না, সুতরাং এমত স্থলে অবিলম্বেই সুহৃদ্ভেদ হইয়া উঠে, পরে ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার পূর্ব্ব মিত্র পরিত্যাগ করত অপর কোন আত্ম সদৃশ ব্যক্তিকে মিত্র রূপে বরণ করিতে ধাবিত হয়।

যদি আসঙ্গলিপ্সারূপ বীজ, ধর্ম্মরূপ বারি সেচনে অঙ্কুরিত হইয়া মিত্রতারূপ মনোহর তরু উৎপন্ন করে, তবেই তাহা সুখ স্বরূপ কুসুম সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতে থাকে, এরূপ ঈশ্বরানুমত জানিয়া প্রণয়াস্পদ মিত্রের প্রতি তাহার প্রীতির বৃদ্ধি হয়, এবং তদ্দ্বারা মিত্রকে সম্যক অনুরাগ করাও তাঁহার

সকল কার্য্যে আনন্দ অনুভব করা এক প্রকার অভ্যাস পাইয়া যায়। ন্যায়পরতা গুণে তাঁহার প্রতীতি হয়, যে মিত্রের সহিত পরস্পর প্রণয়ের বিনিময়, শীলতার বিনিময়, ও উপকারের বিনিময় করাই কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন অনুচিত প্রার্থনাদি কিম্বা কোন কঠোর ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে। আর প্রণয় সঞ্চার কালে বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করা উচিত, যে তাঁহার মিত্র ধর্ম্মাংশে নিতান্ত হীন না হয়েন, কারণ দাম্ভিক, স্বার্থপর, ও অধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত যথার্থ প্রণয় হওয়া সম্ভাবিত নহে। দুঃশীল ব্যক্তির প্রতি দয়া হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত কখন প্রীতি হইতে পারে না।

এরূপ প্রকার মৈত্রী লাভ হইলে আমাদিগের অনেকানেক স্থূল প্রবৃত্তির সাতিশয় চরিতার্থ হইয়া পরম সুখ প্রদান করে। যদি বুদ্ধিতে নিশ্চয় হয় যে, আমার মিত্র অতিশয় ধর্ম্ম পরায়ণ, এবং কেবল ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করেন, তবে আমার আসঙ্গলিপ্সা মহোৎসাহ সহকারে স্বীয় বিষয় স্বরূপে পরম প্রিয় মিত্ররত্নে প্রগাঢ়রূপে আসক্ত হয়। এপ্রকার মিত্র উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা স্বভাববশতঃ কখনই আমার অনিষ্ট করেন না। এবং শ্রদ্ধাবশতঃ কখনই সসম্ভ্রম আদর অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অত্যালাপ ও ইতর ব্যবহার করেন না। এমত প্রণয়ের স্থলে অপমান ও প্রবঞ্চনাদি অনিষ্ট ঘটনার অসম্ভাবনা ভাবিয়া হৃদয় পদ্ম সর্ব্বদা বিকসিত থাকে। আসঙ্গলিপ্সাতে অন্যান্য ইতর প্রবৃত্তির সাহচর্য্য থাকিলে অন্তঃকরণে তাদৃশ প্রণয়ামৃত সঞ্চার ও আনন্দবারি নিঃসরণ কখনই হইতে পারে না।

সেইমত মৈত্রীলাভ দ্বারা আমারদিগের লোকানুরাগ প্রিয়তা ও চরিতার্থ হয়। কারণ এরূপ পরম হিতৈষী ন্যায়বান মিত্রের প্রিয় সম্ভাষণ, আদরোক্তি ও সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ অপেক্ষা, অধিক অনুরাগ আর কাহার নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? ফলতঃ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম যাহার মূলীভূত হইয়া প্রণয়ান্তরে অবস্থান করিলেই অন্তঃকরণ সতত প্রফুল্ল থাকে, সুধাকর কিরণ সম পরম রমনীয় প্রেমামৃত তদুপরি অবিশ্রান্ত বর্ষণ করত বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্ম বৃত্তি ও আর২ মনোবৃত্তি সকল পরস্পর ঐক্য ভাবাপন্ন হইয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করে।

প্রতিবিধিৎসা।

প্রতিবিধিৎসা অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা, এ সংসারে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিকাদি নানা প্রকার দুঃখের উৎপাত আছে ও সকল বিষয়েরই নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে, তন্নিবারণ ও সাবধাণার্থে পরমেশ্বর আমাদিগকে প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। বিপদুদ্ধারার্থে অপ্রতিহত চিত্তে যত্ন করা এবং অভিষ্ট সাধনের প্রতিবন্ধক মোচনার্থে দৃঢ় সাহস প্রকাশ অর্থাৎ দৈবাৎ কোন পথিমধ্যে ব্যাঘ্র সহিত সংঘটন হইলে সে অবস্থা হইতে কিপ্রকার উদ্ধার হওয়া যায়, এতাদৃশ যে সমুদয় উপায় প্রতিবিধিৎসার কার্য্য।

জিঘাংসা।

জিঘাংসা অর্থাৎ জীবের হননেচ্ছা, আততায়ী নিবারণে অপরাংমুখ হওয়া ও ধৈর্য্যাবলম্বনে তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এপ্রকার কোন মনোবৃত্তি না থাকিলে, এ দুঃখময় সংসারে বাস করা কাহার সাধ্য হইত, এই পৃথিবীতে লোকের অনেকানেক দুঃখ ও বিপদ ঘটিয়া থাকে, এই পৃথিবীতে নির্ব্বোধ লোক পরানিষ্ট চেষ্টায় অঘটন সংঘটন করে, এবং এই পৃথিবীতে লম্পটেরাও অনেকের অত্যাচার করিয়া থাকে, তন্নিবারণার্থে জগদীশ্বর তাহাদিগের আবশ্যক জানিয়া জিঘাংসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, জিঘাংসাতেই ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং সেই ক্রোধানুযায়ী গরল মিশ্রিত যে দ্বেশ, তদ্দ্বারা মনুষ্যের বহুতর অত্যাচার নিবারিত হইয়া থাকে, কিন্তু লোকের বহুকালের শাত্রবানল এই এক উপযুক্ত বৃত্তি দ্বারা নিবারিত হইয়া শীতলতাকে পায়, স্বসমানের সহিত বৈর করণির, আপন হইতে যে বড় তাহার সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়, এবং অনেকের সঙ্গে যুগপদ বিরোধ কর্ত্তব্য নয়। আর যে শত্রুকে ছোট জানিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক উপহাস করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, সে তাহা হইতে অবশ্য বিনাশ পায়, ইহা নীতি বিশারদেরা কহিয়াছেন। এবং জীবের আহারার্থেও অনেক প্রাণি নষ্ট হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা শরীরের পোষ্টাই জন্মে; এতদর্থে এই বৃত্তি লোকের অত্যুপযুক্ত হইয়াছে।

আত্মশ্লাঘা।

আত্মশ্লাঘা, অহঙ্কারী লোকেরা অভিমানের বশবর্ত্তি হইয়া আপনাপন গৌরবের বৃদ্ধির ইচ্ছায় স্বয়ং প্রশংসাপর হইয়া বিজ্ঞ সমাজে হাস্যাস্পদ জন্মায়, এই অপকৃষ্ট বৃত্তি বিশিষ্ট সন্তানদিগের মানসে আক্রমণ উপক্রমেই তৎক্ষণাৎ সাবধান হইবেন। যেহেতু আত্ম বিষয়ে যত্ন করা উচিত বটে, কিন্তু আত্ম মর্য্যাদা বৃদ্ধি, কিম্বা পিতৃ পিতামহের নিরর্থক যশাখ্যান করা, কি আমাদিগের চেষ্টা সাধ্য।

আত্মাদর।

আত্মাদর, পরমেশ্বর আমারদিগকে স্বকীয় জীবন রক্ষার্থে যেরূপ জিজীবিষা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপও আমাদিগের আত্ম বিষয়ে যত্ন, আত্ম গৌরব রক্ষা, স্বাধীনতার অনুরাগাদি নানা বিষয় সম্পাদনার্থে আত্মাদর নামক বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

যদি কেহ স্বপরিবারে কোন পুরাতন ইষ্টক বিরচিত গৃহে বাস করিতে থাকে, আর দৈব বিপাক বশতঃ সেই গৃহ প্রবল বর্ষা ও ঝটিকা প্রযুক্ত পতিত হইবার শব্দ কর্ণকুহরে প্রাপ্ত হয়, কিম্বা তৃণ নির্ম্মিত গৃহের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহাতে পরিজনের প্রতি মনোযোগ না করিয়া প্রথমতঃ আপনার প্রাণ লইয়া লোক পলায়ন করিয়া থাকে, আর যাহারা স্ত্রী পুত্রের মায়াতে

জড়িভূত ও বাৎসল্য স্নেহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহারা সুউপায় পাইলেও আপনার প্রাণ না রক্ষা করিয়া পরিজনাদি রক্ষার্থে আপনিও আত্মঘাতি হয়। হায়! কি প্রগাঢ় মায়া সংস্কারে মুগ্ধ হইয়া আপনার অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এতাদৃশ দুর্ল্লভ জীবনকাল স্বইচ্ছায় নষ্ট করিয়া অপমৃত্যু বশতঃ চিরকাল অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেক, তাহারদিগের জীব অন্ধকারে নিমগ্ন হইবেক।

এই বৃত্তি অহং বৃত্তির অন্তঃর্গত হয়, এই বৃত্তি বশতঃ লোকে অন্যাপেক্ষা আপনার বিষয়াদিতে অধিক মনানুধাবন করে, যদ্দ্বারা কি দুঃখী কি ধনবান, সকলেই আপনাপন জমীর সীমা কর্ত্তন কিম্বা বন্ধনার্থে উভয় ধনাঢ্য ব্যক্তির বিবাদ সংঘটন হইয়া, যৎকিঞ্চিৎ ভূমীর কারণ কত শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া, লোকে সুতরাং ধনাভিমানের বশীভূত হইয়া পরস্পর বিবাদ করে, যদি তাহাদিগের মধ্যে একজন ন্যায়পরতা বৃত্তির বশীভূত হইয়া উভয়ে এক ঐক্য বাক্যে শীতলান্তঃকরণে সামঞ্জস্য করেন তবে, লোকই আপনাপন লাভার্থে উভয় পক্ষের অপচয় করেন না।

অর্জ্জনস্পৃহা।

অর্জ্জনস্পৃহা অর্থাৎ উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা, এই বাহ্যবৃত্তি বশতঃ ধন সঞ্চয়ের অভিলাষ ও সঞ্চিত বিষয় ক্ষয়ে দুঃখোৎপত্তি হয়, জগদীশ্বর এই সংসারে নানা প্রকার ভোগ্য সামগ্রী সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তৎ সমুদায় সংগ্রহ নিমিত্ত আমার-

দিগকে এই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমারদিগের অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় অর্জ্জনস্পৃহা ও বহুপকারিণী, যেহেতুক উপার্জ্জনশীল না হইলে, কি প্রকারে লোক দানশীল হইতে পারে। আর যে সকল বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোক, এই বৃত্তির পরবশ হইয়া পরস্পর মিত্রতা করে, তাহারদিগের একের কুটিল ব্যবহারে অন্যের উপার্জ্জনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তৎক্ষণাৎ বিচ্ছেদের সঞ্চার হয়, এবং প্রণয়ামৃত বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে অবিলম্বেই শাত্রবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহারদিগের মিত্রতা স্বরূপ মালা অর্জ্জনস্পৃহা রূপ সূত্র দ্বারা গ্রথিত থাকে। যখন সেই সূত্রচ্ছেদ হয়, তখন আর কি প্রকারে তাহারদিগের সৌহার্দ্দ্য রক্ষা পাইতে পারে, কারণ তাহারা অর্থলিপ্সু হইয়া মিত্রতা করে, সুতরাং তাহার অন্যথা হইলে প্রণয় ভঙ্গ হয়॥

যাহারা কেবল অপকৃষ্ট প্রবৃত্তির দ্বারা সংসারীক সুখান্বেষণ করে, তাহারদিগের কর্ম্ম বৃক্ষে এই প্রকার ফল সর্ব্বদাই ফলে। আর দেখ ধনের ও ঘনের এক রীতি, কেননা মেঘ যখন আইসে তখন বড় ঘটা হয়, যখন যায় তখন শূন্য মাত্র থাকে। তেমনি ধন ও যখন আইসে ও যায়। নারিকেলোদকের মত ধন আইসে এবং গজভুক্ত কপিত্থ ফল প্রায় যায়, আর সন্ন্যাসাশ্রমী, বাণপ্রস্থাশ্রমী ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী অপেক্ষা সংসারাশ্রমিদিগেরপক্ষে ধন অত্যন্ত প্রার্থনীয়, তদ্ব্যতিরেকে তাহারদিগের কোন কর্ম্ম নিষ্পাদন হয় না, সন্যাসাশ্রমী আদি লোকেরা ধনকে অনিত্য জানিয়া অনেকেই হেয় জ্ঞান করেন, এবং পূর্ব্বং কালে মুনি ঋষিরাও তুচ্ছতাচ্ছল্য করিতেন, অতএব

এতাদৃশ ধনের কারণ, কাহারও কুকর্ম্ম করা কুত্রাপি কর্ত্তব্য নহে। উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইলে মাতা নিন্দা করেন, পিতাও আনন্দযুক্ত হয়েন না, ভ্রাতারা সন্তাস করে না, দাসেরাও কখন২ কোপান্বিত হয়, পুত্রগণ অনুগত থাকে না, শাস্ত্রে কান্তাকে অর্দ্ধাঙ্গ কহিয়াছে, সেও আলিঙ্গন করে না, এবং দরিদ্র হইলে বান্ধবেরাও সম্যক্ প্রকার অর্থ প্রার্থনা ভয়ে আলাপ করেন না, অতএব সংসারী ব্যক্তির অর্থ উপার্জ্জন করা অত্যাবশ্যক হয়।

বিবৎসা।

বিবৎসা—অর্থাৎ একস্থানে বসবাস করিবার ইচ্ছা, যদি নিরুপদ্রব স্থান বিশিষ্ট পল্লি মধ্যে প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাতেই জ্ঞানবানদিগের অধ্যাসনা কর্ত্তব্য, আর পুনঃ২ বাস পরিবর্ত্তন করিলে, গার্হস্থ্য কর্ম্মের সুরীতি ও সুশৃঙ্খলা, প্রণয় ও ব্যবহারের সুনিয়ম, এবং সম্ভ্রমের উন্নতি এ সমুদায় উত্তমৰূপ হয় না। তন্নিমিত্ত পরমেশ্বর আমাদিগকে বিবৎসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য জন্ম ভূমি অস্মদাদির পক্ষে পরম রমনীয় বোধ হয়।

নির্ম্মিমিৎসা।

নির্ম্মিমিৎসা—অর্থাৎ নির্ম্মাণের ইচ্ছা, আমাদিগের দেহরক্ষা ও সুদৃশ্য করণ এবং লোক অনুরাগ প্রাপ্ত্যর্থে গৃহ, বস্ত্র ও আশ্চর্য্যাদি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়,

কিন্তু কিছুই এ সংসারে অযত্ন সম্ভূত গাত্রলোমের ন্যায় আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না, অনেক প্রকার বস্তু ও মহা অপরূপ দ্রব্যাদি এ সংসারে বিস্তৃত আছে, তদ্বিষয়ে লোভ জন্মিবার কারণ, সংসারাশ্রমি দিগকে জগদীশ্বর নির্ম্মিমিৎসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

অন্তরবৃত্তি।

যুগোপিশা—অর্থাৎ গোপন করিবার ইচ্ছা, অন্তঃকরণে মুহুর্মুহু কত কত ভাবের উদয় হইতেছে, ও মনেং কত শত বিষয়ের আন্দোলন করা যাইতেছে, সে সকল বাক্যাতীত। তাহা সময় কালেই প্রকাশ করা উচিত, নতুবা অসময়ে দূষ্য ব্যক্তির দোষ সম্মুখে ব্যক্ত করিলে, তাহার কার্য্য ও মানহানী হইয়া কলহ ঘটনা উপস্থিত হয়। অতএব যুগোপিশা বৃত্তি মনুষ্যগণের অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

লোকানুরাগ প্রিয়তা।

লোকানুরাগ প্রিয়তা—অর্থাৎ লোকের নিকট অনুরাগ প্রাপ্তির অভিলাষ। এই যশোবাসনা বসে ভূপতিগণ পক্ষপাত পরিত্যাগ করত যত্ন পূর্ব্বক প্রজাপালন করেন, গ্রন্থকর্ত্তারা কতশত সদুপদেশ জনক পরম হিতকর গ্রন্থ রচনা করিয়া জনমণ্ডলি সমক্ষে প্রত্যক্ষ বিষয় করিতেছেন, অন্যান্য কত প্রকার ব্যক্তি, লোকের হিতার্থে প্রাণপণ করিয়া চেষ্টা করেন, কেবল লোকের নিকট

সুখ্যাতি ও সমাদর লাভই এরত্তির এক মাত্র মুখ্য বিষয়, যখন আমরা যশোভিলাষ পরবশ হইয়া যদি কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হই, তখন লোকের নিকট সুখ্যাতি বাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আত্ম সন্তোষ লাভই আমাদিগের মনোগত থাকে, যশোলোভির কার্য্য কখন সাত্ত্বিক হইতে পারে না, ইহা সাধারণরূপে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি যদি কোন পুণ্য জনক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, আর লোকে জানিতে পারে, যে তিনি কেবল যশোলোভে সে কর্ম্ম করিতেছেন, তবে তাহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে না, তাহারা কহে অমুক সাত্ত্বিক ভাবে একর্ম্ম করে নাই, তজ্জন্য তাঁহার সম্যক প্রকার ফললাভও হইবেক না। যেহেতুক যে কেহ প্রকাশ্য রূপে দানাদি করেন, তাঁহার আন্তরিক প্রতিষ্ঠা লাভরূপ স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া এসংসারে খ্যাতাপন্ন হয়েন, অথচ তদ্দ্বারা পৃথিবীর অনেকানেক মহোপকার জন্মে। আর যাহারা সুদ্ধ দাম্ভিক ভাবে প্রকাশ্য দানাদি করিয়া লোকানুরাগ মাত্র লাভ করেন, তাহাদিগের সেই কর্ম্মবৃক্ষে তদনুরূপ ফল উৎপাদন হইয়া থাকে।

সাবধানতা।

সাবধানতা—আমাদিগের সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির দ্বারা আধিদৈবীক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপ হইতে রক্ষা হওয়া যায়, দৈবাধীন যাহা তাহা আধিদৈবীক, যাহা ভূতাদি জীবাধীন, তাহা আধিভৌতিক এবং যাহা শারীরিক পীড়াধীন তাহা আধ্যাত্মিক, এই দুঃখময়ী পৃথিবীতে নানা প্রকার উৎপাত আছে. তন্নিবরণার্থে জগদীশ্বর

আমাদিগকে এই সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। মানব দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে, জলে মগ্ন হইতে পারে, প্রহারে ভগ্ন হইতে পারে, ক্রোধে আত্মঘ্ন হইতে পারে, অত্যন্ত হিমে বিষণ্ণ ও প্রচণ্ড রৌদ্রে শীর্ণ হইয়া বিবিধ প্রকারে আহত ও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এই বৃত্ত্যবলম্বনে ভাবি বিপদ হইতে নিবারণ করিতে পারাযায়, বিশেষত বাহ্যাদি বৃত্তি সমুদায় উৎপাদন হওত কর্ত্তব্য ব্যাপারে নিমর্জ্জন করে, যাহাতে তাহাদের নিয়মাতিক্রম না হয়, এমত প্রযত্ন কেবল সাবধানতাতেই হয়। যে কোন সময়ে কার্য্যকালে, যে কোন বৃত্তির আতিশয্য হয়, তখন সেই এক মাত্র সাবধানতা ব্যবধান হইয়া তাহার সমতা করে। যে ব্যক্তির সম্যক্ প্রকারে সাবধানতা না থাকে, তাহার পদে২ ভ্রম ও পুনঃ২ বিপদ সংঘটন হয়, আর প্রতিবিধিৎসা এই সাবধানতাতেই জন্মে।

উপচিকীর্ষা।

উপচিকীর্ষা—অর্থাৎ জীবের উপকার করিবার বাসনা, সেই উপকারের সমূহ পাত্র ও সর্ব্ব স্থানে পাওয়া যায়, এই এক সূক্ষ্ম পরমা পবিত্র প্রবৃত্তি কোন অংশে স্বার্থ বিষয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া, কেবল পরের শুভানুধ্যানেতেই রত্ত থাকে। অন্যকে সুখ বিতরণ করা তাপিত হৃদয়ে করুণামৃত বর্ষণ করা, এবং দুঃখার্দ্রচিত্তে আনন্দ প্রবাহ প্রবল করা, সমুদায় এই সূক্ষ্ম প্রবৃত্তির কার্য্য, এই মনোহর মনোবৃত্তি যে কোন ব্যক্তির হিতাভি-

লাষে সঞ্চরণ করে, তাহার সুখারবিন্দ যৎপরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়, হিতৈষী ব্যক্তিরও অন্তঃকরণ তত প্রফুল্ল হইতে থাকে। লোক সমাজেই সুখ বিস্তার করিতে তাঁহার পরম আনন্দকর হয়। এবং তৎকার্য্য সম্পাদনার্থে, তাঁহার পাদদ্বয় দ্রুত গমন করে ও হস্ত সতত প্রসারিত থাকে, তাহার নিরালস্যচিত্ত সতত পরের হিত চিন্তাতেই মহা সুখী হয়। এবং তাঁহার সুখদ রসনা পরের মঙ্গল কীর্ত্তি কীর্ত্তনেতেই পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হয়, আর যখন তাঁহার কোন কুশলাভিপ্রায় পূর্ণ হয় তখন তিনি সুখার্ণবে নিমগ্ন হন। ইহা এক প্রকার ঈশ্বরানুকম্পা বশতঃ প্রসিদ্ধ কহিতে হইবেক, যে পরের মঙ্গল করিতে গেলে আপনার মঙ্গল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুর্জ্জনের উপকার শুভদায়ক নহে। দুর্দ্দান্ত দুষ্ট লোকেরা উপকার প্রাপ্ত হইয়া কদাচও শান্ত হয় না, বরঞ্চ উপদ্রবের কারণ হয়, আর উত্তমেরা অহিতকারিরও হিতকারী হন। সাধু ব্যক্তিরা অত্যল্প উপকারকে অতি মহত করিয়া মানেন, দুর্জ্জনেরা মহোপকারকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া জানে। এই নিমিত্ত কুবংশজাত ও দুষ্ট স্বভাব খলের উপকার করিলে পশ্চাৎ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, যে ব্যক্তি উপকর্ত্তার প্রত্যুপকারী না হয়, অধিকন্তু তাহাদিগের অপকারী হয়, কিম্বা কৃতোপকার স্মরণ না করিয়াও তাহার অপলাপ করে, অর্থাৎ না মানে। সেই ব্যক্তিকেই কৃতঘ্ন কহা যায়। ব্রহ্ম-হত্যাকারির প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে কথিত আছে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি উক্ত নাই। কেননা কৃতঘ্ন ব্যক্তিকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইলেও সজ্জনদিগের ব্যবহার্য্য হয় না। অতএব কৃতঘ্নতা পাপ মহাপাপ মধ্যে গণ্য হয়। বিশিষ্ট সন্তানদিগের প্রাণ

বিয়োগ উপক্রমেও এতাদৃশ কুকর্ম্ম করা কুত্রাপি কর্ত্তব্যনহে, আর হে যুবক বুধেরা! স্বীয়২ বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখ, যে জগতে পিতারূপ উপকার ও মাতাস্বরূপা দয়া হইয়াছেন, এই উপকাররূপ পুরুষ ও দয়ারূপা প্রকৃতি, এই উভয়ের নিত্য সংযোগ কারণ নানাবিধ ধর্ম্মসন্তান জন্মিয়া সাধুদিগের ইহ পরলোক অনুচর হয়। পতিপ্রাণা পত্নীর প্রায় এই দয়া নাম্নী সতী স্ত্রী উপকাররূপ স্বীয় স্বামির সদা সহবর্ত্তিনী হন। অতএব যে কেহ সর্ব্বদা পরোপকারে রত, সেই ব্যক্তিই দয়ালু, তিনিই পরোপকারী, যাহার পরোপকার নাই, তাহার ধর্ম্মও নাই, এবং যাহার ধর্ম্ম নাই,তাহার কিপ্রকারে সভ্যতা রক্ষা হইতে পারে।

গাম্ভীর্য্য।

গাম্ভীর্য্য—এই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি বশতঃ মনুষ্যগণ প্রখর বুদ্ধিদ্বারা স্থৈর্য্যাবলম্বি হইয়া অবাদে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কোন বিষয়েরই খণ্ডমাত্র শ্রবণ করত আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিতে পারেন, অনেক লোক ইহার গুণানুবাদ করেন, কেননা বুদ্ধির সহিত যে মনানুধাবন তাহাতেই বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। মনে গাম্ভীরতা জন্মিলে আর চাঞ্চল্য থাকে না, যেমন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রকাশ পাইলে কুজ্ঝটিকা আর স্থিতি করে না, তদ্রূপ সর্ব্ব প্রকার বিষয় বুদ্ধি পরিপাক না হইলে, এই বৃত্তি প্রাপ্ত হয় না। কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক কিছু অসহিষ্ণুতার কার্য্য হইলে, গম্ভীর বুদ্ধি মনুষ্যগণ হঠাৎ কোপান্বিত হয়েন না, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সময় অপেক্ষা করিয়া ক্রোধাদি প্রকাশ করিয়া

থাকেন, অতলস্পর্শ সমুদ্র সলিল সূর্য্য কিরণে কি সন্তপ্ত হয়। আর দেখ যে সুক্তিতে মুক্তাদি জন্মে, সেই সুক্তিকা অগাদ নীরে অবস্থান করে, তাহার বিকার অতি সাধারণ হইয়া থাকে।

ন্যায়পরতা।

ন্যায়পরতা—বৃত্তি, বিবেকের পরিবর্ত্তন বাচ্য, যখন মনুষ্যের কাম স্নেহাদি কতকগুলি স্থূল প্রবৃত্তি কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর এবং উপচিকীর্ষাদি অন্য কতকগুলি অন্তর্বৃত্তি কেবল পরানুরাগী, তখন এই উভয় জাতিয় প্রবৃত্তি সমুদায়ের আতিশয্য নিবারণার্থ ও তাহারদিগকে যথা নিয়মে চালনা করিবার নিমিত্ত কোন স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আবশ্যক, তজ্জন্য পরমেশ্বর এই ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি সূক্ষ্ম এবং হিতকর জানিয়া উৎপাদন করিয়াছেন, এবং এই শুভকর বৃত্তিতে এমত অনুপম শক্তি দিয়াছেন। যে এই মাঙ্গল্য শক্তি মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে মিলিত হইলে, পরের অনিষ্ট ও আত্ম সুখের কোন হানি না হইয়া সমুদায় প্রবৃত্তিকে স্ব স্ব বিষয়ে অবাদে বিধিপূর্ব্বক চালনা করে, পরম ন্যায়বান পরমেশ্বর এই আত্ম প্রতিনিধি স্বরূপ বৃত্তিকে নর জাতির হৃদয়মধ্যে বিবেচনা করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে সকল কর্ম্মেই সুখোদয় হয়। নতুবা তাহা অবহেলন করিয়া অবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার দণ্ড স্বরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়।

সুশীলতা।

সুশীলতা—এই মনের এক অনুপম বৃত্তি গুণের ন্যায় প্রকাশ পায়। ইহার দ্বারা কি ধনবান, কি দুঃখী, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই যশোভাগী হইতে পারেন, কিন্তু অনেকানেক ঐশ্বর্য্য মদোন্মত্ত মানবেরা এতাদৃশ সম্পত্তি অগ্রাহ্য করত দরিদ্রদিগকে হেয়জ্ঞান ও তাহারদিগের সহিত যৎসামান্য রূপ আলাপাদি করেন, তাহারা স্বনাম প্রকাশাভিপ্রায়ে কতশত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাদি ব্যয় করিয়া থাকেন, তজ্জন্য শীলতা বিহীন হেতু লোকে কহিয়া থাকে, যে অমুক ব্যক্তি বড় অহঙ্কারী, বাক্যগুলা অতি কর্কস এবং কথায়২ রাগ প্রাপ্ত হইয়া লোককে কটু কাটব্য কহেন, তাঁহারদিগের সেই দাম্ভিকতা দ্বারা তামসিক ব্যয়াদি করিলে কি এতাদৃশ ঘোষণায় উদ্ধার পাইয়া প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা? আর অনেকানেক বিদ্যাগর্ব্বিত যুবকেরা শীলতায় পরাংমুখ হইয়া বৃদ্ধদিগকে তাচ্ছিল্য ও যৎসামান্য ব্যবহারাদি করেন, হায়! তাহাদিগের কি ভদ্রতা?

ভক্তি।

ভক্তি—অপর এই এক সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি আমারদিগেরবুদ্ধি যত জ্ঞানবিশিষ্ট হউক, কিন্তু ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা উৎসাহিত না হইলে, মিষ্ট ফল প্রদান করে না। বিদ্যারত্ন মহা ধন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম স্বরূপ চন্দ্রালোক ব্যতিরেকে তাহার পরম রমনীয় শোভা প্রকাশ পায় না। কেবল বুদ্ধিবৃত্তি চরি-

তার্থ হইলেই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সহকারে বুদ্ধি নিষ্পন্ন তত্ত্ব সকলের অনুষ্ঠান করা, তাঁহার অপার মহিমার প্রশংসাতে চিত্ত সমর্পণ করা ও তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল প্রতিপালন করা, এ সমুদায় অতি আবশ্যক। জগদীশ্বর অনেকানেক গুরু লোক ও অন্যান্য মহৎ মহৎ ব্যক্তির সহিত আমারদিগের গুরুতর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদিগের প্রতি গুরুতর ভাব সহকারে তদুচিত ব্যবহার সম্পাদনার্থে আমাদিগকে ভক্তিরূপ পরম পবিত্র প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও অতি প্রশংসনীয় গুণ শ্রবণ করিলে অনির্ব্বার্য্য ভক্তিরস প্রকটিত হইতে থাকে, ভক্তি প্রভাবে বোধ হয়, যেন তাঁহার পরম আরাধ্য মূর্ত্তি ধ্যান কালে বিদ্যমান দেখা যায়। আর যিনি বুদ্ধি বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদানের প্রধান কারণ, অতএব সেই দুই একত্র করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা, অস্মদাদির অতি আবশ্যক কর্ম্ম।

আশা।

আশা—আশারূপ মনোবৃত্তি কেবল ভবিষ্যৎ সুখান্বেষণেই সতত তৎপর। যে পৃথিবীতে কাল বিলম্বে মনোরথ পূর্ণ হয়, যে পৃথিবীতে উপার্জ্জন করিয়া উদরান্ন আহরণ করিতে হয়, যে পৃথিবীতে ভবিষ্যত সুখ লাভের প্রতীক্ষায় বর্ত্তমান দুঃখানুভবের হ্রাস করিতে হয়, এই আশা বৃত্তি সে পৃথিবীর সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে। যখন আশার সহিত কোন স্থূল প্রবৃত্তির সংযোগ হয়, তখন

অন্তঃকরণ স্বার্থ পরতন্ত্র হইয়া আত্ম সুখ সাধনে ব্যগ্র থাকে। আর যখন কোন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সংযোগ হয়, তখন ইচ্ছা হয়, যে বিশ্বসংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হউক, কিন্তু কেবল ইহকাল মাত্র এই আশার বিষয় নহে।

অধ্যবসায়।

অধ্যবসায়—সপ্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্ম না করিলে, এসংসারের কোন কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অতি সুকঠিন, এ নিমিত্ত আমারদিগকে অধ্যবসায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যে স্থানে অনেকানেক বিষয় পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, যে স্থানে অভীষ্ট সাধন অত্যন্ত কঠিন তাহাতে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে, এবং যেখানে কাল বিলম্ব ব্যতীত প্রায় কোন অভিলাষ পূর্ণ হয় না। এই অধ্যবসায় বৃত্তি সে স্থানের অত্যুপযুক্ত হইয়াছে। যেমন ডুবারুরা স্বনাশাপুটদ্বয়ে নলদ্বারা অতি সাবধানে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করত অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়া দ্রব্যান্বেষণ করে, সেই প্রকার উত্তমোদ্যম বিশিষ্ট হইয়া লোক স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণে নিমগ্ন হইলে তবেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। নতুবা অযত্ন প্রযুক্ত আলস্যেতে তত্তাবৎ কর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।

স্মার্য্য বৃত্তি।

স্মার্য্য—অর্থাৎ স্মরণীয় বৃত্তি, ইহা মনুষ্যের অত্যুপযোগী হইয়াছে; ইহা না থাকিলে সংসারের কোন কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইতে পারিত না। লোক সকল ভ্রমার্ণবে মগ্ন হইয়া

চিরকাল বিশৃঙ্খলা পূর্ব্বক এই জগতে বসবাস করিত, আর এই অহং বৃত্তি দ্বারা সামান্য মনুষ্যগণ স্ব স্ব অভ্যাস নৈপুণ্যে নানা প্রকার বিদ্যায় সমুৎপন্ন হইয়া লোক সমাজে বিদ্বান ও পণ্ডিত কহায়। স্থূলমত, স্থূলতর ও স্থূল পদার্থাদি স্মরণ পরম্পারা ক্রমে ব্যুৎপন্ন চিত্ত হইয়া, বহু লোক সূক্ষ্মতম পদার্থারূঢ় বুদ্ধি দ্বারা বিদ্যায় বিচক্ষণ হইয়া থাকেন, যাহার ধারণাশক্তি যে পরিমাণ প্রাখর্য্য হয়, সেই পরিমাণে বিদ্যায় বিচক্ষণ হইতে পারেন, এই বৃত্তানুসারে মানবের কত পুরাবৃত্তাদি অনেকানেক ঘটনা স্মরণ হইয়া অভিনব ব্যাপারের মত আনন্দোৎপাদিত হয়, এই বৃত্তি বশতঃ মনুষ্যের মনে কত শত ভাবের উদয় হয় বটে, কিন্তু যুগোপিশা বৃত্তিতে পুনর্ব্বার লয় পায়।

ধৈর্য্য।

ধৈর্য্য—এই এক মনের অনুবৃত্তি গুণের ন্যায় বোধ হয়। ইহার দ্বারা লোক মহা ক্রোধ, শোক ও বিপদ হইতে উদ্ধার পায়, যে পরিমাণে মনুষ্যের অন্তঃকরণে ক্ষমা অবস্থিতি করে, সেই পরিমাণানুসারেই ধৈর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে, জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য না হইলে ধৈর্য্যের আধিক্য হয় না। এবং বিপদকালে ধৈর্য্যাবলম্বন পুরঃসর সদুপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। নতুবা অধৈর্য্য পূর্ব্বক বিষাদিত হইলে অন্তঃকরণ সন্তাপনে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা, আর আপদ কালে ভয়ও শোক করণীয় নহে, কেননা শোকেতে যে মনের অনুধাবন সে প্রাজ্ঞকে নষ্ট

করে। এই বৃত্তিদ্বারা কোন আত্মিয়ের আশন্নকালে শোক সাগরেতে অনবরত উন্মর্জ্জন নিমর্জ্জন বিহ্বল চিত্তকে ধৈর্য্য পর্ব্বতারূঢ় করিয়া সুস্থির করাই শ্রেয়। চিত্ত বৈক্লব্য করা অকর্ত্তব্য, যেহেতু বৈক্লব্য ক্লীবের অনুসর্ত্তব্য। আর অধৈর্য্য বশতঃ লোক আত্মহত্যা ও নরহত্যাদি পাপে পাপী হইয়া মিত্রের আনুকূল্য প্রার্থনা করে। তখন উপকার অপকার মিত্র শত্রুর লক্ষণ বিলক্ষণ অবধারিত হয়। আমারদিগের দৈবাৎ কোন অল্প দুঃখ উপস্থিত হইলে, ধৈর্য্যাবলম্বনে তাহার সহ্য করা উচিত, যেহেতু বড় ভারি দুঃখ উপস্থিত হইলেও অনায়াসে তাহা সহ্য করা যায়।

যদ্যপি রক্ত মাংসের গুণ প্রযুক্ত মনের ধৈর্য্যতা কখন২ দ্রব হইয়া চক্ষু সলিলে পরিণত হয়, তথাপি ধীর ব্যক্তি ক্লেশ জন্য এককালে ভগ্নচিত্ত হইয়া ম্রিয়মান হয়েন না, তিনি ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া পরম মঙ্গল স্বরূপে প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া ও আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর করিয়া আপনার মস্তক সর্ব্বদা উন্নত রাখেন, তিনি এতদ্রূপ দুঃখাবস্থাতে পতিত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন, কারণ তিনি যত আপনার ধৈর্য্য শক্তি অবর্দ্ধমান দেখেন, ততই মনের ক্ষীণতার উপর আপনাকে উত্থিত জানেন, এবং উত্তর২ মহোত্তম সুখাস্বাদন করেন। তিনি সেই দুঃখকে মঙ্গল পূর্ণ আনন্দের প্রতি সহকারী জানেন, সন্তোষ ও আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই কৌশল চক্রকে যথাসাধ্য অগ্রসর করিতে পারিলেই, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। দুঃখ তাঁহাকে কি প্রকারে কাতর করিতে পারিবেক, যখন প্রেমাভিষিক্ত আনন্দ ময় লোক সকলের

প্রতি এবং সেই নিত্য কালের প্রতি তাঁহার মন ও চক্ষু সর্ব্বদাই স্থির রহিয়াছে। যে নিত্য কালের তুলনায় ইহকাল এক পল মাত্র, যে নিত্য কাল, সেই বিশ্বের কৌশল পূর্ণরূপে প্রকাশ দেখিবেন।

যে নিত্যকালে পরম পাতা তাঁহাকে অখণ্ড ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক আপনার অনুরূপ ও সহবাসী করিয়া রাখিবেন।

তিতীক্ষা।

তিতীক্ষা—অর্থাৎ সহিষ্ণুতা. যেমন অত্যন্ত হিমে শীর্ণ হইয়া দুঃখিত হওয়া অকর্ত্তব্য, সেইরূপ প্রচণ্ড রৌদ্রে সন্তাপিত হইয়া বিষাদ করা অনুচিত। দেখ কাল যদি সকলের নিতান্ত বিনাশ স্বরূপ হইয়াছে, তবে সেই কাল কৃত সুখ ও দুঃখ মনুষ্যদিগের তুল্যরূপে ভোগ ও সহ্য করা আবশ্যক। অর্থাৎ মহা উৎসব কালে পরম আনন্দিত হওয়া কোন প্রকারে শ্রেয় নহে, যেহেতুক কোন উদ্বাহের উপক্রম হইলে মনে তুষ্টি জন্মে, তাহাতে আহার ও বিহারাদি কালের যে উৎসব, তাহা ক্ষণিক মাত্র, তজ্জন্য সামান্য মনে সেই আনন্দ বারিতে অবগাহন করিয়া পরিমিত ক্ষেপণ করাই উচিত। আর কোন শোকাদি দুঃখাবস্থা উপস্থিত হইলে, বিষাদিতান্তঃকরণে নিরন্তর মগ্ন থাকা অকর্ত্তব্য। অতএব আমাদিগের যখন যে অবস্থা উপস্থিত হইবেক, তাহা তদনুরূপ কালের ভাব ও গতিক বিবেচনা করিয়া ভোগ ও সহ্য করা মহা জ্ঞানি এবং সল্লোকের নিদর্শন।

একাগ্রতা।

সমাধান—যেমন মহাপ্রলয় কালে ভূতাদি জীব সকল এবং স্থাবরাদি স্থূল পদার্থ সমূহ মহাকাশে লয় পায়, তদ্রূপ সকল বিষয় বুদ্ধি ও সমুদায় মানসিক প্রবৃত্তির সমতা হইলে, সেই এক নিশ্চল জ্ঞানে একাগ্রতা জন্মে। যে কোন বিষয়েতে ও যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে মনের একাগ্রতা হয়, তাহাতে তৎপর হইয়া লোক অনুক্ষণ চিন্তা করিবেক, কেননা নানাবিষয় ভাবনাতে বিক্ষিপ্ত চিত্ত প্রায় এক পদার্থ প্রতিক্ষণ অনুধাবন করিলে একাগ্রতাপন্ন হইয়া শাস্ত্রতত্ত্বার্থ ধারণাতে সমর্থ হয়, তদন্যথায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যেমন গোশৃঙ্গেতে সর্ষপ স্থির হইতে পারেনা, তেমনি বৃশ্চিকদংষ্ট্র বানর প্রায় বিক্ষিপ্ত পুরুষের মানসেতে গুরুপদিষ্টার্থও ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইতে পারে না, অতএব যেমন কূর্ম্মেরা স্বকীয় অণ্ডেতে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া নদীমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। যেরূপ ডুবারুরা স্বনাশা পুটদ্বয়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করনাভিপ্রায়ে নলদ্বয়েতে একান্ত সাবধান থাকিয়া গভীরজলে নিমগ্ন হওত দ্রব্যান্বেষণ করে, তেমনি মনুষ্যগণ দৃঢ়তরউদ্যম পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিমগ্ন হইলে অবশ্য মনোরথ সিদ্ধ হইবেক।